দৈনিক প্রার্থনা।

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মবন্ধু নিকেতন, কমলকুটীর ও নৈনীতাল)

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্‌কিউলার রোড।

১৮৩১ শক, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ৮০ আনা।

কলিকাতা।
৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।
বিধান প্রেস।
আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের যে সমস্ত প্রার্থনা এত দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা প্রকাশিত হইল। দৈনিক প্রার্থনা আট খণ্ডে যে সমুদয় প্রার্থনা বাহির হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী ধরিতে গেলে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক—২৫শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে, ৮ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক—২০শে এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বেকার সমস্ত প্রার্থনা ইহাতে প্রকাশিত হইল। ১৭৮৬ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮৩৬ শক পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যত প্রার্থনা পাইয়াছি, সমস্ত ইহাতে রহিল। তাহা ছাড়া সেবকের নিবেদন প্রথম সংস্করণ, এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত আচার্য্যের উপদেশে কতকগুলি প্রার্থনা পাইয়াছি তাহাও ইহাতে প্রকাশিত হইল।

ইহাতে, ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মবন্ধু নিকেতন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, কমলকুটীর ও নৈনীতালের প্রার্থনা রহিল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক হইতে ৩রা আষাঢ়, ১৮০২ শক পর্য্যন্ত নৈনীতালের প্রার্থনা—দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগ এবং অষ্টম ভাগ হইতে গৃহীত। প্রার্থনাগুলি ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে সেই জন্য উল্লিখিত প্রার্থনাগুলি এখানে সন্নিবেশিত হইল। নৈনীতালের সমস্ত প্রার্থনা এক স্থানে দেওয়া হইল। আর কয়েকটী প্রার্থনা থাকিল, তাহা অন্যান্য প্রার্থনা পুস্তক ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী পুনর্মুদ্রিত হইবার সময় যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। পর্য্যায় ভঙ্গ হইবে বলিয়া ইহাতে দিবার সুবিধা হইল না। নৈনীতালের প্রার্থনাগুলির হেডিং অনেক স্থলে

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আচার্য্যদেব ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্পকাল পরে দুইটী প্রার্থনা রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ী এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

আচার্য্যদেবের কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে যিনি কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তিনি আজ আর ইহলোকে নাই! যাঁহার উৎসাহ উদ্যম, এই সকলের মূলীভূত সেই প্রেমাস্পদ ভাই প্রফুল্ল চন্দ্র তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে সহসা ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের কাজে জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ করিয়া চলিয়া গেলেন নিজের অসচ্ছল অবস্থা সত্বেও অকাতরে মুক্তহস্তে ইহার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে কমলকুটীরে সকলে একত্র হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইল। আচার্য্যদেবের পুস্তকাদি নূতন করিয়া ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। এই এক বৎসরে সেবকের নিবেদন চতুর্থ সংস্করণ; Prayers Part I—Fourth Edition: Prayers Part II—First Edition; The New Dispensation Part I—Second Edition; এবং দৈনিক প্রার্থনা প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্করণ; বাহির হইল। এই সকলের মূল স্বর্গীয় প্রফুল্ল চন্দ্র। এই পবিত্র কার্য্যের জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। এবং যাহা করিয়া গেলেন তজ্জন্য ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাকে উচ্চ স্থান দান করিবে।

কমলকুটীর,
২২শে আগষ্ট, ১৯১৫;
৫ই ভাদ্র, ১৮৩৭ শক।
(ভাদ্রোৎসব)

গণেশ প্রসাদ।

প্রাতঃকালের উপাসনা। *

হে পরমেশ্বর, তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার নব দিবস যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার আশ্রয়াধীন হইয়াছি, যেন অদ্য তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে পতিত না হই। আমাদের মনে তুমি বিরাজমান থাকিয়া কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর। যেন তোমার করুণা ও সত্যস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য করি। পরমেশ, তুমিই আমাদের রক্ষক, তুমিই আমাদের সুহৃদ, অতএব অদ্য আমাদিগকে ভ্রম ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদনে ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত কর। হৃদয়েশ্বর! তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সন্ধ্যাকালের উপাসনা।

হে পরমেশ্বর, আমাদের জীবনের একদিন অতীত হইল। হা! অদ্য মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপ কর্ম্ম করিয়াছি। অকৃতজ্ঞ ও অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি ও তোমার সুমধুর উপদেশ অবহেলা করিয়াছি। এক্ষণে কাতর ভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, হে করুণাসিন্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই এই কামনা

---

* ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্প কাল পরে আচার্য্যদেব এই দুইটী প্রার্থনা রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর যেন উত্তরোত্তর ঐহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত হইতে থাকি। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

ভারতাশ্রম।

প্রেমরাজ্য।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;

১৪ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, এ স্থানে আনিয়া আবার কি দেখাইতেছ? আজ কেন চারিদিকে ভক্তির হিল্লোল, পুণ্যের হিল্লোল উঠিতেছে? ভাই ভগিনীদের হৃদয়ে আজ বিশেষরূপে তোমার পুণ্য তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আবার সেই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে বসিয়া আজ তোমাকে ডাকিতেছি। শুভদিন দেখিয়া আজ কি যথার্থই তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিলে? যদি পিতা, আসিয়া থাক, তবে আজ আমাদের একটী বিশেষ উপায় করিয়া যাও। তুমি জান, আমরা তেমন সন্তান নই যে, সহজে তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাই আজ ভিক্ষা করিতেছি, তোমার স্বর্গরাজ্যের যে নিগূঢ় কৌশল আছে, তাহার দ্বারা গোপনে আমাদিগকে প্রস্তুত কর; পরে যে দিন সুযোগ দেখিবে, সে দিন তোমার কোমল হৃদয় হইতে স্বর্গের প্রেমশৃঙ্খল বাহির করিয়া অনন্তকালের জন্য আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিও। পিতা, আজ হৃদয়ে

আনন্দ ধরিতেছে না। কত লোক ভয় দেখাইয়াছি
আমাদের মধ্যে মিলন হইবে না, আর এক প্রাণ হইয়া
হইয়া, আমরা তোমাকে ডাকিতে পারিব না ; এই ভয়ে ক
কত ভাই ভগিনী নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ; f
আজ তুমি কি দেখাইতেছ, আমার সকল আশা যে আজ
করিলে। এতগুলি ভাই ভগিনীকে লইয়া, তোমার পূ
করিতেছি, ইহা অপেক্ষা এ জগতে আর অধিক কি সু
স্বর্গধাম কোথায় ? শান্তি নিকেতন আর কোথায় ?
বলিয়াছ ইহাদের মধ্যেই তোমার প্রেমরাজ্য। পিতা,
আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল না বাস, তবে কেন
অনাথ দেখিয়া আমাদিগকে নানা স্থান হইতে আনিয়
করিলে ? কেন এই ভারত আশ্রম নির্ম্মাণ করিলে ? এ
পিতা। আমার মত নরাধমকে তুমি এই ভাই ভগিনীদের
নিযুক্ত করিলে। হে দয়াল প্রভু, এখন এই আশীর্ব্বাদ কর
যেন চিরকাল ইহাদের পদসেবা করিতে পারি। তুমি ব
ইহাদের সেবাতেই আমার পরিত্রাণ। পিতা, এই যে ভাই
সকল বসিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইঁহারা যদি আমাকে
ত্রাণ করিতে না পারেন, তবে আমার আর ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রয়োজন
কি ছোট ভাই, কি বড় ভাই, কি ছোট ভগ্নী, কি বড় ভগ্নী প্রে
যদি আমাকে তোমার চরণতলে লইয়া যাইতে না পারেন
আর তোমার স্বর্গের মধ্যে আমার কি হইল ? বিশেষতঃ যে
ভগিনীর সঙ্গে দশ বার বৎসর একত্র তোমার সাধন করিলাম, য
মুখ দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহাদের মধ্যে

এখনও অমিল থাকে, তবে যে আর দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। পিতা, শীঘ্র তুমি আমাদের মধ্যে আবার সেই পুরাতন ভক্তিস্রোত প্রবাহিত কর। যদি কৃপা করিয়া এই মহানগরীতে আনিয়া আমাদিগকে সম্মিলিত করিলে, তবে এবার হইতে এমন করিয়া আমাদিগকে বাঁধ, আর যেন কেহই পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি। দীনবন্ধু, তুমি ত কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, তবে কেন আমরা পরস্পর বিরোধ করিয়া মরি? অন্তর্যামী, তুমি জানিতেছ, এখনও আমাদের মধ্যে কত পাপ রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ তোমার নির্ম্মিত ভারত আশ্রমের কত অমঙ্গল, কত বিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহা তুমি দেখিতেছ। কৃপা করিয়া তুমি এ সকল রিপু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত সন্তান করিয়া লও। দয়াময়, তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। দয়া করিয়া এই আশ্রমে চিরকাল তুমি শান্তি, সুখ এবং পবিত্রতা বিস্তার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃত প্রার্থনা।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক;

১৪ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার নিকট প্রার্থনা করা যে বড় কঠিন। অন্তরের প্রকৃত ব্যাকুলতা না হইলে যে তোমার নিকট কোন ভিক্ষাই করা যায় না। প্রার্থনার মূল্য এখনও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ন দ্বারা ধীর ও ঋষিদেরা

জীবনের সমুদয় সম্বল ক্রয় করিবে, কৃপা করিয়া তুমি প্রার্থনারূপ অমূল্য ধনে আমাদিগকে ধনী করিয়াছ; কি পিতঃ, এখনও আমরা সেই ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পা না। যখন অন্ন বস্ত্র থাকে না, তখন প্রার্থনা দ্বারা সন্তান তাহা লাভ করেন, যখন হৃদয় প্রেম পবিত্রতা হয়, তখন প্রার্থনা দ্বারা তোমার প্রার্থী পুত্র তোমা প্রেম পুণ্য ক্রয় করেন। এই প্রার্থনা দ্বারা তোমার ভক্ত তোমার স্বর্গরাজ্য এবং তোমাকে ক্রয় করেন। যে ধনে তুমি বশীভূত হও, তাহা যে পিতা, সামান্য ধন নহে। পিতা, আমরা এই ধনের গৌরব বুঝিতে পারি, তুমি আমাদের অন্তরে ক্ষমতা বিধান কর। কতকগুলি কথা বলিলেও তোমার হয় না, কিন্তু ঠিক যে ভাবে প্রার্থনা করিলে, তোমাকে পাও এবং তোমার প্রেম পবিত্রতা অন্তরে সঞ্চারিত হয়, আমাদিগকে প্রকৃত প্রার্থনা শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার গ্রহণ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১৫ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ

হে দীনবন্ধু দীননাথ, প্রেমসিংহাসনে বসিয়া তুমি অ ক্ষাত দীন দুঃখীদিগের প্রার্থনা শুনিতেছ। পিতা, এই সময়ে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রণ

এই সময়ে যদি আমাদের শুষ্কতা দূর না হয়, তবে যে তোমার প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক দুর্গতি হইবে। দেখ, চারিদিকে তোমার সন্তানদিগের ভয়ানক দুরবস্থা, তথাপি কেন আমাদের মনে তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা হয় না; ভাই ভগিনীদের হাহাকার কেন আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে না? এই সময়ে কৃপা করিয়া তুমি আমাদের হৃদয় কোমল করিয়া দাও। আমরা যে কয়েক জন একত্র বাস করিতেছি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যেও যদি সদ্ভাব ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, জগতের আশা হইবে। ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কতবার তুমি আদেশ করিলে; কিন্তু দেখ, আমরা কেমন অবাধ্য। আমাদের শিথিলতা আলস্য এবং কঠোর হৃদয় তোমার রাজ্যে অপ্রেম অশান্তি বিস্তার করিতেছে। তুমি যে কার্য্যের ভার অর্পণ কর, আমরা সে কার্য্য করি না, নিজের বুদ্ধিবলে চলিতে চাই। এইরূপে প্রভো, সর্ব্বদাই তোমার আদেশ অমান্য করিয়া তোমাকে অপমান করিতেছি। প্রাণপণে যদি তোমার বিশেষ বিশেষ আজ্ঞা পালন করিতাম, তবে কি আর আমাদের এইরূপ অস্থির এবং সশঙ্কিত ভাব থাকিত? পিতা, আর আমাদিগকে নিজের বুদ্ধিতে চলিতে দিও না। কেন আমরা এইরূপ অকৃতজ্ঞ হইলাম? দিন দিন তোমার অন্ন খাইতেছি, তোমার বস্ত্র পরিধান করিতেছি, অথচ তোমার কথা শুনি না, কেন আমাদের এরূপ বিকৃত ভাব হইল? তোমার কার্য্য না করিয়া কিরূপে দিন দিন কতকগুলো ভাত খাই। তাই বলিতেছি, প্রসন্ন হইয়া প্রত্যেক ভাই ভগিনীকে এক একটী বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ কর; তোমার বিশেষ আজ্ঞা শুনিয়া নির্দ্দিষ্ট জীবন সাধন

না করিলে যে পরিত্রাণ নাই। যাঁহাদিগের লইয়া একটী প্রেম পরিবার গঠন করিতেছ, তাঁহাদের প্রত্যেককে জীবনের বিশেষ কার্য্য চিনিয়া লইতে সমর্থ কর। নতুবা যে কোন তাঁহারা তোমার পরিবারে শান্তি কুশল বিস্তার করিতে প না। অবাধ্য অলস এবং অকৃতজ্ঞ হইয়া যে, কেহই তোমার বারে শান্তি উপভোগ করিতে পারে না। অনেক আশা ভাই ভগিনী সকল তোমার আশ্রমে আসিয়াছেন, দয়া প্রত্যেককে তুমি তোমার দাসত্বে ও দাসীত্বে নিযুক্ত প্রভো, তোমার দুর্ব্বল ভৃত্য সকল তোমার আদেশ প্রতীক্ষা রহিয়াছে। তুমি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বল, প্রত্যেকের জীবে একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দাও। তোমার সন্তান সব বহুদিন পাপের দাসত্ব করিয়া মলিন বিবর্ণ হইয়াছে। দয়াল কেমন করিয়া তুমি তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থ এখন তোমার কার্য্যভার দিয়া প্রত্যেকের জীবন পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদিষ্ট কার্য্য করিয়া শান্তি।

সায়ংকাল, বুধবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১৫ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, সমস্ত দিন তোমার করিলে তোমার পরিবারে কেমন মঙ্গল বিস্তার হয়। প্রা যদি আমরা দিন দিন তোমার এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কা

যে আমাদের অন্তরে অশান্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু দেখ প্রভু, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়া মরি, অথচ তোমার সেবা করিয়া ভক্তেরা যে শান্তি সুধা পান করেন, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত। সকলে মিলিয়া তোমার কার্য্যক্ষেত্রে জীবনের এক একটী বিশেষ ব্রত পালন করিব, এই উদ্দেশে তুমি আমাদিগকে একত্র করিলে; কিন্তু দেখ, আমরা সকলেই তোমার ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কত অপ্রেম, কত অমিল রহিয়াছে। সকলেই তোমার কার্য্য করিতেছি, কিন্তু আমাদের পরস্পরের ভাব দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, আমরা এক প্রভুর সেবক? আমরা নিজের নিজের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিয়াই এই দুর্বিপাকে পড়িয়াছি; সকলে মিলিয়া যদি তোমার আদেশ শুনিয়া কার্য্য করিতাম, তবে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা হইত? তাই প্রভু, বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার তুমি চূর্ণ কর। তোমার সেবা করিবার জন্য আমরা এই আশ্রমে বাস করিতেছি। একত্র বসিয়া তোমার পূজা অর্চনা করিব, এবং পরস্পরের প্রতি বিনয় সদ্ভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া একটী পবিত্র পরিবার হইব, এই আমাদের লক্ষ্য। পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের একত্র করিয়াছ, বাসনা পূর্ণ কর। অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া দুঃখীদিগকে আনিয়া একত্র করিয়াছ, এখন এই বিধান কর, আমাদের মধ্যে যেন আর অশান্তি বিরোধ না থাকে। নির্ব্বিবাদে যেন প্রতিদিন তোমার আজ্ঞাধীন এবং অনুগত দাস দাসী হইয়া জীবনের এক একটী বিশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারি। তাহা হইলে যে পিতা, আমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। মৃত্যুর [illegible] দেখিতে পাইব, যত দিন এই সংসারে বাঁচিয়া

ছিলাম, তোমারই আদিষ্ট কার্য্য করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হইবে। যদি এই জীবনে তোমার প্রদর্শিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তবে সেই অন্তিমকালে, দয়াময় প্রভু, আমার বিবেক কর্ণে তুমি কত সুধাময় কথা বলিবে। তোমার গুণ গান করিতে করিতে তখন প্রফুল্ল হৃদয়ে তোমার সঙ্গে পরলোকে চলিয়া যাইব। প্রভু, নানা স্থান হইতে তোমার দাসদাসীদিগকে আনিয়া একত্র রাখিয়াছ, এখন প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের অবশিষ্ট জীবন তোমার উপাসনাতে এবং তোমার সেবায় নিযুক্ত হইয়া পবিত্র হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৫ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১৬ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু প্রেমের আধার, সম্মুখে তুমি রহিয়াছ, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আশ্রমের ভাই ভগিনীদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য এই আশ্রম মন্দিরে আসিয়াছ ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। পিতা, আজ তোমার নিকট এই একটী বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের এই প্রার্থনাটী পূর্ণ কর। বালকের বাল্য ব্যবহার, এবং অধিক বয়স্কের জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্য এই দুই ভাব সম্মিলিত করিয়া যাহাতে আমরা তোমার সেবা করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের দুর্দ্দশা দেখ, বালকের সরলতা রাখিতে গিয়া অধীর, প্রা

বয়সের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারি না। আবার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের সেই কোমল বাল্য ভাব চলিয়া যায়। এই সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। অধিক বয়সের অহঙ্কার আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। এখন আর আমরা বালকের মত কাহারও উপর নির্ভর করিতে চাই না, কিন্তু স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, এবং অন্যের উপর আমাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্ন করি। এজন্য তোমার এক কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াও আমাদের মধ্যে এইরূপ বিরোধ এবং বিসম্বাদ। বিনীত ভাবে ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া আর তোমার সেবা করিতে রুচি হয় না। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার জন্যই আমরা ব্যস্ত। শিশুর ন্যায় সরল ভাবে আর আমরা তোমার উপর নির্ভর করিতে চাই না। পিতা, কেন আমাদের এরূপ অহঙ্কার হইল? পূর্ব্বে ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া কেমন সরল ভাবে তোমাকে ডাকিতাম। তোমার স্বরূপ বুঝিতাম না, কিন্তু কাতর ভাবে বালকের মত কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময় বলিয়া কাঁদিতাম। তুমি তখনি দৌড়িয়া আসিয়া শিশু সন্তানদিগকে বক্ষে লইয়া, কত আনন্দ প্রকাশ করিতে। এখন আর সেরূপ ভাব হয় না। জ্ঞানের দম্ভ এবং বয়সের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, এখন আর তখনকার মত তোমার মুখের দিকে তাকাই না। হে বিপদ ভঞ্জন পিতা, আমাদের এই গর্ব্বিত ভাব তুমি চূর্ণ কর। বালকের মত তুমি আমাদিগকে বিনয়ী এবং নম্র প্রকৃতি কর। এখনকার এই অবিনয় কৃপা করিয়া তুমি বিনাশ না করিলে, আর আমাদের নিস্তার নাই। ক্ষুদ্রতম ভাইও আমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন, আমাদিগের

দাম্ভিক মন কোন মতেই তাহা স্বীকার করে না। পিতা, প্রা
নীত হৃদয়—যাহা তোমার নিকট প্রণত হয় না, বল কির
ভাই ভগিনীদের পদানত হইবে। অহঙ্কারই বর্ত্তমান সম
দের বিষম রোগ। তুমি ঔষধ বলিয়া দাও। তুমি যদি
ব্যাধি বিনাশ না কর, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের সদ্গতি
তোমার সেই শিশু সন্তানগণ দেখ অহঙ্কারে দগ্ধ হইয়াছে।
কোনও সম্বল নাই, এখনও যাহাদের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিল না
সকলেই পাপী, তাহাদের কেন আবার অহঙ্কার। তাই পিত
করিতেছি, আমাদের এই দগ্ধ প্রাণ তুমি শীতল কর।
তুমি স্বর্গ হইতে সেই সুন্দর বিনয় সরলতা এবং কে
প্রেরণ করিয়া, তোমার এই দীন হীন সন্তানদিগকে অ
ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত কর। তোমার শীতল শাসনে,
দয় হাহাকার করুক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কাজের সময় রিপুর অধীন।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১৭ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় দীন হীনের গতি পরমেশ্বর, আবার আ
প্রাতঃকালে তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।
পবিত্র গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমাদের প্রার্থনা শুন। য
যাহাতে আমরা তোমার কার্য্য করিতে পারি, আমাদিগ

ক্ষমতা বিধান কর। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা তুমি দেখিতেছ, যতক্ষণ আমরা তোমার উপাসনা করি, ততক্ষণ আমাদের মন ভাল থাকে, কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই, এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে আমরা আবার সংসারী হইয়া পড়ি। তখন অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি আসিয়া আবার আমাদের উপর প্রভুত্ব করে। বল পিতা, এই দুর্গতি হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব। উপাসনার সময় তোমার হই, আর সমস্ত দিন কার্য্যের সময় রিপুর অধীন থাকি, এই দুঃসহ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। তাই প্রার্থনা করি, উপাসনার সময় যখন মন আর্দ্র হয়, সেই সুযোগে তুমি এমন কৌশল করিয়া আমাদের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইও, যেন সমস্ত দিন তোমারই হইয়া থাকি। তোমাকে আমাদের মনে থাকে না, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, তোমাকে আমরা ভালবাসি না। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমরা আর কোথাও থাকিতে পারি? তোমাকে ভুলিয়া আমরা সংসারে ভ্রমণ করি, কিন্তু নাথ, তুমি আমাদিগকে এত ভালবাস যে, নিমেষের জন্যও তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পার না। আমাদের হৃদয় এবং জীবন তাহার পরিচয় দিতেছে। পলকের জন্য তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। যদি সন্তানদিগকে এতই দয়া কর, তবে একেবারে আমাদিগকে তোমার চরণতলে বাঁধিয়া ফেল; এমন করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ কর যে সমস্ত দিন আনন্দ মনে তোমার কাছে বসিয়া থাকিব এবং যখন যাহা বলিবে প্রফুল্ল মনে ভক্তের ন্যায় তাহা সম্পাদন করিব। তোমার কার্য্য করি না বলিয়াই

হইতেছে, অন্তরে উল্লাস হইতেছে যে শীঘ্র তুমি আমাদের দুঃখ দূর করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমের দেবতা।

সায়ংকাল, শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১৮ই মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় দীনশরণ আশ্রমের দেবতা, রোজ তুমি দুই বেলাই আমাদের প্রার্থনা শুনিতেছ, এত দয়া আমাদের উপর। কৃতজ্ঞতা-পাশে আমাদিগকে চিরকালের জন্ম তোমার চরণতলে বাঁধিয়া ফেল।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিলম্ব করিও না।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
২০শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময়, কত দিন আর আমরা এরূপ দুর্গত ভাবে থাকিব? আর যে আত্মার এরূপ ভক্তিশূন্যতা এবং নিরুৎসাহ সহ্য হয় না। তুমি নিয়ত যে কাজ করিতে বল, আমরা তাহা অগ্র করিতে পারিব না, কল্য করিব, এই বলিয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করি। যখন তুমি কোন কার্য্য করিতে আদেশ কর, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে গম্ভীর ধ্বনিতে এই কথাটীও বল, "বিলম্ব করিও না" তাহা আমরা গ্রাহ্য

করি না। আমাদের কল্যাণ, উন্নতি, পরিত্রাণ, স্বর্গভোগ এবং তোমাকে লাভ করা, এ সকল গুরুতর বিষয় আর কত কাল ভবিষ্যতের ক্রোড়ে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? আজই যে তোমাকে লাভ করিতে পারি, এখনি যে তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহা আমাদের বিশ্বাসই হয় না। অদ্যই তুমি যে পাপ ছাড়িতে আদেশ কর আমরা তাহা কাল (যে কাল কখনই আসে না) ছাড়িব বলিয়া অঙ্গীকার করি, কিন্তু সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়া আরও অন্যান্য পাপের সেবায় জড়ীভূত হইয়া পড়ি। আমরা বড় জঘন্যরূপে সুখপ্রিয়, অলস এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছি। পাছে আমাদের অন্তরের পাপ পুতুলগুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেল, এই জন্য আমরা সহজে সত্বর তোমাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিই না। তোমাকে যদি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে দিতাম, তবে কি আমাদের এইরূপ হীনাবস্থা থাকিত? অবিলম্বে আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করি না। নিজের আলস্য এবং স্বার্থের অধীন হইয়া তোমাকে অমান্য করি, তুমি আজ সকল সন্তানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, আমাদের এই পাপ সত্য কি না। কৃপাসিন্ধু, আমাদের এই পাপ ব্যাধি তুমি বিনাশ কর। অদ্য হইতে যাহাতে আমরা প্রস্তুত হৃদয়ে, ভক্তি এবং বিনীত ভাবে তোমার আজ্ঞা পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করি, প্রত্যেক সন্তানকে এরূপ সুমতি এবং ক্ষমতা বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যক্ষ দেবতার সহিত সম্বন্ধ।

সায়ংকাল, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
২০শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে, দীনবন্ধু পরমেশ্বর, প্রতিদিন দুবেলা এই আশ্রম মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমরা আকাশের নিকট কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করি, না যথার্থই কোন জাগ্রৎ দেবতার পূজা করিয়া থাকি? আমাদের উপাসনার বাক্যাড়ম্বর এবং সঙ্গীতের মধুরতা কি শূন্যে বিলীন হয়, না সত্যই কোন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা কৃতার্থ হই? প্রত্যহ, হে দীনবন্ধু, যাহাতে তোমাকে সমক্ষে জানিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে সকল প্রার্থনা করি সম্মুখে থাকিয়া তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অলক্ষিত ভাবে তোমার প্রেমময় স্বর্গধামে অনেক আয়োজন করিয়া থাক, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও। তুমি কাছে আছ, এবং কাছে থাকিয়া আমাদের দুঃখ পাপ দূর করিবার জন্য নানা প্রকার কার্য্য করিতেছ। ইহা আমাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে দাও। তোমাকে না দেখিলে আমরা কিরূপে এক পরিবার হইব? আশ্রমের মধ্যে যদি তোমার অব্যবহিত সহায়তা দেখিতে না পাই, এবং তোমার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে না পারি, তবে যে ইহা তোমার আশ্রম নহে। নাথ, তোমাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা নাই। তোমাকে হারাইয়া আর মনুষ্যের কার্য্য করিতে

অভিলাষ করি না। তোমার চরণতলে তোমারই আশ্রমে বাস করিতে চাই, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাস এবং সুখপ্রিয়তা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
২১শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ, আশ্রমে আসিয়াও কি আমরা গোপনে গোপনে নিজের অভীষ্ট সাধন করিব? লোকের নিকট তোমার পবিত্র আশ্রমে থাকি বলিয়া আড়ম্বর করিব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের ইচ্ছাধীন হইয়া ইহার মধ্যে সংসারের সুখ সাধন করিব, এই নীচ ভাব আর কত কাল তোমার আশ্রমকে কলঙ্কিত রাখিবে? বড় আশা করিয়া ছিলাম যে, আশ্রমের মধ্যে তোমার প্রেমরাজ্য দেখিব, কিন্তু দেখ, আমাদের নিজের দোষে আমরা সেই আশা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। তোমার আশ্রমে বাস করিয়া তোমার কার্য্যের সহযোগী হইব ইহাই আমাদের গূঢ় লক্ষ্য। অন্ন বস্ত্র এবং স্নানাদির সুবিধার নিমিত্ত মনুষ্যের সাহায্য লাভ করিয়া সুখী হইবার জন্য ত একত্র বাস করিতেছি না। যদি কেহ এই অভিপ্রায়ে এই আশ্রমে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে তুমি অন্যত্র লইয়া গিয়া সুখী করিতে পার কর, এই আশ্রমকে তুমি সত্বর সুখাসক্তি এবং স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া ইহার মধ্যে তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তার কর যে অভিপ্রায়ে তুমি এই

আশ্রম স্থাপন করিলে, আমরা যদি তাহা বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে কি এখন পর্য্যন্ত আমাদের এইরূপ কঠোর ভাব থাকিত? তুমি বলিতেছ, "সন্তানগণ, প্রেমে সম্মিলিত হও," কিন্তু আমাদের অহঙ্কার এবং নীচাসক্তি কোন মতেই, ভাই ভগিনীদের ভালবাসিতে দেয় না। একত্র বাস করিতেছি, কিন্তু এখনও পরস্পরের নিকট পর রহিলাম। কিরূপে আমাদের এই শুষ্ক অপ্রেম ভাব ঘুচিয়া যাইবে? তোমার কথা অমান্য করি, এই জন্যই আমাদের এই দুঃখ ঘুচে না; তুমি আজ যাহা করিতে বল, আমরা তাহা কাল করিব বলিয়া বিলম্ব করি। তোমার আজকার আদেশ যে আজকার পক্ষে যথেষ্ট এবং কল্য যে তুমি আবার নূতন কার্য্যের ভার অর্পণ করিবে, তাহা বিশ্বাস করি না। তুমি যাহা এখনই আদেশ করিতেছ, আমরা কেন তাহা ভবিষ্যতে পালন করিব বলিয়া তোমার অপমান করি? আমাদের অবিশ্বাস এবং সুখপ্রিয়তাই তাহার প্রধান কারণ। দীনবন্ধু কৃপার সাগর, দয়া করিয়া তুমি আমাদের এই শিথিলতা দূর কর। নিজের ইচ্ছাধীন এবং সুখপ্রিয় হইয়া যেন আমরা তোমার জ্বলন্ত বর্ত্তমান আদেশ লঙ্ঘন না করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমে রাখিয়া শুদ্ধ কর।

সায়ংকাল, বুধবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;

২৯শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে অসহায়ের সহায়, আমরা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রমে আসিয়াছি এই আশ্রমের মধ্যে রাখিয়া তুমি আমাদের গূঢ় পাপ

সকল বিনাশ কর এবং আমাদের পাপাত্মাদিগকে তোমার দেববাঞ্ছিত চরণ দিয়ে পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য্যের ভিক্ষা।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;

৩১শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, আমাদের যেরূপ দুর্দশা, এই সংসারে আমাদের যেরূপ শত শত অভাব এবং কষ্ট, তাহাতে তোমার নিকট যে কত প্রার্থনা করিবার আছে তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু তোমাকে প্রার্থনা করা, এই ভিক্ষাটীর তুল্যও আর কোন ভিক্ষা নাই। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছেন! আমরা জানি যে, তোমাকে ডাকিলে কোন দুঃখ থাকে না, ডাকিলেই তুমি অন্তরে বল দাও, হৃদয় ভরিয়া সুখ দাও; কিন্তু আমাদের কেমন বিকৃত মন, জানিয়াও আমরা তোমার শরণাপন্ন হই না। দীনবন্ধু পিতা, যাহাতে তোমাকে ডাকিতে শিখি, এবং সরল শিশুর ন্যায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, অন্তরে এইরূপ ক্ষমতা বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশায় পুনর্জ্জীবিত।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;

১লা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু, অনেকদিন হইল আমরা তোমার আশ্রিত হইয়াছি; কিন্তু দেখ এখনও আমাদের অন্তরের যন্ত্রণা ঘুচিল না। সেই পুরাতন পাপানল এখনও হৃদয়ের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। এই দুর্গতি আর কতদিন সহ্য করিব?

সঙ্গীত।

"কবে দুঃখ করবে হে মোচন,
কবে পাপী বলে দয়া করে দিবে হে শীতল চরণ।"

কবে হে দয়াল পিতা, আমাদের সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে। হে পুরাতন প্রেমময় পিতা, তুমি দিন দিন নূতন নূতন প্রেমে আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছ, তথাপি কেন আমাদের মধ্যে এইরূপ অচৈতন্য এবং নির্জ্জীব ভাব। পিতা, তুমি ত দয়া করিতে ভুল না; তোমার অঙ্গীকার যে তুমি চিরকালই পালন করিয়া আসিতেছ, আমরাই কেবল নিজের পাপে তোমার দ্বারে নিরাশ হই। অতএব কাতর ভাবে প্রার্থনা করি, আশা দিয়া তোমার ব্রাহ্ম সন্তানদিগকে বাঁচাও। আশাই যে জীবন, আশাই যে সুখ, আনন্দ। সেই আশা এবং সেই আশ্বাস বাক্যে আবার হে পিতা, মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে তুমি পুনর্জ্জীবিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মে শান্তি লাভ।

সায়ংকাল, শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
১লা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে কেমন 'সুখ স্বরূপ' এখনও আমরা তাহা বুঝিলাম না। অনিত্য সুখ অন্বেষণ করিয়াই আমাদের জীবন গত হইল, তোমার আশ্রয়ে থাকিলে যে কত সুখ, কত আনন্দ, কত সন্তোষ, কত শান্তি, আমাদের এই নীচ সুখপ্রিয় মন, তাহার আস্বাদ পাইল না। জগদীশ, এই দুরবস্থা হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, যাহাতে তোমার সহবাসে আনন্দিত হই, তোমার ভক্তদিগের সঙ্গ ভালবাসি এবং তোমার উপাসনা ও তোমার দয়া প্রচারেই আমাদের সুখ শান্তি হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের অভাব।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক;
৩রা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, আমরা এই জন্য সর্ব্বদা তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছি যে, দিন দিন তোমাকে অধিক ভাবে ভালবাসিতে শিখিব, কিন্তু দেখ, আমাদের দুর্গতির সীমা নাই। কোথায় আমরা দিন দিন তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিব, না আমরা অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হইয়া তোমার পরিবারের অমঙ্গল

সাধন করিতেছি। এই মহাপাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া, আমাদের অন্তরে তোমার প্রতি প্রগাঢ়তর ভক্তি এবং তোমার পুত্র কন্যাদিগের প্রতি চিরস্থায়ী অনুরাগ সঞ্চারিত কর। দেখ বাহিরে আমরা প্রচারক বলিয়া কত শ্রদ্ধা প্রশংসা লাভ করি, কিন্তু আমাদের আন্তরিক জীবন কেমন জঘন্য; আমরা কেমন কপট এবং দুঃশীল তুমি জানিতেছ। আমাদের পরে আসিয়া কত মহাপাপী বিনয়ের দ্বারা তোমাকে লাভ করিল দেখিলাম। তুমি তাঁহাদের সরল ভাবে বশীভূত হইয়া, তাঁহাদের মলিন মন পবিত্র প্রভায় উজ্জ্বলিত করিলে; আমরাই নিজের অহঙ্কার এবং প্রেমের অভাবে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলাম। হে দীনবন্ধু দয়াল প্রভু, দুর্ব্বল সন্তানদিগের দুঃখ মোচন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসার এবং ধর্ম্মের মিল।

সায়ংকাল, সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;

৩রা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, সর্ব্বত্যাগী পরমেশ্বর, কেন আমরা এখনও এইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়া রহিলাম তুমি জান। যখন আমরা তোমার মন্দিরে বসিয়া উপাসনা করি, তখন আমাদের মন কেমন ভাল হয়; উপরে পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া আমরা কেমন চমৎকার হই; কিন্তু যাই সংসারে ফিরিয়া আসি, সেখানে যাহা কিছু ভাল ভাব সঞ্চয় করি, দেখিতে দেখিতে সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সংসার কেন এখনও

আমাদের ধর্ম্মের প্রতিকূল রহিল? পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সংসার এবং ধর্ম্মের মিল করিয়া দাও। কোথায় স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, পরস্পর ধর্ম্মের সহায় হইবে, না তাহারাই ধর্ম্মের কণ্টক হইয়া রহিল। স্বামী মনে করেন স্ত্রীকে ত তাঁহার সেবা করিতেই হইবে, স্ত্রী মনে করেন স্বামীর অর্থে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পরস্পরের উপর আন্তরিক এই গূঢ় অধিকারের ভাবই আমাদের সংসারকে নরক তুল্য করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী যখন স্ত্রীর অভাব সকল মোচন করেন, তাহার মধ্যে যে সর্ব্বদা তোমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং স্ত্রী যখন স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহার মধ্যেও যে তোমার কোমল স্নেহ বর্ত্তমান, তাহা আমাদের এই নীচ অধিকারের ভাব দেখিতে দেয় না। আমরা যদি বিনীত এবং নির্ম্মল চিত্ত হইয়া, পরস্পরকে তোমার দত্ত সুহৃদ্, এবং পরস্পরের ভালবাসাকে তোমার প্রেরিত প্রেম বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তবে আমাদের সংসার কি সুখের সংসার হইত। তখন নিত্য কৃতজ্ঞতা রসে আমাদের মন ভিজিয়া যাইত। তখন বুঝিতে পারিতাম অহর্নিশ তোমারই কৃপা বলে বাঁচিয়া রহিয়াছি। তখন সংসার আমাদের ব্রহ্মমন্দির হইত। দীনবন্ধু, সংসারকে আমাদের পুণ্যক্ষেত্র করিয়া দাও। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দর্শন লালসা।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৪ঠা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমেশ্বর, তোমার বাসগৃহ কোথায় যদি না দেখাও, তবে যে পাপী বাঁচে না। বহু দিন হইতে এই সত্য শুনিয়া আসিতেছি যে তুমি সর্ব্বব্যাপী, তবে কেন আমাদের অন্ধ মন দেখিতে পায় না। কেমন করিয়া তোমাকে দেখিতে হয় সেই সঙ্কেত শিখাও। ভক্তের মুখে শুনিয়াছি নয়নে নয়নে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দিন তুমি সেই সন্তানের কাছে বসিয়া থাক; কিন্তু দেখ আমরা অচেতন হইয়া সংসার জঙ্গলে বেড়াইতেছি। কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থ, অহঙ্কার আদি হিংস্র জন্তু সকল প্রতিদিন কতবার আমাদিগকে দংশন করিতেছে। বিপদের সময় কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময় বলিয়া ডাকি, কত সময় কোথায়ও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখি। তখন হাহাকার করি, কোথায়ও কাহারও উত্তর পাই না, নিরাশ অবসন্ন হইয়া পড়ি, মন আরও অবিশ্বাসী হইয়া তোমাকে ছায়া মিথ্যা কল্পনা করে। পিতা, এই ভয়ানক অদর্শন যন্ত্রণা হইতে তোমার ব্রাহ্মরাজ্যকে রক্ষা কর। দেখ, পাপের ঘন মেঘ ব্রাহ্মসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। চারিদিকে ঘোরান্ধকার। একবার তোমার চন্দ্রমুখ দেখাও; আমি দেখি এবং তোমার পুত্র কন্যা সকলে দেখিয়া নব জীবন লাভ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনা এবং জীবনের যোগ।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৪ঠা জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু ঈশ্বর, আমাদের উপাসনা এবং জীবনে কতদূর প্রভেদ তাহা তুমি জানিতেছ। দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপাসনার মত আমাদের জীবন হয়। উপাসনার সময় যেমন আমরা তোমাকে ভক্তি করি, জীবনে তোমার দয়া দেখিয়া কৃতজ্ঞ হই, এবং ভাই ভগিনীদের প্রতি কোমল পবিত্র চক্ষে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করি, প্রতিদিনের জীবনে যাহাতে অবিকল তাহা সাধন করিতে পারি, এমন ক্ষমতা বিধান কর। উপাসনা এক প্রকার, জীবন অন্য প্রকার, এরূপ কপট ব্যবহার যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন যে কোন মতেই তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। এতএব শীঘ্র যাহাতে আমাদের উপাসনা এবং জীবনের যোগ হয় ইহার সদুপায় বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য সঙ্গী।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, অনেক দিন হইতে আমরা তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। তুমিও দয়া করিয়া অনেকগুলি সত্যের আলোকে আমা-

দের মন উজ্জ্বল করিয়াছ। ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট আমরা কত অহঙ্কার করি; কিন্তু দেখ, আজ পর্য্যন্ত আমরা একটী নিতান্ত সহজ সত্যেরও সাধন করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে আছ, ঘোর পাতকীর সঙ্গেও দিন দিন বেড়াইতেছ, এই জন্য যে তাহার পাপ দমন করিবে, ইহা কতবার শুনিলাম, কত সহস্রবার স্পষ্টরূপে দেখিলাম, তথাপি কেমন অচেতন মন, বারম্বার আমরা ইহা ভুলিয়া যাই। তোমার মত পরম সুহৃদ আমাদের আর কে আছে, তুমি আবার নিত্য সঙ্গী। তোমাকে ভুলিয়া যাই এই জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা। হে দয়াল দীন সখা, যাহাতে সর্ব্বদা তোমাকে নিকটে দেখিতে পাই এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক একটী বিশেষ ভার।

সায়ংকাল, বুধবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;
৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি কত প্রকার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আমরা এমনই দুরন্ত, তোমার এত দয়া দেখিয়াও আমরা বশীভূত হইতে শিখিলাম না। এতগুলি ভাই ভগিনীকে লইয়া তুমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, কিন্তু আমরা অন্ধ হইয়া তোমাকে দেখি না। তোমাকে দেখিলে কি তোমার এই আশ্রমের প্রতি আমাদের এইরূপ অনাদর থাকিত? আমরা না তোমাকে ভালবাসি, না তোমার পুত্র কন্যাদের ভালবাসি, না তোমার

আশ্রমকে ভালবাসি। কেন, পিতা, এখনও আমাদের এইরূপ শুষ্ক ভাব রহিল? যাঁহাদিগকে ভালবাসিবার জন্য তুমি নিত্য উপদেশ দিতেছ, আমরা কেন তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতে ব্যস্ত? যদি তোমাকে ভক্তি করিয়া আশ্রমের ভাই ভগিনীগুলিকে ভালবাসিতাম, তবে কি আমাদের হৃদয় মন অবসন্ন হইতে পারিত, না আমাদের হৃদ এইরূপ উৎসাহশূন্য থাকিত? দীনবন্ধু, দয়া করিয়া এই আশ্রমের ভাই ভগিনীদের সেবা করিবার জন্য তুমি আমাকে একটী বিশেষ কার্য্য ভার অর্পণ কর। এবং প্রত্যেক ভাই ভগিনীকে এক একটী বিশেষ ভার দাও। তোমার গৃহে দাসত্ব করিলে যে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মা পবিত্র হইবে, এবং জীবন সফল হইবে, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের অপরাধেই এই দুর্দ্দশা।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক;

৬ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, এই ঘোর অন্ধকার এবং শুষ্কতার মধ্যে কি তুমি দুর্ব্বল সন্তানদিগকে দেখা দিবে না? গূঢ় ভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া, অহর্নিশ আমাদের ন্যায় পাতকী সন্তানদিগের কত উপকার করিতেছ। বিপদ সম্পদ, রোগ স্বাস্থ্য, সুখে দুঃখে সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছ। কিন্তু এমনই জঘন্য আমাদের মন, কোন মতেই আমরা জীবনের মধ্যে তোমার হাত দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না।

পুত্র কন্যাদিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য তুমি কত প্রকার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতেছ; কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা তোমা হইতে দূরে পলায়ন করিতে চায়। পিতা, যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছ, এখন ত আর তোমাকে ছাড়িয়া নিমেষের জন্যও থাকিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িলে যে এখন নিশ্চয় মৃত্যু। এখন তোমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া, যদি ভাই ভগ্নীদের প্রতি পবিত্র নয়নে দৃষ্টি করিতে না পারি, এবং শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরের সেবা না করি, তবে যে নিশ্চয়ই আমাদের পতন হইবে। আলস্য, অপ্রেম, ঔদাস্য যে এখন আমাদের মহাপাপ। তুমি চাও যে আমরা প্রেমিক এবং উৎসাহী হইয়া তোমার সন্তানদিগের সেবা করি। আমরা যদি এই সময় অলস এবং অচেতন হইয়া থাকি তবে কিরূপে তোমার আশ্রমের মঙ্গল হইবে, এবং কিরূপেই বা তোমার অভিপ্রেত প্রেমপরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের অপরাধেই তোমার ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। কেন না আমরা প্রচারক অগ্রগামী ব্রাহ্ম, আমরা যদি উন্নত পবিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতাম, আমাদের জীবন যদি বাস্তবিক তোমার স্বর্গীয় জীবন হইত, তবে যে এত দিনে তোমার অনেকগুলি দুঃখী সন্তান তোমার শরণাগত হইতেন। তাই প্রার্থনা করি, আমাদিগকে তুমি অনুরাগী কর, তোমার প্রেমিক কর। এই সময়ে হয় আমরা তোমার ভক্ত প্রেমিক হইব, নতুবা নিশ্চয়ই আমাদিগকে আবার সেই ঘোর বিষয়ের পাপ জঞ্জাল বহন করিতে হইবে, তোমার অদর্শনে দেখ তোমার ব্রাহ্মসন্তানদিগের অন্তর কেমন থাক হইয়াছে, একবার দেখা দিয়া প্রেমবারি বর্ষণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ উপায় কর।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
৭ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ ঈশ্বর, এই মলিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও কেন উচ্চ বাসনা হয়? যদি তুমি স্বয়ংই পাপবিকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দুর্ব্বল সন্তানের অন্তরে এই বাসনা প্রেরণ করিয়া থাক, তবে তাহা কি তুমি পূরণ করিবে না? পাপার্ণবে ডুবিয়া আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা ত তুমি দেখিতেছ। এ সময় যদি পাপীদের জন্য বিশেষ উপায় না কর, তবে যে আমরা মারা যাই। যাঁহাদিগকে আশ্রয়ে আনিয়াছিলে, কোথায় তাঁহারা একত্র হইয়া যথা সময়ে তোমার পূজা করিবেন, না তাঁহারা তোমার উপাসনার সময় সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্যে বিব্রত থাকেন। তোমার সন্তানদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া, তোমার পূজা করিতে তাঁহাদের তেমন আগ্রহ নাই। পিতা, তাঁহারা যদি তোমার পারিবারিক উপাসনার আনন্দ পাইতেন, তবে কি এরূপ উদাসীন থাকিতে পারিতেন? কৃপাসিন্ধু, কোথায় তোমার প্রেমনদী লুক্কায়িত রাখিলে? পাপী সন্তানদিগকে যদি ধর্ম্মের আনন্দ, এবং উপাসনার শান্তি বিতরণ না কর, তবে যে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। জানি পিতা, একদিন তুমি সকলকেই মাতাইবে, তোমাকে পাইয়া শুষ্ক আত্মার মধ্যে প্রেম-নদী বহিবে, কিন্তু সেই আশায় যে প্রাণ মানে না, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া যে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। প্রাণ যে ব্যস্ত হইল, তাই তোমাকে বলি, এখনই আমাদের বিশেষ উপায় কর, নতুবা

নিশ্চয়ই তুমি এই মলিন শুষ্ক সন্তানদিগকে হারাইবে। দীনবন্ধু, দয়া কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হৃদয় অনেক দূরে।

সায়ংকাল, শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
৭ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি বিনা আর কে আমাদের দুর্ম্মতি দূর করিবে ? দেখ, আমরা তোমার আশ্রমে থাকি, রোজ দুবেলা একত্র তোমার উপাসনা করি, এবং একত্র বসিয়া তোমার অন্ন জল গ্রহণ করি, কিন্তু তথাপি আমাদের মধ্যে কত বিচ্ছেদ, কত অপ্রণয়, এবং কত অসদ্ভাব রহিয়াছে। তোমার সর্ব্বভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহা সর্ব্বদাই দেখিতেছে। পিতা, কেন আমরা এখনও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলাম না ? ভাই ভগিনীদের সুখে কেন আমরা এখনও স্বতন্ত্র হই ? তুমি বলিয়াছ পরস্পরের প্রতি টান না হইলে, পরস্পরকে প্রাণের সহিত ভাল না বাসিলে, কোন মতেই আমাদের গূঢ় নীচ স্বার্থপরতা দূর হইবে না ; তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তারিত হইতে পারিবে না। দেখ, তোমার কথা আমাদের অগ্রাহ্য হইল। বল পিতা, কিরূপে আমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইব ? তুমি জান, যদিও আমরা এক গৃহে বাস করি, এবং সর্ব্বদাই পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, তথাপি হৃদয় অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে। পিতা, কেন তোমার সন্তান দিগের মধ্যে এই প্রকার বিচ্ছিন্ন

ভাব রহিল? পিতা, আবার বলি, আমাদের হৃদয়গুলি মিলাইয়া দাও, স্বর্গের প্রেমসুধা আমাদিগকে আস্বাদ করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসে নবজীবন।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক;
১৫ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাময় পিতঃ, তোমার করুণাতে আবার এই শুষ্ক মরুভূমিতে রস সঞ্চার হইতেছে। দয়াময়, দেখো আবার যেন অবিশ্বাসের স্রোতে পড়িয়া প্রাণ না হারাই। যখন নাথ, তুমি অনুকূল বায়ু প্রেরণ করিয়াছ, তখন যেন এই অনুকূল বায়ুতে পরিচালিত হইয়া শান্তির রাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, পবিত্রতার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। নাথ, দেখিয়াছি যখন অবিশ্বাসী হই, তখন সকলই শুকাইয়া যায়। যাহা পূর্ব্বে সরস ছিল, তাহা আর সরস থাকে না। ভ্রাতা ভগিনীদের মুখশ্রীতে কেবলই কুটিলতা অসরলতা দেখিতে পাই। কিন্তু যখন বিশ্বাসী হই তখন আবার সেই শুষ্কতা চলিয়া যায়, নীরস মরুভূমিতে রস সঞ্চার হয়, শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হয়, ভ্রাতা ভগিনীগণের মুখমণ্ডল কোমল পবিত্র সরল দেখা যায়, হৃদয়ের প্রণয় তাঁহাদের প্রণয়কে আকর্ষণ করে। তাই প্রাণের ঈশ্বর জানিয়াছি, মন্দ ভাবিলেই মন্দ, ভাল ভাবিলেই ভাল হওয়া যায়। দেখ, নাথ, মঙ্গলময়, তোমাকেই যেন সর্ব্বদা চিন্তা করি। তুমি যখন করুণা করিয়া শুষ্কতার মধ্যে রস সঞ্চার করিয়া দাও, অপ্রেমের মধ্যে প্রেম আনয়ন কর, তখন

যে কোন অবস্থায় পড়ি না কেন, তন্মধ্যে তোমার করুণার প্রতি যেন একান্ত নির্ভর করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনাতে সুখী।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২রা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক;
১৬ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীননাথ দয়ার সাগর, তুমি তোমার উপাসনাতে আমাদিগকে সুখী করিতেছ। চারিদিক হইতে বিপদের ঢেউ আসিতেছে। কিন্তু তুমি এই উপাসনাগৃহরূপ দ্বীপটী দিয়াছ, এখানে বসিয়া রহিয়াছি; সেই বিপদের ঢেউ আমাদিগের কিছু করিতে পারিতেছে না। দয়াময়, আমাদের বাহিরের অবস্থা—দুঃখের অবস্থা হয় হউক, কিন্তু দেখো নাথ, অন্তরের এই সুখের অবস্থা যেন চলিয়া না যায়। নাথ, আমরা এই অবস্থা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে পারি না। অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনা, তুমি চিরদিনের জন্য আমাদের এই অবস্থা স্থিরতর রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি আছ।

প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক;
১৭ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়ার সাগর, 'তুমি আছ' শুদ্ধ এই কথা জানিয়া কি হইবে, যদি 'তুমি আছ' এই কথা আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে ধারণ না করিল।

তুমি আছ, এই আমার নিকটে আছ, সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছ; এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ের নিয়ামক হউক। নাথ, তুমি আছ, এই কথা অনেক সময়ে মুখে বলি, বস্তুতঃ হৃদয়ে অনুভব করি না। যদি করিতাম, তাহা হইলে পাপ তাপ অশান্তি কোথায় চলিয়া যাইত। অতএব প্রার্থনা, তুমি আছ এই কথা যেমন বলিব, তেমনই যেন হৃদয়ে অনুভব করি, তেমনই যেন উহা আমাদিগের নিয়ামক হয়। দয়াময়, তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরলস ধর্ম্ম।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক;
১৮ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে জীবন্ত জাগ্রৎ জগদীশ্বর, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে, তুমি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের সকল কথা শুনিতেছ। দয়াময়, যে জীবনে উৎসাহ নাই শীতল, সে জীবন যে মৃত, তাহাতে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইতে পারে না। নাথ, মৃত জীবন লইয়া আমরা কি কখন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি? পিতঃ, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা জীবন্ত জাগ্রৎ থাকিতে পারি কখন নিদ্রিত না হই, তুমি আমাদিগকে এমন বল বিধান কর। নিরলস ধর্ম্মের জন্য উৎসাহী না হইলে, জগদীশ, আমরা পুণ্য, পবিত্রতা, শান্তি, প্রেম লাভ করিতে পারি না। অতএব দয়ার

সাগর, আমাদিগকে নিরলস ধর্ম্মের জন্য নিয়ত উৎসাহী রাখ, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসবের আশীর্ব্বাদ।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক ;
১৯শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় পিতঃ, গতকল্য উৎসবে কত দয়া প্রকাশ করিলে। আমরা তোমার এই সকল মহত্তর দয়া ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। এই জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হয়। অদ্য তোমার নিকটে প্রার্থনা, তোমার উৎসবে যাহা আমরা লাভ করিলাম, তাহা যেন চিরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক পরিবারে বদ্ধ।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৪ শক ;
২০শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় পিতঃ, অদ্য দুই দিন কত যত্ন করিয়া উৎসবের ফল ধরিয়া রহিয়াছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, যদি এইরূপ করিয়া ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। নাথ, তোমারই আদেশে আমরা সকলে, একত্র বাস

করিতেছিল আমরা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। অতএব আমরা যাহাতে সকলে সদ্ভাবে, স্নেহ প্রীতিতে, সর্ব্বদা এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া থাকি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যখন তোমারই আদেশে একত্র বাস করিয়াছি, তখন যেন আমাদের মধ্যে কাহারও পরিবার বন্ধন সংস্থাপন হওয়ার পক্ষে সংশয় না জন্মে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান রক্ষা।

শুক্রবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক;

৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, এক দিকে বিপদ বিঘ্নের ভয়ানক মেঘ উঠিতেছে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে তুমি সাধকদিগের প্রাণ টানিতেছ। বিপদ দেখাইতেছ এই জন্য যে, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া নিরাপদ হইব। বিপদের সময় তোমার মুখ দেখিলে কত আশা আহ্লাদ হয়। বাহিরে যত আক্রমণ, তত পরিমাণে তোমার ঘরে সুধা। নিজে যে কিছু করিতে পারি, তাহার উপায় নাই। তোমার আদেশে, এই সময় আমরা ব্যস্ত হইয়া, তোমার চরণতলে লুকাইয়া থাকি। কতবার দেখিলাম, তোমার ঘর অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হইতে না হইতে, তোমার সন্তানগণ তাহা ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইল। এইরূপ কতবার আশার পর নিরাশা, আলোকের পর অন্ধকার দেখিলাম। গরিবেরা তোমার দয়ার কথা শুনিয়া, তোমার ঘরে যাইতেছিল; কিন্তু আবার কয়জন

বন্ধু মিলিত হইয়া, সেই ঘর ভাঙ্গিল। গরিবেরা যাইতেছিল, তাহাদিগকে বাধা দিল, তাহাদেরও কোন লাভ হইল না। ভাই ভগিনীরা শত্রু হইল। জগদীশ, আমরা যেমন পরস্পরের শত্রুতা করিতে পারি, এমন বুঝি জগতে আর কেহ করিতে পারে না। ঈশ্বর, তোমার বাড়ী ভাঙ্গিতে পারে যাহারা, তাহারা কি সামান্য শত্রু? তুমি গরিব দুঃখীদের জন্য সদাব্রত খুলিবে মনে করিয়াছিলে; কিন্তু ঘরের শত্রুরাই তোমার ঘর ভাঙ্গিতেছে, ইহা তুমি জান। চিরকালই পৃথিবীতে অত্যন্ত আপনার লোকই সুখ শান্তির পথে কণ্টক হইয়া আসিয়াছে। সাক্ষী তুমি। পরম পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া আমরা কত মন্দ কার্য্য করিতে পারি, তুমি তাহা দেখিতেছ। আমাদের দোষে কত বিপদ আসিতেছে তুমি তাহা বুঝিতেছ; কিন্তু এ সমুদয় বিপদ হইতে তুমি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল বাহির করিবে, এই আমাদের আশা, এই আমাদের আনন্দের কথা। এই আশা দিয়া প্রাণকে যদি তুমি না টানিতে তবে কি আমরা আসিতাম? তুমিই কেবল এত অন্ধকারের ভিতরে এত আলোক দেখাইতে পার, এবং বাহিরে নিরাশা দেখাইয়া ভিতরে আশা উদ্দীপন কর। তুমি আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমার এই বিধান জানিলাম। যাহাতে তোমার বিধান রক্ষা হয়, তাহা কর। যে পর্য্যন্ত এই বিধান রক্ষা না হয়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য-স্রোত বন্ধ করিয়া দাও। যতক্ষণ প্রচারকেরা প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কাহাকেও প্রচার করিতে দিও না। তুমি কৃপা করিয়া এমন কিছু উপায় কর, আর যাহাতে আমরা তোমার বিধানের উপর আক্রমণ করিতে না পারি। জগদীশ, যে বিধান তোমার হাত হইতে আসি-

য়াছে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও, ইহা হইতে কখনই বিষ উঠিবে না। আমাদের মধ্যে যদি একজনও প্রচারক না থাকে, আমরা যদি তোমার এবং পরস্পরের ভয়ানক শত্রু হই, তুমি আমাদের মুখে লজ্জা এবং অপমান দিয়া তোমার পবিত্র রাজ্য স্থাপন করিবে। আমাদিগকে পদতলে ফেলিয়া তোমার দুঃখী পাপী সন্তানদিগকে তোমার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবে। প্রচারক হইবার জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা করি না। লজ্জা চাই, অপমান চাই। দেখাইয়া দাও, কি লজ্জার কর্ম্ম, কি ভয়ানক অহঙ্কারের কর্ম্ম করিতেছি। এই নেও প্রচারের কার্য্য তোমার হাতে দিতেছি। আমাদের মুখে লজ্জার কলঙ্ক মাখিয়া দাও। ভৃত্যেরা কার্য্য করিয়াছে, ভৃত্যদের যাহা প্রাপ্য তাহা তুমি দাও। যাহাদিগকে তুমি ভিতরে রাখিয়া দিবে কে তাহাদিগকে দূর করে। আনন্দের রাজ্য বিস্তার করিবে বলিয়াই এই বিপদ পাঠাইতেছ। বিপদের পর সম্পদ আসিবেই। হে প্রেমসিন্ধু, তোমার আজ্ঞা প্রচার হইল। গরিব দুঃখীদের ভার গ্রহণ করিয়াছ, সকলকে রক্ষা কর। কোন পাপীর যেন মরণ না হয়। ভাল কর। মার, মেরে বাঁচাও। প্রাণবধ কর, কিন্তু নবপ্রাণ দাও। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তোমার সুখধামে লইয়া যাও।

হে প্রেমময়, বিপদের সময় যেমন তোমার প্রেম সিংহাসন সুন্দর, সকল সময়েই তাহা সুন্দর। কখন কখন কঠোর ভাবে তোমার বিধান কষ্ট দেয়; কিন্তু যাহাতে জগৎ বাঁচে তাহা মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমাকে ত নির্দ্দয় কখনও বলিব না। এই অগ্নির ভিতরে তুমি ফেলিলে, মুখ ছাই হইবে; কিন্তু এই বলিয়া হাসিব, এই যে পরীক্ষার অগ্নি ইহা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। সোণাকে

আরও উজ্জ্বল করিয়া দিবে বলিয়াই ইহা তুমি পাঠাইলে। লৌহ সমান মনকে চূর্ণ করিয়া কেমন করিয়া ভাল করিতে পার এবার দেখাও। "সম্পদে রাখ, আর বিপদেই রাখ" এবার এই গান করিয়া সকল বিপদ অগ্নি হইতে বাহির হইব। দেখিব কাহারও মুখ দগ্ধ হয় নাই, মুখ উজ্জ্বল এবং পবিত্র হইয়াছে। অদ্যকার শুভদি[illegible] এই আশীর্ব্বাদ কর। গুরু হইয়া দণ্ড দাও। শুভক্ষণে যেন [illegible]খিতে পাই, এমন ভালবাসা শিখিয়াছি যে আমাদের মধ্যে [illegible]রাজ্য আসিয়াছে, তোমার প্রতি ভালবাসা সহস্রগুণে বৃদ্ধি হ[illegible] ঐ মুক্তিপ্রদ চরণতলে বিপদকালে সকলে পড়িয়া থাকিব। [illegible]লিত মনে তোমার বিধান বহন করিব। অগ্নির ভিতরে পড়িয়[illegible]তে আমাদের মন হইতে অপ্রেম বিদায় করিয়া দিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রাহ্ম নিকেতন।

দেবালয়।

মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক;
৭ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর, সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এই নিকেতন মধ্যে তোমাকে ডাকিতেছি। তুমি বলিয়াছ সরল অন্তরে তোমার কাছে যাহা প্রার্থনা করিব তাহা পাইব। যাহা চাহিয়াছি, তাহা পাইয়াছি। ঘোর অন্ধকার মধ্যে তোমার হস্ত ধরিয়া অমৃত ফল পাইয়াছি। তাই আশার সহিত করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যে কয়েকজন তোমাকে ডাকিতেছি আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, প্রেম, এবং পবিত্রতা বিস্তার কর। নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া কিছুতেই আমরা পাপ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাইতে পারি না। তাই তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে একটী ঘরে আনিলে। সর্ব্বদা সকলে মিলিয়া, তোমার দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিয়া পাপ জীবন নির্ম্মল করিব, সকলেই পরস্পরের পবিত্র শাসনে শাসিত হইব। ভ্রাতাদের পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া মনের কুচিন্তা, কুবাসনা দূর করিতে পারিব। পিতা হইয়া তুমি আমাদের সকলকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে আনিয়া, এই সাধারণ গৃহে স্থান দিয়াছ, তাই ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের গতি কর। এই বাড়ীতে যে জন্য আনিয়াছ, তাহা যেন শীঘ্র সিদ্ধ হয় এমন উপায় বিধান কর। আমা-

দের মন মলিন, হৃদয় অপ্রেমিক। আমাদের জীবনে অনেক অভাব রহিয়াছে। তুমি আসিয়া আমাদের দুঃখ মোচন কর। আমাদের সকলের হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট কর। আমাদের সকলের যোগ হইলে শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না। হে জগদীশ, আমাদিগকে তোমার প্রেম পরিবার করিয়া লও। এ বাড়ীতে যেন কেহ কাহারও বিরোধী ও শত্রু না হয়। সকলে মিলিত হইয়া, তোমার নামের জয়ধ্বনি করিয়া, যেন তোমার স্বর্গধামে চলিয়া যাই, এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া, তুমি একত্র করিয়াছ, আমরা বিশ্বাসের সহিত এই উপায়টী যেন বুকে বাঁধিয়া তোমার ইচ্ছা সাধন করি। এই নিকেতন তোমার বাড়ী; ইহা দেবালয়, মনুষ্যের স্থান নহে। তুমি এই বাটীর গৃহ দেবতা, তুমি আমাদের সকলের প্রভু, আমরা যেন তোমার এবং পরস্পরের ভৃত্য হইয়া দিন দিন পবিত্র হই, তুমি আমাদিগকে এরূপ সুমতি এবং বল দাও। এই প্রেম নিকেতনে, তুমি কেমন ধন, এবং ভ্রাতারা কেমন ধর্ম্ম পথের সহায়, তাহা যেন ভালরূপে বুঝিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা বড় দাম্ভিক, পরস্পরের নিকট বিনীত হইতে জানি না; কিন্তু তুমি বলিয়াছ, বিনয়ী না হইলে, কেহই তোমার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রেমময়, আমাদিগকে বিনয় শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপ পরিহারে অনিচ্ছা।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ;
১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, নিকেতনবাসীদিগের পরম পিতা, চিরকালই আমরা বলিয়া আসিতেছি, ক্রমে ক্রমে আমরা ভাল হইব। কতবার তোমাকে প্রবঞ্চনা করিলাম এই বলিয়া—আজ ভাল হইতে পারিলাম না, কাল ভাল হইব ; আজ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলন হইল না, কাল প্রাতঃকালে সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিব ; আজ পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে পারিলাম না, কাল একটী পাপকেও অন্তরে স্থান দিব না। এইরূপে আমাদের ধর্ম্ম, মুক্তি, সকলই ভবিষ্যতের হস্তে রাখিয়াছি। তুমি আসিয়া যখন বল, সন্তানগণ, ভাল হইবে না ? আমরা বলি কাল হইব। কাল আসিয়া বলিলে, আজ ভাল হইলে না ? আবার তোমাকে ভুলাইয়া বলি, আজ নহে কাল হইব। এ কিসের দোষে হয় ? সমুদয় যে আমাদের আলস্যের জন্য। উপাসনা, প্রার্থনা সব মিথ্যা যদি আজ ভাল হইতে না পারি। কাল ভাল হইব, এই কথার মধ্যে কেবল আমাদের মনের দুষ্টতার পরিচয় দিতেছি। যখনই তোমাকে বলি কাল ভাল হইব, সর্ব্বদর্শী, তুমি জান, আমাদের পাপ ছাড়িতে ইচ্ছা নাই ; পাছে পাপ ছাড়িলে দুঃখ হয়, এই ভয়। কি আক্ষেপ ! আমাদের মুখ এত মিথ্যাবাদী হইয়াছে যে, ঈশ্বর, তোমার কাছে আসিয়াও আমরা মিথ্যা কহি। কেন কপটতা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বলি না, আমাদের পাপ ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। যতদিন পাপের আমোদ ভোগ

করি, যতদিন অপবিত্র সুখে মত্ত থাকি, ততদিন কিরূপে ভাল হইব? যাহারা তোমার শরণাগত হইল, তাহারা কবে ভাল হইবে? কবে সেই শুভদিন আসিবে, যখন আমাদের ভাল হইবার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে। ক্রমে ক্রমে ভাল হইব, অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিব, কবে আমাদের এই ভ্রম দূর হইবে? তুমি কি বলিয়া দাও নাই যে, আমরা কেহই এখানে চিরদিন থাকিব না? তবে কেন কাল এবং ভবিষ্যতের উপর আশা ভরসা স্থাপন করি? তোমার দুরন্ত সন্তানেরা পাপের প্রতি এতই আসক্ত হইয়াছে যে, কেহই আর এখনই ভাল হইতে চাহে না। আর যেন কপট ভাবে তোমাকে এই কথা না বলি যে, ক্রমে ক্রমে ভাল হইব। এইরূপ অনেক কাল আপনাকে ফাঁকি দিলাম, এবং তোমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতে গিয়া নিজে মরিলাম। একটু বল বুদ্ধি দাও, আর একটু স্বর্গের উৎসাহ দাও; এখনই পাপ দূর করিয়া স্বর্গের দিকে চলিয়া যাই। এখনই প্রেমরাজ্য যাহাতে শীঘ্র হয় তাহার উপায় করিয়া দাও, নিকেতনবাসীদের তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে নয় এখনই।

সায়ংকাল, শনিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;

১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, তোমার সন্তান যদি কুপুত্র হয়, তাহাতেও অনিষ্ট নাই। সে যদি সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তুমি

ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে ভাল কর। আমরা পাপী তাহাতে তত ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু আমরা যে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করি না, ইহাতেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ। বয়স হইল, ক্রমে ক্রমে ভাল হইব এ কথা আর ভাল লাগে না। প্রবঞ্চনা, কপটতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সরল অন্তরে তোমাকে যাহা বলি তাহা যেন জীবনে সাধন করি। তুমি সদয় হইলে আর আমাদের ভয় কি? তোমার বলে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বৎসরের পাপ লোকে দূর করিতে পারে। দুর্ব্বলদিগকে বল দাও, যেন আমরা এখনই পাপ দূর করিতে পারি। আর এই কথা যেন মুখে আনিতে না হয় যে, আজকার দিন পাপে যায় যাক্, কাল ভাল হইব। ভাল হইবার জন্য যাহা করিতে হইবে তাহা যেন আজই করি। তোমার পবিত্র চরণ এই কপট ধূর্ত্তদের মস্তকের উপর স্থাপন কর। চিরদিন ঐ চরণতলে বাস করিয়া সুখী হইব। আর পাপের অন্ধকারে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে হইবে না। তোমার কৃপা হইলে শীঘ্রই সকলের মধ্যে প্রেম, সদ্ভাব, পবিত্রতা আসিবে। সকলে পরিত্রাণ পাইয়াছি বলিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র প্রেমপূর্ণ শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য সঞ্চয়।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, মনের কথা বলিয়া তোমার সহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য দীন দুঃখী ভ্রাতা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। তুমি বলিয়াছ আমাদের অভাব তুমি মোচন করিবে। কৃপা করিয়া বক্ষঃস্থলে দাঁড়াও, তোমার শ্রীচরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভু, তোমার আজ্ঞা এ জীবনে কতবার লঙ্ঘন করিলাম। এখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার দিন শেষ হয় নাই, সুতরাং আমাদের পাপ দুঃখের দিনও শেষ হয় নাই। পিতা, এত কাল তোমার পবিত্র ধর্ম্ম সাধন করিয়া, ভবিষ্যতে আবার পাপ করিতে হইবে এই চিন্তা কিরূপে সহ্য করিব! তোমার বিরুদ্ধে আর পাপ করিতে পারি না। চিরকালের জন্য তোমার অনুগত দাস হইয়াছি, এ কথা কখন বলিব? এত দিন সাধন ভজনের পর যদি এই কথা বলিতে হয়, তোমার কুপুত্র হইয়া আরও তোমার প্রেমমুখের অবমাননা করিব, তবে আমাদের গতি কি হইবে? তুমি যদি কৃপা করিয়া এই কথা বল, সন্তান যতদিন বাঁচিবে আর পাপ করিতে পারিবে না, আমি তোমার পাপ করিবার ক্ষমতা হরণ করিলাম; তবেই বাঁচি। তোমার পৃথিবীতে থাকিলে পাপ না করিয়া বাঁচা যায় না, নিশ্চয়ই নানা প্রকার অপরাধ করিতে হয়, আমরা চিরজীবন এই কথা বলিয়া আসিতেছি। কেন আমরা বলিতে পারি না, আর ভবিষ্যতে পাপ করিব না, যতদিন বাঁচিব

কেবলই পুণ্য সঞ্চয় করিব; কেবলই তোমার নামের মহিমা গান করিব; তোমার চরণতলে বসিয়া কেবলই তোমার প্রেম এবং শান্তি-রস পান করিব; যথার্থ সুখ যাহা অবশিষ্ট আছে ভোগ করিব এবং যে জন্য তুমি পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাহা সাধন করিয়া আনন্দ মনে পরলোকে চলিয়া যাইব। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র আমরা তোমার প্রেমরাজ্যে গিয়া প্রেম সাধন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিবর্ত্তিত জীবন।

সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক;
২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলময়, দরিদ্রেরা আর দরিদ্র থাকিবে না, পাপীরা আর পাপী থাকিবে না, এমন কি বিধান করিলে বল? আমাদের হৃদয় মন তুমি ফিরাইয়া দাও। পাপের দিকে যাইবার পথ রুদ্ধ কর। দীন দুঃখী ভাই ভগ্নীরা দেশে দেশে ফিরিতেছেন, তুমি সকলের মনে এই আশার কথা বল, ভবিষ্যতে সকলেই ভাল হইবে। প্রাণের সহিত তোমাকে চাহিলে, এবং সমস্ত প্রেম ভক্তি তোমাকে দিলে, কত সুখ হয় তাহা আমরা সম্ভোগ করিব। যে প্রণামে মানুষের সদ্গতি হয় সেই প্রণাম তোমাকে দিব। তোমাকে বার বার ডাকিয়া সুখী হইব পুণ্যবান্ হইব। অন্ধকার পাপ কল্য লইয়া যাইতে পারিব না। যথার্থ ব্রাহ্ম হইয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তিত জীবনে দেখাইব, এবং আমাদের পবিত্র জীবন দেখিয়া জগতের পরিত্রাণের আশা উদ্দীপিত

হইবে। এই আশা করিয়া সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতাশ্রম।

প্রগাঢ় মত্ততা।

শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

দাতা, প্রেমময়, করুণাময় দাতা, কত লোককে কত দিতেছ, গরিব কাঙ্গালদিগকে মুক্তিরত্ন কবে দিবে? হে দাতা, তোমার দানের উপরই একমাত্র নির্ভর, আর উপায় নাই। দাতা হয়ে দান করিতেছ, না তুমি অমৃতরস বিক্রয় করিতেছ? হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার ত খুব ভালবাসা আছে শুনিয়াছি। এই যে তোমার কাছে এত পাওয়া যাইতেছে, ইহা দান না বিক্রয়? ঐ পাত্রটীতে কি? ঐ আলমারীর উপর কি? যেটা দিলে এটা খুব মিষ্ট। কিন্তু দেখ দয়াবান্ ঈশ্বর, এটা থাকে না যে। খুব ঝোঁক, একেবারে দিন রাত নেশা, ভক্তের ভাষা জান তুমি, অবিচ্ছেদে প্রমত্ততা সাধু ভাষায় যাকে বলে, এটা খেলে যে তাহা হয় না। এটাও খুব ভাল সামগ্রী। কিন্তু খুব নেশা, মত্ত অবস্থা যে ইহাতে হয় না। অনেক ভাল সামগ্রী এ আলমারীটা থেকে খাওয়ালে, কিন্তু আজও তেমন মাতাল ত হলেম না। যখন খুব রাত্রে চৌকিদার এসে লাঠি মারছে, আর ধমক

দিচ্ছ বল্‌ছে, কে তুই চলে যা। আমি বল্‌ছি, আমি মাতাল, না আমি যাব না। লাথি মার্‌ছে, ধমকাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, আমি বসেই আছি কেবলই হাস্‌ছি। সংসার লাথি মারে, আমি বল্‌ছি ঐ লাথি খুব মিষ্ট। আমাদের ভিতর কেহই তেমন হয় নাই। তবে ঐ আল্‌মারিটা খুলে আরও ভাল জিনিস দিলে না কেন? এ তোমার কেমন বিচার? যারা তোমাকে পয়সা দেয়, তাদের তুমি এ আল্‌মারির জিনিস দাও না। তাই তুমি আমাদের বল্‌ছ, পয়সা দিয়েছিস্ কেন? চৈতন্য প্রভুকে যে জিনিস খাওয়ালে তাহা কেন আমাদের খাওয়ালে না? বড় বড় মহর্ষি, ঈশা প্রভৃতি যাহা খেতেন, সেই জিনিসটা আমাদের দাও নাই কেন? সেই ভাল জিনিসের এক বিন্দু দাও, তাই একটু খেয়ে খুব মজে যাই। চতুর খুব তুমি। চাইলে যে ফিরিয়ে দেবে তা নয়, দেবে তুমি; কিন্তু তোমার দোকানে যে অনেক রকম জিনিস আছে। ঐ মহর্ষিগুলোকে এমন কি জিনিস খাওয়াইয়া দিতে যে, তোমার দোকানে পড়েই থাকৃতেন। আমরা তা পারি না, কেন না তুমি বল্‌ছ যে, আমরা তোমাকে পয়সা দি। তাঁরা দাম দিতেন না। ফাঁকি দিয়া খেতেন। দোকানদার, তোমার বিচার মন্দ নয়, পয়সা না দেওয়াটা গুণ হল। যে পয়সা দিলে না, ভাল ভাল জিনিসটা তাকে দিলে। চেন কি না, অনেক দিন ব্যবসা কর্‌ছ, চেহারাটা দেখে বুঝ্‌তে পার কে পয়সা আনে নাই। যখনই দেখ কেহ গরিব হয়ে এসেছে, অমনি ওদিক নিয়ে গিয়ে ভাল জিনিসটা খাওয়াও। ঐ যে আমরা মনে করি, আমরা সাধন করি, গান করি, আরাধনা করি, উপাসনা করি, এই পয়সাই আমাদের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এখন, এ আমাদের পক্ষে লাখ টাকা। কার বাপের

সাধ্য এত খায়। কিন্তু লোভটা না কি বড়, তাই তোমারি কাছে ঐ আলমারিটার জিনিস চাচ্ছি। এ যা দিচ্ছ দাও। ঐ ভাল জিনিসটা কি একবার আলমারি থেকে বাহির করে দিবে না? তোমার আরাধনাতে কি মজা! কিন্তু তবু যেন দাম দিয়েছি। সে সব পয়সাগুলি ফিরিয়ে দাও না। দূর হও পাগল! ফিরিয়ে দেব কি? না দিলে হত ভাল। আচ্ছা, না দেওয়াটা কি? দয়ার সাগর এটা শিখিয়ে দাও না? সেই ভক্তেরা দাম না দিয়ে কেমন করে ঐ জিনিস খেতেন? তাঁরা নাই, কে আমাদের শেখাবে? তুমি শেখাও না। এই নেও, তোমার যা কিছু নেও, আবার নেও; এই দেওয়া রোগ গেল না। কোন মতেই আপনাকে নিঃসম্বল মনে করা হল না। তুমি ত বলছ, তোর কেন পয়সার রোগ? তোর কি আছে? খুব লজ্জিত করতে পার। সব বুদ্ধির ঝকমারি হল। আমি কি হাঁ করব? না এখন দিবে না? আমি কাঙ্গাল হয়ে আসব একবার? তুমি কাঙ্গাল করে নিও। এই রকম উপাসনা দিন কতক চালাও। ইহাতে কি হব জান? চিরপ্রমত্ত হব। সব ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ঘুচিয়ে দাও। শুষ্ক কর, শান্ত কর। তোমার শ্রীচরণে এই গভীর প্রার্থনা। হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, কি দিবে দাও। আজ যদি না দাও, কবে দিবে বলে দাও। আমরা ত প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। এখনও ত সুরা পান করাও, কিন্তু নেশা ভেঙ্গে যায় কেন? আর কি এ নেশায় মানে? একেবারে যে খুব নেশার জন্য ব্যাকুল হয়েছি, তা নয়। ব্যাকুলতা কৈ? বুদ্ধির বোঝাই বল আর যাই বল, ও দোকানদার, এর চেয়ে ভাল একটা জিনিস, এর চেয়ে উচ্চ নম্বরের একটা কিছু না দিলে এ নেশা ছুটবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যে

এমন করে সুরা পান করে, সে কি সোজা হয়ে সটান চলে যেতে পারে? আধ হাত চল্‌তে পারে না; আর গোলদীঘী পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে? ভদ্রত্ব, সভ্যতা সব বজায় রাখ্‌ছি আর চল্‌ছি, এতে কি হয়? ভক্তদের ত কিন্তু এ রকম ছিল না। কথা জেয়াদা বল্‌ছি কি? কাজে হবে কি? না হয় দুটো পাঁচটাকেও ঘরে নিয়ে খাওয়াও না। ও জিনিসটার ধর্ম্মই এমনি, দেখ্‌লে আর সকলের হয়। যদি নাই দিবে ভাল জিনিস, নিয়ে এলে কেন? এক পয়সা থেকে একশ টাকার পর্য্যন্ত জিনিস আছে। তোমার দোকানে ঢের জিনিস আছে। সকল উপাসনাই ত এক রকম নয়। এ দোকানটা ছাড়ব না। এখন ভাল জিনিস নাই দিলে, দেবে ত এক সময়। এ ত ছোট দোকান নয়, দিন রাত্রি কারবার চল্‌ছে। ভয় কি ভাবনা কি? এক সময় খাইয়ে দিয়ে খুব মত্ত করো। গাটা অম্‌নি শুদ্ধ হবে, শুদ্ধতাতে মত্ত, পুণ্যেতে মত্ত, ভাল হচ্ছি বলে মত্ত হব। হে দয়াল, বহু কালের পাতকীদিগের মস্তকের উপর চরণ স্থাপন কর। মত্ত হব, আর মত্ত করিব, মাতিব আর মাতাইব, এই আশা করে তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। "আমরা সবাই প্রেমরসে মগ্ন হয়ে থাক্‌ব সদাই," "প্রেমসাগরে রাখহে আমায় দিবা নিশি ডুবাইয়ে।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমুদয় লইয়া নিমগ্ন।

সোমবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, কবে ব্রহ্মনামের পাথরের চাপে (গুরুত্বে) সপরিবারে আমরা তোমার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব? আত্মা ডুবে, জীবন ভাসে, এই কলঙ্ক কি আমাদের কপালে থাকিবে? এই যে আধখানা ভাসে, আধখানা ডুবে, এই বিষম ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দাও। এখন যে ডুবি না তা বলি না, কিন্তু সমস্ত দিনের কার্য্যের জীবনটা কোথায় ফেলিয়া আসিলাম; কেন তাকে সঙ্গে আনিলাম না। তুমি বল, "সন্তান, তোর আর অসার কার্য্য করিয়া কি হইবে? আমার সুন্দর পবিত্র প্রেমজলের ভিতরে আয়।" কিন্তু দুষ্ট মন আসিতে চায় না। ঈশ্বর, যদি প্রাণকে টানিলে, তবে সমস্ত জীবনকে টানিয়া আন। যদি আমাদের জীবনের দুই ঘণ্টা তোমার হইল তবে সমস্ত দিন যাহাতে তোমার হয়, এমন উপায় করিয়া দাও। যখন একা একা ডুবিব, সমস্ত শরীর মন লইয়া নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া ডুবিব। একেবারে ভাবনা শূন্য হইয়া সশরীরে তোমার প্রেমে ডুবিয়া যাই। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া তোমার প্রেমসাগরে ডুবি। সমুদয় পাপের বন্ধন হইতে, বন্ধুর খাতিরের বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া দয়াল দয়াল বলিব, আর প্রেমজল পান করিব। চারিদিকে তুমি, তোমাতে ডুবিয়া প্রেমজল খাইয়া কৃতার্থ হইব এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে প্রেমসিন্ধু, ভক্তেরা তোমার এই নাম রাখিলেন। তুমি যে

অনন্ত প্রেমের সাগর হইয়াছ। তোমার ভক্তেরা তোমার ঘনীভূত আনন্দের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগের গাম্ভীর্য্য অল্পে অল্পে আসিতেছে, এই সময়ে যদি হাত পা ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে ডুবিয়া বাঁচিব। তোমার ভিতরে একবার ডুবিয়া আবার যে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করা, শুষ্ক ডাঙ্গায় আসা, সেই সংসারের ভাবনা, সেই অবিশ্বাসীর কথা, যোগীর জীবনের পক্ষে বিষময়। সমুদয় লইয়া ডুবি এই শিক্ষা দাও। যথার্থ ভক্তেরা উঠিলেন না। ভক্তদের প্রাণ, যোগীদের জীবন, তোমার ভিতরে ডুবিয়া রহিল। কিন্তু আমাদিগকে সংসার বলে, ওদের এক ঘণ্টার মোকদ্দমা, আবার সেই অসার জঘন্য সংসারব্রতে ব্রতী হইবে; ঐ দেখ এখনই উঠিবে, ঐ যোগের ভিতরে থাকিতে পারিবে না, এখনই হাঁপ ধরিবে, নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য উপরে উঠিবে। নতুবা নূতন কীটের মত হইবে, অর্দ্ধেক জলের মধ্যে অর্দ্ধেক উপরে থাকিবে। সশরীরে তোমার ভিতরে আসিয়া বসি। শরীরটা স্থলে, মনটা জলে, এই প্রকার করিতে দিও না। যদি যোগাভ্যাস করিতে হয়, সমস্ত লইয়া যেন তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। প্রাণ ভরিয়া সেই মগ্ন জলে তোমাকে ডাকিব। মনের কুভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, সংসারনির্লিপ্তভাবে তোমার দয়ার সাগরে মগ্ন থাকিয়া, সহজে ধার্ম্মিক হইব; এই যোগের ভিতর থাকিয়া উন্নত উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিব, এই আশা করিয়া তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুসঙ্গ।

শুক্রবার ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ; ৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

পতিত পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে সাধুসঙ্গে রাখিয়াছ। সাধুসঙ্গে না থাকিলে বিষয় গরল পান করিয়া মরিতাম ; কিন্তু সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও একটু স্বতন্ত্রতা না থাকিলে দলে পড়িয়া আপনার শুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না। আমি একাকী তোমাকে প্রাণের ভিতর দেখি কি না, আমার রিপুকুল বশীভূত হইয়াছে কি না, গোলের ভিতর থাকিলে এ সকল বুঝা যায় না। তাই দীন-নাথ প্রার্থনা করি, একটী একটী ব্রত দুই একজনকে দাও। করুণা-সিন্ধু পরমেশ্বর, তুমি এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছ, এক এক জন এই রূপে এক একটী গণ্ডীর দাগের মধ্যে থাকিবে যে, সে দলের ভাল বায়ু পাইবে ; অথবা দলের দোষ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবে। কি আশ্চর্য্য বিধি! একাকীও রহিলাম, আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যত উপকার তাহাও পাইব। নিরাপদে স্বতন্ত্র থাকিয়া বাঁচিব। দলের লোকেরা যদি সংসারী হয় আমি হইব না। দীননাথ, এই দুই দিক তুমি একত্র করিয়া সামঞ্জস্য কর। আমরা দল করিতে গিয়া আপনাকে হারাই, আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া দল হারাই, এই দুই বিধির সামঞ্জস্য নিজ নিজ জীবনে দেখাইতে দাও, গভীর দাগ দিয়া তাহার ভিতরে বসিব, রাক্ষস রাক্ষসী যে আসুক না, সেইটুকুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়া, আসনের মর্য্যাদা, ব্রতের মর্য্যাদা রক্ষা করিব ; আবার সকলে একত্র হইয়া মণ্ডলীর ভিতরে থাকিব, সকলের সেবা করিব। যত লোকের কাছে যত সদ্‌গুণ আছে, বিশুদ্ধ রক্তের ন্যায়

আমাদের হৃদয়ে আসিবে। আর তাঁহাদের দোষ, আলস্য, আর এক প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আমাদের জীবিত কালে সে দিন আসিবে না, যখন দেখিব একত্র সকলের কুশল হইল। যদি স্বার্থপর হইয়া নির্জ্জনবাসী হই, মহাপাপী বলে দণ্ড দিবে। হে পরমেশ্বর, দুইই হইব এই তোমার নিকট আজ্ঞা পাইয়াছি, সকলের নিকট হইতে গুণ লইব, দোষ লইব না। দুই বিধি পালন করিয়া, দয়াল দয়াল বলিয়া চলিয়া যাইব। ব্রতপরায়ণ হইব, এবং সকলের সেবা করিব। পিতা যদি এই আশ্চর্য্য নূতন সত্য শিখাইলে, পালন করিবার ক্ষমতা দিও, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই সর্ব্বস্ব।

বুধবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক ; ৫ই এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, তুমিই যে টাকা, অন্ন, সর্ব্বস্ব, এই মত স্বর্গ হইতে নূতন বাহির হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পৃথিবীতে আসে নাই। তুমি উপাস্য, তুমিই টাকা। তবে তুমিই যদি প্রতিদিনের অন্ন বস্ত্র এবং টাকা কড়ি হও, তবে আর কেন সংসারকে ভয় করিব ? ভক্ত বল, যোগী বল, আচার্য্য বল, প্রচারক বল, কেহই বাঁচিবে না, হে ঈশ্বর, তুমি যদি টাকা না হও। যত দিন সংসার এবং ধর্ম্ম দুইটী বস্তু থাকিবে, তত দিন সকলের মৃত্যু। যদি জগতকে উদ্ধার করিতে চাও, এই দুইখানিকে একখানি করিতে হইবে। ভক্তের আবার টাকা কি ? ভক্তের নিকট তোমা ছাড়া এমন কি পদার্থ আছে যাহার নাম টাকা ?

যদি প্রাণের ভিতর যথার্থ ভক্তি থাকে, তোমাকেই টাকা করিতে হইবে। তোমা ছাড়া টাকা আছে, কখনই বিশ্বাস করিব না। এখন তুমি টাকা না হইলে, আর চলে না। গরিবের একটী আব্দার রাখ। জগদীশ, তুমি ত সকল রূপই ধরেছ, এখন তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ঐ পাদপদ্ম টাকশাল থেকে রোজ টাকা গড়ে নি। তুমি গরিবদের সিন্দুকের ভিতরের টাকা হও, সকাল বেলার অন্ন হও, রাত্রের অন্ন হও; নতুবা একবার তোমার প্রতি আবার টাকার প্রতি মন রাখিয়া বাঁচিতে পারি না। প্রাণকে এক জায়গায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। হে ঈশ্বর, তোমাকে লইয়া দিন কাটাই। এই ধনলোভী স্বার্থপর মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। ঐ শ্রীচরণ প্রসাদে এবার ঢের টাকা উপার্জ্জন করিব। রূপা সোণার অভাব থাকিবে না। প্রাণ কাঁদে মোর টাকার জন্য, আর এই কথা বলিব না, তোমার ঐ শ্রীচরণ কল্পতরুমূলে বসিয়া ধনলোভ চরিতার্থ করিব। হে দারিদ্র্যভঞ্জন দরিদ্রপালক, তুমিই আমাদের জীবন, তুমিই আমাদের রক্ষক, তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলুটোলা।

শ্রদ্ধা দান।

শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক;
২১শে এপ্রেল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি স্বহস্তে যাহাদিগকে উচ্চপদস্থ করিয়াছ, তাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিল না, কেবল তাঁহাদের শরীর দেখিল তাই পরস্পরের প্রতি নির্যাতন। মনুষ্যের কাছে বসা কি শক্ত ব্যাপার! যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগের অগৌরব করিবার ইচ্ছা করা কি ভয়ানক অপরাধ! তোমার সন্তানেরা আমার প্রভু, সেই প্রভুদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও। তাঁহারা, ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। তাঁহারা শূদ্রের সেবা গ্রহণ করেন ইহা আমরা গৌরব বলিয়া বিশ্বাস করিব। হে শূদ্রের পিতা, হে ব্রাহ্মণের পিতা, যাহাতে ভক্তির সহিত দান করিতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যথার্থ বিনয় দাও। বাহিরের ব্যাপারগুলি যদি কপট হয় তবে ত আমি গেলাম। আমি দীন, আমি দুঃখী আমি শূদ্র। শূদ্রের যতদূর বিনয়াচারী হইতে হয় তাহাই কর। উপদেশ দিবার ভার আমাকে দিলে, প্রভুদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে আমি শূদ্র হইয়া উপদেশ দিব, তুমি আমার গলায় বিনয়ের বস্ত্র দাও। সুন্দর বিনয় ভূষণ আমি যেন গলায় রাখিতে পারি। এত বড় লোকদের সঙ্গে যেন আমি যেমন তেমন ব্যবহার না করি। আমি দোষ গুণের বিচার করিব না। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল তোমার অংশ দেখিব। ব্রাহ্মণের

সেবা করিব আমি, কি স্পর্দ্ধা শূদ্রের? তোমার অনুগ্রহে তোমার সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিব। ভ্রাতৃপ্রণয় চাহি না, আমি কি আমার প্রভুদিগের সমান যে, আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে যাইব? আমি যদি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করি, আমার পরিত্রাণ হইবে না। প্রাণের যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবা করিলে আমার পুণ্য হইবে। ভক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি দিলে শূদ্রের হৃদয় পবিত্র হইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে তুমি বাস কর ইহা জানিয়া ভাই ভগিনীদিগকে শ্রদ্ধা করিব। অত্যন্ত বিনীত দাস হইয়া ব্রত পালন করিব। হে অধম বৎসল, সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুঃখীর বন্ধু।

বৃহস্পতিবার, ২রা ভাদ্র, ১৭৯৮ শক; ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াল, তোমার নামের অভিধান দেখিলাম, কোথাও 'ধনীবন্ধু' তোমার এই নাম পাইলাম না। তবে কি তুমি ধনীবন্ধু নও, ধনীকেও তুমি লালন পালন কর, কিন্তু তুমি দীনবন্ধু, দুঃখীতারণ, কাঙ্গাল-শরণ। ঐ যে গাড়ী করিয়া আসিল সে তোমাকে দেখিল না; কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র লইয়া গরিবগুলি তোমার কাছে গেল। কোলে লইতেছ দুঃখীকে, আমোদ করিতেছ দুঃখীদের লইয়া। ধনী তোমার পরিত্যক্ত নহে; কিন্তু ধনগর্ব্ব থাকিলে ধনী তোমার কাছে আসিতে পারে না। ধনীর ভাব গরম ভাব। যখন দুঃখীর বেশে আসি,

হাত দুটী যোড় করিয়া আসি, মুখখানি কাঁদ কাঁদ হয়, এবং আব্দার করিয়া বলি, দেখা দিতেই হবে, দেখা দিতেই হবে, নইলে ছাড়ব না; তখন তুমি দেখা না দিয়া থাকিতে পার না। ভাল পোষাক পরে যারা এল, তারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, আর দুঃখীরা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড় নিয়ে তোমার ঘরে গেল। যে দিন দীন না হতে পারি, সে দিন দীর্ঘ উপাসনাতেও কিছু হয় না; সে দিন ঠাকুরের দরজা বন্দ দেখি। তুমি যার বন্ধু হও, সে দীনাত্মা। যার কেহ নাই তারই বন্ধু তুমি। বড় মানুষ বলিয়া মনের ভিতরে উত্তাপ থাকিলে, তোমাকে দীনবন্ধু বলিতে পারি না। তুমি আমার হবে তখন, যখন তুমি আমাকে দীন করে ছাড়বে। মানুষ ধর্ম্মের জন্য ঘর সংসার ছাড়ে, তাহাও তুমি মঞ্জুর কর না, যত দিন তাহার আমি ধ্বংস না হয়। যে আমি বৈরাগীর বেশ পরে, যে আমি রেঁধে খায় সেও শঠ। আমাকে দীন না দেখিলে যদি আমার বন্ধু হবে না, তবে আমার গা থেকে, মন থেকে সমুদয় জঞ্জাল ফেলে দাও। দীন-বন্ধুর সুমধুর পূজা এনে দাও। তোমার ভক্ত চিরকাল দুঃখী, তাঁহার কোন সম্বল নাই, তিনি কল্য কি আহার করিবেন জানেন না। সর্ব্বদাই তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মুখে স্বর্গের হাসি এবং চক্ষে প্রেমাশ্রু। দুঃখী ভক্তগুলি অতি নম্র প্রকৃতি, মুখে একটী কথা নাই। গালে সাতশ চড় মারলেও কথা নাই, যেন নিরীহ পশু। ভক্তের মুখে এই জন্য দুঃখের কাল রেখেছ যে, তাঁহার ভিতরের আলো উজ্জ্বল দেখাবে। আমরা দুঃখ নিতে চাই না, এ জন্য আমা-দের মুখে প্রসন্নতা নাই। বড় বুঝি দুঃখী প্রিয় তুমি। আমাদের মন হইতে এমনই একটী বড় মানষী ভাবের দুর্গন্ধ উঠ্‌ছে যে, আমরা

তোমার দীনবন্ধু নাম লইতে পারি না। দীনবন্ধু পূজা এ জীবনে ঘটিল না। দুঃখী দুঃখিনী হবে, তবে নর নারী তোমার কাছে যাবে। মেঘের ভিতরে চন্দ্র যেমন, দুঃখের ভিতরে তেমনি তোমার ভক্তের প্রসন্ন মুখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সপ্তম ভাদ্রোৎসব।

স্বর্গের উৎসব।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক;
২০শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা! রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেক বার ধনপ্রলোভন, ইন্দ্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই; তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুভক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক, পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমরা। আশা আছে সেই

রথে চড়িব। এতদিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটী বার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর! আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি-ঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা! এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি; সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, ওখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদা ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী! তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর ছবি দেখাও যদি ঐ ছবি যথার্থ না হয়? এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব সোপানে উঠি তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটী বার প্রণাম করি যে তুমি এই

উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের মুখে ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক এক বার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব আয় ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতেই আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারি জুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলা-ইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম দয়াল! ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটী লোককে উদ্ধার কর, তখনই দৃষ্টিতে এক শত লোক মরিবে, গলা কাটিব যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত

জগতের পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ! তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ত ইহার প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ! তুমি যাহা করিতেছ তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে দয়াল! মত্ত হয় না ত? সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্ক নয়নে তোমার পূজা করে; কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর! শুভবুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিতা! বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না! তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোর নয়নে দেখ? তোমার ত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল! প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে

স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভু! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলুটোলা।

আশায় জীবনধারণ।

রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
১৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি জানিতেছ আমরা কেহই 'পুণ্য' আহার করিয়া, 'প্রেম' আহার করিয়া বাঁচিতেছি না, আমরা কেবল 'আশা' খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি। তোমার প্রসাদে এক দিন ভাল তণ্ডুল এবং অন্য অন্য সুখাদ্য আহার করিয়া পুষ্ট হইব, সবল হইব, সুন্দর হইব, এই আশা বক্ষে ধারণ করিয়া এখন কেবল শাক পাতা খাইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিয়া আছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুসঙ্গ।

সোমবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
২০শে নবেম্বর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তবৎসল, তোমার সাধু ভক্তদিগকে আমাদের নিকটে আনিয়া দাও। সাধুতার যত প্রকার দৃষ্টান্ত আছে আমাদের সেই

সমুদয় আবশ্যক। একটী ছাড়িলেও জীবন অপূর্ণ থাকিবে। বাল্যকালে পুতুল লইয়া খেলা করিতাম, স্বর্গে তোমার ভক্তদিগকে লইয়া খেলা করিব। সাধুসঙ্গের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর সাধুসঙ্গ করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যে বাস করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্দ্দিষ্ট আসনে বসা।

মঙ্গলবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক;
২১শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি আমাদিগকে নিরর্থক সৃজন কর নাই। আমাদের প্রতি জনের জন্যই তুমি এক একটী নির্দ্দিষ্ট আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। আসনের বড় গুণ, যিনি ঐ আসনে বসিতে পারেন, তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না, দুঃখ থাকে না। তিনি যাহা করেন তাহাই সিদ্ধ হয়। যে আপনার আসনে বসিতে পারে না, সে কেবল ঘুরিয়া মরে, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাহাকে বসিতে দাও, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজে তোমার প্রেমামৃত পান করিতে পায়। প্রেমময় পিতা, আমাদের প্রতি জনকে তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঘোরাল সহবাস।

বুধবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;

২২শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, যে স্থানে পৌত্তলিকেরা তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা করে সে স্থানের আয়োজন, ঘটা, ধূম ধাম, এবং ধূপ প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধ দেখিয়া সহজেই লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়। সেইরূপ আমরা যদি তোমার ঘোরাল, গম্ভীর সন্নিধানে বসিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মনেও ভক্তিভাব হইতে পারে। তোমার ঘোরাল সহবাসে না বসিতে পারিলে আমাদের শিথিলতা যাইবে না। শিথিলতা শূন্য জমাট উপাসনাই পবিত্রতা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন কানন।

পারের কড়ি।

১৭৯৯ শক।

হে দেব, অসুরদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। দূর হউক অসার জীবন। অসুরদের বল অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আজ অমুক অসুর হইয়া তপস্যা ভাঙ্গিল, আজ অমুকের ভিতরের অসুর, বাহিরে বন্ধু হইয়া যোগ তপস্যা ভাঙ্গিল। তপস্যা ভূমিতে, যজ্ঞক্ষেত্রে, পৃথিবীর জাল আসিয়া ঘেরিতেছে। কুশল শান্তি ভাঙ্গিল। বনদেবতা, রক্ষা কর, তোমার ক্ষমতা বিস্তার কর, সাপ, বাঘ, অসুর সকলই পলায়ন

করিবে। এই দুই জনকে সমক্ষে রাখিয়া আমরাও শাসনে থাকিতে চাই। স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করে দাও। বিনীত মনুষ্যের গুরু তুমি। তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, অগ্ন কল্পতরু, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সেইরূপ কঠোর যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করি, যাহাতে ভক্ত আরও ভক্ত হয়, এবং অভক্তও ভক্ত হয়। তুমি বল্‌ছ, তোমাদের অনেক করতে হবে, তবে বুঝি আমাদের খুব সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। দয়াল গুরু, যাহা বল্‌বে তাহাই যেন করতে পারি। একবার খুব ঠকিয়াছি, প্রাণে আঘাত পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, রক্তারক্তি। এবার তাই শিক্ষা বলিয়া আরম্ভ করিলাম, গরিব কাঙ্গালদের এই ছোট কামনা পূর্ণ কর। আজ প্রতিজনকেই হাতে করিয়া যাহা হয় দাও। কাহাকেও না হয় একটী কড়ি দাও। একটী বস্তু যত কম দামের হউক, তবুও জানিলাম চাকরী আরম্ভ হইল। একটী কড়ি বাড়ীতে লইয়া যাই। এতে আর দ্বেষ হিংসা কেন? যিনি যত চান তাঁহাকে তত দাও। কাঙ্গালদের এই মিনতি, আনন্দের সহিত যেন সকলে বাড়ী ফিরে যান। আমাদের ভবপার হওয়ার জন্য এক কড়াই যথেষ্ট। আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের সকলের চিত্ত আশাতে প্রশস্ত হইয়া তোমারই নামের জয়ধ্বনি করুক। যোগেশ্বরের জয়! জয়! ভক্তবৎসলের জয়! খুব সুন্দর ঈশ্বরের জয়! সব ভাই ভগ্নী বলুক তোমারই জয়! জয় সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের জয়! আমাদের কয়জনের ঈশ্বরের জয়! আমাদের গতিনাথের জয়! আমাদের ভাল ঠাকুরের জয়! আমাদের পিতা পিতামহ তুমি, তোমারই জয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কমলকুটীর।

পঞ্চাশ বৎসরের বিধান।

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮০০ শক; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা, এই তোমার ব্রহ্মাণ্ড, এই তোমার বিধান, তোমার ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করা যায়; কিন্তু তোমার বিধানের এক কণাও ক্ষয় হয় না। তুমি যেমন অক্ষয়, তোমার বিধিও তেমনই অক্ষয়। তোমার পৃথিবী এই ছিল না, এই আছে; কিন্তু তোমার বিধান চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকিবে। তোমার বিধানে যাহাতে আমাদের অটল বিশ্বাস হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিয়োগ পত্র।

বৃহস্পতিবার, ৫ই পৌষ, ১৮০০ শক;
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময় বিধাতা, যাঁহারা তোমার নিয়োগ পত্র পাইয়া তোমার বিধানের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা আমার মস্তকের উপরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমি যেন তাঁহাদের একজনকেও অস্বীকার না করি। তুমি স্বয়ং ইঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ। যাঁহাকে তুমি গরিব প্রচারকদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতে নিযুক্ত করিয়াছ, তাঁহার মধ্যে তুমিই দেবতা হইয়া কার্য্য করিতেছ। তোমার বিধির বিরুদ্ধে আমাদিগের রসনা কোন অভি-যোগ করিলে সেই রসনাকে দগ্ধ করিও। তোমার প্রেরিত প্রত্যেক

ব্যক্তিকেই তুমি এক একটী নিয়োগ পত্র দিয়াছ, পরস্পরের নিদর্শন পত্র দেখিয়া যাহাতে উৎসাহের সহিত তোমার কার্য্য করি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানভুক্ত লোক।

শুক্রবার, ৬ই পৌষ, ১৮০০ শক ; ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, কি জন্য এই ভবে আমাদের অবতরণ ? আমরা কি যোগী, সন্ন্যাসী কিম্বা ধার্ম্মিক হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি, না সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া খুব গভীর মিষ্ট প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া তোমাতে মগ্ন হইতে আসিয়াছি ? প্রভু, এখানে আমরা পবিত্র কিম্বা প্রেমিক হইতে আসি নাই ; কিন্তু তোমার বিধি পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তোমার বিধি পালন করিলেই তুমি পরিত্রাণ দিবে, পবিত্রতা প্রেম দিবে ; কিন্তু দেখ পিতা, আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি, আমরা মনে করি আমরা আগে শুদ্ধ হইব, পরে তুমি পরিত্রাণ দিবে। তোমার আজ্ঞা পালন করিলেই আমরা পবিত্র হইব। যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবে না। মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভুক্ত দল। দল ছাড়িলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তেমনি অতীতকালে তোমার বিধান গঠন করিবার সময় তুমি কাহাকে কাহাকে "ইহারা আমার বিধানভুক্ত লোক" বলিয়াছিলে তাহা জানা কঠিন ; কিন্তু

ইহা জানিতেই হইবে, না জানিলে আমরা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না। দলপতি, প্রতিজনের নিকট তোমার নিয়োগ পত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যতটুকু দেখাইবে তাহা পালন করিয়া ধন্য হইব, আর যাহা তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও তাহা বিশ্বাস করিয়া ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল, এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পূজা করিতে করিতে তোমার পূজা করিতে শিখিব। তোমার হস্তের সেবকদিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব। যাহাতে তোমাকে ও তোমার সেবকদিগকে অভিন্ন জানিয়া তোমার বিধি পালন করিয়া ধন্য হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একখানি লোক।

শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৮০০ শক ; ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে মুক্তিপ্রদ প্রেমদাতা ঈশ্বর, বিধানের বাহিরের লোকেরা আমার ভালবাসা বুঝিতে পারেন না। আমার প্রেম তোমার প্রদত্ত বিশ্বাস-সম্ভূত প্রেম। ইহা মনুষ্যের প্রেম নহে। দোষ গুণ দেখিয়া ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যে কাহারও দোষ দেখিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করে, সে তোমার বিরোধী শত্রু, সে টুঁটি ধরিয়া পৃথিবীকে

বধ করিতে উদ্যত। তুমি যে দশ পনরটী লোককে আমার প্রাণের ভিতরে গাঁথিয়া দিয়াছ, আমি যে তাঁহাদের একজনকেও ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তিনি যদি এই দল ছাড়িয়া অন্য দলস্থ হইয়া আমার বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেন, সেই খড়্গ যে আমি আমারই বিরুদ্ধে উঠাইলাম; কেন না তিনি যে আমার মধ্যে, এবং আমি যে তাঁহার মধ্যে। এই পনরটী লোক একখানি লোক; আমি এই একখানির মধ্যে আছি, এই একখানি লোক আমার মধ্যে আছেন। ইহা না হইলে যে তোমার বিধান হইতে পারে না। যে হস্তে তোমার বিধানের ভার, সেই হস্ত যদি স্বার্থপর হয়, তবে ত তোমার স্বর্গ মিথ্যা, পরিত্রাণ মিথ্যা। মনুষ্য অসুর হইতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতে পারে; কিন্তু তোমার বিধানের লোকেরা যে একখানি লোক, সেখানে যে পরস্পর নাই। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এই অহঙ্কার করিতে চাই না; কিন্তু একখানি লোক হইয়া থাকিতে চাই। তোমার বিধান-সুধা পান করিয়া, তোমার হস্তের একখানি প্রমত্ত যন্ত্র হইতে চাই। তুমি সেই যন্ত্র বাজাইবে, তাহার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া জগতের আশা এবং সুখ বৃদ্ধি হইবে। যোগেশ্বর, যাহাতে আমরা সকলে তোমার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া যাই এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস।

রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে বিপদ্‌কাণ্ডারী, তুমি স্বয়ং যে বিধানতরীর হাল ধরিয়াছ, এ তরী ত কখন ভাঙ্গিতে পারে না, ডুবিতে পারে না। তবে এই ভব-

সমুদ্রে সময়ে সময়ে অন্ধকার তুফান দেখিয়া যেন আমরা [illegible] না হই। তুমি অভয় দাও। বুদ্ধির চক্ষু কর্ণ বুজিয়া যেন ঘোর অন্ধকার সত্ত্বেও তোমার মঙ্গল চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি, শেষ পর্য্যন্ত যেন তোমার উপর বিশ্বাস করিতে পারি।

বিশ্বাস ত্রিকালজ্ঞ।

সোমবার, ৯ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় গুণের সাগর, তোমার বিশ্বাসী সন্তানেরা ধন্য! তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই তোমাকে দেখিয়া সুখী হইতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য তুমি ভূতকালে এবং ভবিষ্যতে কি করিতেছ তাঁহারা সকলই দেখিতে পান। বিশ্বাস ত্রিলোচন—ইহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ হইয়া, তিন কালেরই সুখ ভোগ করে। তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী কর।

বিশ্বাসীর আশা।

সোমবার, ১৬ই পৌষ, ১৮০০ শক; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

দয়ার সাগর পিতা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস রত্ন দাও। বিশ্বাস ধনের অভাবে আমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যে এবং সংসারে উভয় স্থানেই কষ্ট পাইতে হয়। তোমাকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস করিতে হইবে। এখন এই বিশ্বাস দাও যে, তোমার কৃপাতে আমরা নিশ্চয়ই ভাল হইব, অসীম উন্নতি লাভ করিব। আমরা যোগী হইব, ভক্ত হইব, তোমার যোগানন্দ প্রেমানন্দরসে মত্ত হইব। উৎসাহাগ্নিতে উজ্জল

হইয়া তোমাকে ভাল মুখ দেখাইব, চিরকাল এ কাল মুখ দেখাইতে হইবে না। যাহারা বলে আমাদের আর কিছুই হইবে না, তাহারা অবিশ্বাসী ; তাহাদিগের নিরাশার কথা হুঙ্কার করিয়া উড়াইয়া দিব, আশা করিব, আশার উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার স্বর্গ-রাজ্য হইবে ইহা দেখিব।

স্মৃতি গ্রন্থ।

মঙ্গলবার, ১৭ই পৌষ ১৮০০ শক ; ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় পিতা, এই কয়েক বৎসর তুমি আমাদিগকে যে প্রেম দান করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আমাদিগের পূর্ণ প্রেম ক্রয় করিয়াছ। তুমি বিরলে বসিয়া আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ করিয়া বলিয়াছ, কেমন আমি তোমাদিগের ধর্ম্ম এবং সংসার উভয় দিকের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি ত ? তোমার পূর্ব্বের করুণা সকল স্মরণ করিলে, সুন্দর একখানি স্বর্গপ্রাপ্তি নামক স্মৃতিগ্রন্থ হয়। ঐ গ্রন্থটী আমা-দিগকে পড়াও।

সৌভাগ্য চন্দ্র।

মঙ্গলবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০০ শক ; ৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সুধাসিন্ধু, মনস্তাপ অমাবস্যার পর তুমি সৌভাগ্য চন্দ্র হইয়া প্রকাশিত হও! পাপী অভাগা যখনই তোমার জন্য কাতর হয়, তখনই তুমি তাহার কপালে সৌভাগ্য চন্দ্র হইয়া প্রকাশিত হও।

নূতন উৎসব।

বুধবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০০ শক; ৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

নিত্যোৎসাহী হইয়া তুমি আমাদের জন্য উৎসব রচনা করিতেছ। কাল হারিয়া গেল, কাল তোমাকে বৃদ্ধ করিতে পারিল না। তুমি উদ্যমপূর্ণ বালকের ন্যায় কত করিতেছ। তুমি আমাদের জন্য পুরাতন উৎসব আনিতে পার না। উজ্জ্বল নূতন উৎসব রচনা করিতেছ, কত আয়োজন করিতেছ।

ভক্তেরা চিরকালই নারী।

বৃহস্পতিবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০০ শক;
৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

জননী, আমাদিগকে তোমার চরণের দাসী করিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। আমরা কঠোর হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয় ঝামা হইয়াছে। ভক্তিফুল ফুটে না, প্রেমনদী হইতে জল আনিতে পারি না। তোমার ভক্তেরা চিরকালই নারী। তোমার কোমল ভাব কঠোর প্রকৃতি পুরুষের প্রাপ্য নহে। পুরুষেরা দেশ দেশান্তরে যাইয়া, হরিনাম করিতে পারে, কিন্তু তাহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না। নারী না হইলে সেখানে কেহই যাইতে পারে না। অতএব মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রকৃতিকে নারীর প্রকৃতির ন্যায় কোমল কর। নারী যেমন লজ্জাশীলা, এবং ভক্তিতে অবনত হইয়া তোমার দিকে তাকায় এবং তোমার পায়ের তলায় পড়িয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ করিয়া রাখ।

বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা।

শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৮০০ শক; ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

তুমি দীনকে রাজা করিয়াছ। অত্যুন্নত বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা দান কর যে তোমাকে এবং তোমার সভাকে আমরা উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করি।

নিত্য ক্রিয়াশীল।

রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০০ শক; ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

তুমি নিত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছ তোমাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব কোথায়? এজন্য আমার অভিলাষ হইয়াছে, তোমায় নিত্য লীলাময় জানিয়া, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিব।

সেবা ও পূজা।

সোমবার, ৮ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, তোমার সন্ততিগণযোগে তোমার প্রতিমা অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সদৃশ জীবনে তাঁহাদিগকে সেবা ও তোমার পূজা করিব।

অপূর্ব্ব সম্মিলন।

মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২১শে জানুয়ারি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সুরাসুর ও দেবমনুষ্যনিচয়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন হওয়ায় যে স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা বাড়িয়াছে, সেই স্বর্গ অবলোকন করিয়া তদীয় নিবাসী-গণের সন্তোষবর্দ্ধনে আমরা সমুৎসুক হইয়াছি।

নারী-ভাবে উন্নত।

বুধবার, ১০ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হৃদয়রূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ তোমার কন্যাগণের নির্ম্মল গুণ সমূহে হৃতচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের ভাবে উন্নত হইব।

সত্তারূপ জল।

বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

তোমার সত্তা সাগরের জলে অবগাহন করত শীতল ও নির্ম্মল হইয়া তোমার মন্দিরে প্রবিষ্ট হইব, এই আমার অভিলাষ।

খাঁটি দেবতা।

শুক্রবার, ১৯শে মাঘ, ১৮০০ শক; ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

নির্ম্মল ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর যেন দিব্য চক্ষে ঠিক তুমি যেমন সেই প্রাচীনকাল হইতে বসিয়া আছ, সেইরূপেই তোমাকে দেখিতে পাই। আমার কল্পনা তোমার মুখে যে লাল নীল ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণ দিয়া তোমাকে সাজাইয়াছে, তোমার পুণ্যজলে সেইগুলি ধৌত করিয়া তুমি ঠিক খাঁটি সাদা পরিষ্কার প্রকৃত ঈশ্বর হইয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। আমার বিবেককে আমরা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। হে সদ্গুরু, তুমি দয়া করিয়া আমার বিবেককেও প্রকৃতিস্থ করিয়া লও। কল্পনাপ্রিয় মানুষ আড়াই পয়সা দিয়া বাজার হইতে কৃত্রিম দেবতা

কিনিয়া আনিয়া তাহার ঘরে রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই মিথ্যা কল্পিত দেবতা কিরূপে তাহাকে পরিত্রাণ দিতে পারে? এই জন্য হে জীবন্ত ঈশ্বর, তোমার নিকট এই বিনীত এবং ব্যাকুল প্রার্থনা তুমি দয়া করিয়া আমাদের নিকট তোমার অকৃত্রিম শুদ্ধ নির্ব্বিকার রূপ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধ এবং আনন্দিত কর।

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন।

শনিবার ২০শে মাঘ, ১৮০০ শক; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, তুমি যে ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন, দিন দিন ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছ। তোমা বিনা ভক্তের আর কিছুই নাই। যেমন এক বীজ হইতে কোটী কোটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এক তোমা হইতে ভক্তের সকল অভাব মোচন হয়। তোমা হইতে ভক্তের আর স্বতন্ত্র সংসার নাই। ভক্তের সংসার তোমারই সংসার, সেই সংসার স্বর্গরাজ্য, বৈকুণ্ঠধাম। সেই সংসারে সংসারী হওয়া আর বৈরাগী হওয়া এক। যে সংসার তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন সেই সংসারকে আমরা ঘৃণা করি। তোমার সংসার পবিত্রতা, প্রেম এবং শান্তির সংসার।

ধর্ম্ম ও নীতির মিলন।

রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৮০০ শক; ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদের ধর্ম্ম এবং নীতিকে তুমি একত্র করিয়া দাও। এই নিত্যোপাসনারূপ মহামন্ত্র দ্বারা আমরা যেমন একটী ভক্ত

উপাসকমণ্ডলী হইব তেমনই যাহাতে আমরা একটী জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধ-চিত্ত নীতিপরায়ণ সাধু শিষ্যমণ্ডলী হইতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। এতগুলি রসনা এবং এতগুলি হৃদয়ের প্রেমনদী হইতে যখন হুড় হুড় করিয়া তোমার মধ্যে ভক্তির জল পড়িবে, অথবা সকলের উপাসনা একটী তেজোময় অগ্নি হইয়া তোমাকে স্পর্শ করিবে, তখন আমাদের পাপের অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে।

নিবৃত্তির সন্তান।

সোমবার, ২২শে মাঘ, ১৮০০ শক ; ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুদ্ধ এবং শান্ত করিয়া লও। নিবৃত্তির সন্তান, শান্তির সন্তান, গাম্ভীর্য্যের সন্তান হইয়া, আমরা কেন প্রবৃত্তির চাকায় ঘুরিব? হরিভক্তেরা কি চঞ্চল থাকিতে পারে? আর একটী এই আশীর্ব্বাদ কর, ভাই ভগিনীরা যেন আমাদিগকে প্রলোভনে না ফেলেন। প্রলোভনে ফেলা আর নরহত্যা করা সমান। তোমার কাছে থাকিলে কি চিত্তের বিকার থাকিতে পারে? হরি, তোমার নিকটে রাখিয়া আমাদিগকে পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতে দাও।

অদ্ভুত ভক্ত।

মঙ্গলবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০০ শক ; ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু, আমাদিগকে অদ্ভুত ভক্ত করিয়া লও। হরিদাসেরা চিরকালই অদ্ভুত তাঁহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র, চাল বেয়াড়া। সাধারণ

লোকেরা পৃথিবীর প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তোমার অদ্ভুত ভক্তেরা তোমাকে ছাড়িয়া আর কোন দলভুক্ত হইতে পারেন না। সংসার মন্দ স্ত্রীলোকের ন্যায় নানা প্রকার বিলাসসুখ দিবে বলিয়া সাধারণ লোকদিগকে ডাকিয়া লইয়া যায়; কিন্তু যে অদ্ভুত ভক্তদল তোমাতে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ভুলেন না। স্ত্রী কন্যা ভাল সামগ্রী খাওয়াইয়া তোমার সাধুর মন হরণ করিতে পারে না। তোমার সাধু সন্তানেরা তেজের ন্যায়, আলোকের ন্যায় চলিয়া যান, পৃথিবীর প্রলোভন তাঁহাদিগকে অসাধু করিতে পারে না।

প্রার্থনা ভিতরের ব্যাকুলতা।

বুধবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০০ শক; ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, প্রার্থনা ভিতরের ব্যাকুলতা। তুমি প্রাণের নাড়ী সকল ধরিয়া যখন টান তখন যথার্থ প্রার্থনা হয়। কৈ তোমার কাছে আমরা ত অনেক বৎসর প্রার্থনা করি নাই। প্রাণ ব্যাকুল হইলে কি তুমি প্রার্থিত বস্তু না দিয়া থাকিতে পার? মাছকে কূলে আনিয়া ফেলিলে সে যেমন—যতক্ষণ না আবার জলে পড়ে, ছট্‌ফট্‌ করে, আমরা যদি সেই কাতর মৎস্যের ন্যায় কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়। কবে আমরা যথার্থ আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ বৈরাগীর ন্যায় সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া তোমার দিকে দৌড়িব? যখন তুমি দেখিবে বৈরাগী হইবার জন্য আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে তখন তুমি এই সার বস্তু বৈরাগ্য আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবে।

যা বলি তা যেন করি।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৮০০ শক ;

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, সত্যবাদী সত্যস্বরূপ ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মিথ্যা হইতে সত্যেতে লইয়া যাও। যাহা তোমার কাছে বলি তাহা যেন করি। হে জননী, তোমার সঙ্গে যেন বঞ্চক শঠ, ধূর্ত্তের ব্যবহার না করি। তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বল, "ধাঙ্গড়, মেথরগণ, সন্ধ্যার আগে আমার ঘর পরিষ্কার কর, মিথ্যার দুর্গন্ধ ঝাঁট দিয়া দূর কর। পুণ্যজলে স্নান করিয়া হরিনাম গলায় দে।" তোমার রাজ্যে যেন মিথ্যাবাদীরা না আসিতে পারে। হরি, তোমার সত্যচরণ এই মিথ্যাবাদীদিগের মস্তকে রাখিয়া ইহাদিগকে মিথ্যা, অসত্য জঞ্জাল হইতে উদ্ধার কর। আমাদিগকে সরল সত্যপ্রিয় বালকের মত করিয়া লও।

অলৌকিক জীবন।

শুক্রবার, ২৬শে মাঘ, ১৮০০ শক ; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে অলৌকিক ক্রিয়াকারী ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যেমন অলৌকিক বিশ্বাস দিয়াছ, আমাদিগের জীবনকেও অলৌকিক কর। ভবিষ্যদ্বংশেরা যেমন সাদা কাগজের উপর আলো দিয়া আমাদের জলন্ত বিশ্বাসের কথা লিখিবে, আমাদের চরিত্রও যেন অগ্নি দ্বারা লিখিত হয়। চরিত্র যেন কালি দিয়া লিখিত না হয়। আমাদিগকে

সরল বিশ্বাসী কর, যাহা বলি তাহাই যেন করি, [illegible]
যেন বলি। যেমন কথায় বলিব আমরা ঈশ্বরকে দেখি, [illegible] কথা কহি, কার্য্যেতেও ঠিক তাহাই করিব। যখন লোকে বিদ্রূপ করিবে, তোরা অন্ধকারে ঈশ্বরকে দেখিস্, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কস্, তখনই আমাদের তেজোময় জীবনের ভিতর হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিবে।

নির্ম্মল বিবেকের আনন্দ।

শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৮০০ শক; ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগের মনে নির্ম্মল সুখস্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া দাও। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি মনে করিতে পারি, আজ সমস্ত দিন কোন পাপ করি নাই, এবং তোমার প্রতি, জগতের প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং নিজের প্রতি যত কর্ত্তব্য সমুদয় সাধন করিয়াছি, তাহা হইলে কেমন নির্ম্মল বিবেকের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিব। হে প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে যে পুণ্যের আনন্দ হয়, আমাদিগকে সেই আনন্দের জন্য লালায়িত কর। তোমার অনুগত লোকের যে সুখ, সেই সুখে আমাদিগকে সুখী কর। ইন্দ্রিয় সুখে অপবিত্রতা আছে, এবং ধ্যান ও সঙ্গীতের সুখেও গোলযোগ আছে, অতএব শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতির সকল প্রকার সুখ স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তোমার প্রদত্ত কঠোর ধর্ম্মপ্রদ বৈরাগ্যের পবিত্রতার সুখ এবং তোমার সহবাসের সুখ ভোগ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ভক্ত ও দল এক।

সোমবার, ২৯শে মাঘ, ১৮০০ শক; ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াল হরি, তোমার দলেতে থাকিলেই পরিত্রাণ হয়। যে ব্যক্তি তোমার ভক্তের হৃদয়ের বাহিরে থাকে সে তোমার দলের লোক নহে। তোমার ভক্ত এবং তোমার দল এক। তোমার ভক্ত পাখী-গুলি সমুদয় একত্র হইয়া, প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়াকাশে উড়ে এবং গান করে। হে দলের ঈশ্বর, আমরা সকলে যাহাতে প্রত্যেকের ভিতরে এবং প্রতি জনের ভিতরে এক হইয়া থাকিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শেষ ঘাট।

মঙ্গলবার, ৩০শে মাঘ, ১৮০০ শক; ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমসিন্ধুতে এই প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নবজীবন পাইব। তুমি দেখাইয়া দিলে, তব পদ ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই, মানুষের উপর নির্ভর করিলে মরিতে হয়। বাহিরে ভয়ানক গরমি, এবার হরি, যে তোমার ভিতরে একেবারে না ডুবিবে, সে নানা রোগে মরিবে। যতই শত্রুরা মারিবে, জবাই করিবে, নির্য্যাতন করিবে, ততই আমরা তোমারি ভিতরে লুকাইয়া থাকিব। হরি, তোমার ঘাট শেষ ঘাট, সকলকে এই ঘাটেই আসিতে হইবে।

হরি-সহবাসই স্বর্গ।

বুধবার, ১লা ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, তুমি চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মপূজার সময়, চৈতন্য চৈতন্যের পূজা করে, জড় জড়ের পূজা করে না। যখন আমরা তোমার পূজা আরম্ভ করি তখন পৃথিবীর একটু স্থানে আমাদের শরীর থাকে, কিন্তু আত্মা আকাশে চলিয়া যায়। যখন মন তোমার কাছে থাকে তখন পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন নির্ম্মল হরির হাত গায়ে ঠেকে, নির্ম্মল হরির স্পর্শ অনুভব হয়। আর যখনই মন হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়ে তখনই কাম ক্রোধ হিংসা ইত্যাদিরূপ ছুঁচো, বৃশ্চিক, সাপ প্রভৃতি আসিয়া হরিভ্রষ্ট হরিদাসকে আক্রমণ করে। অতএব হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই দুর্গন্ধময় সংসার হইতে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাও, তোমার চরণে দড়ি বাঁধিয়া আমাদিগকে ঝুলাইয়া রাখ। মাটিতে পা লাগিলেই তোমার সাধকের মৃত্যু হয়। হরিবিয়োগেই হরিদাসের মৃত্যু, হরিসহবাসই হরিদাসের স্বর্গ। হরিদাসের আর অন্য পাপ পুণ্য নাই। তোমার কৃপায় নিয়মিত উপাসনার সময় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি (যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম সাধন করিতে পারি নাই) এই যে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, ইহার ফল দান কর, আর যেন নীচে না নামিতে হয়। আর যেন সংসারের কীট, সর্প প্রভৃতি বিষয় বাসনা, এবং পাপ দুর্গন্ধ আমাদিগকে কষ্ট না দেয়। চিরকাল আত্মাকে তোমার সঙ্গে রাখিয়া আমাদিগকে নির্লিপ্ত করিয়া রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের মূলে একতা।

বৃহস্পতিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু হরি, তোমার উদ্যানের ফুলগুলি বিচিত্র বর্ণের, কিন্তু সকলেই এক মাটী হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ তোমার ভক্তদলও এক উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, যদিও তাঁহাদের এক একজনের মধ্যে তোমার এক একটী বিশেষ ভাব প্রস্ফুটিত। তুমি বল বিচিত্রতা আমি বলি স্বতন্ত্রতা। সেই দল তোমার নহে, যাহার মূলে ঐক্য নাই। আমরা সকলে একজন। যে বলে আমরা দুইজন কি চার পাঁচজন প্রচারক, তাহার গলা কাটিয়া ফেল। আমরা সকলে এক হইবই হইব। একটী চক্ষু তোমাকে দেখিবে, একখানি কর্ণ তোমার কথা শুনিবে, একখানি হস্ত তোমাকে স্পর্শ করিবে। তোমার একটী সজীব নিঃশ্বাস বায়ু সকলের প্রাণের মধ্য দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিবে। প্রমত্ত সিংহের ন্যায় সিংহরব করিয়া ছাদের উপর হইতে তোমার সত্যগুলি প্রচার করিয়া জগতের কল্যাণ করিব? যে প্রকাণ্ড নদী ভারতকে উদ্ধার করিবে, এই কয়েকখানি পাথর হইতে সেই নদীর উৎপত্তি হইতেছে। পৃথিবীর কীট হইয়া আমরা ভক্তির কথা বলিব, ছোট শিশু হইয়া জ্ঞানের কথা বলিব। যে দিন তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলে তোমাদের মধ্য দিয়া আমি পৃথিবীর পরিত্রাণ করিব, সেই দিন হইতেই চণ্ডালত্ব ছাড়িয়া আমরা তোমার তেজস্বী মহৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছি। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর আমরা সকলে যেন একখানি হইয়া তোমার হাতের একটী যন্ত্র হইয়া থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাহিরে সংসারী, ভিতরে বৈরাগী।

শুক্রবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু বিধাতা, পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে নানা যুগে, যোগ, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য অনেক লোক এবং অনেক দল প্রেরণ করিয়াছ, এ সকল করিয়া কি তুমি সন্তুষ্ট হও নাই? এখন আবার কি অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মদল প্রেরণ করিলে? আমরা কোন্ যাত্রা করিব? আমরা প্রতিজনে কি সাজ সাজিব? ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছ, আমাদিগকে ভালরূপে তাহা অভিনয় করিতে দাও। বাহিরে ঘোর সংসারী ভিতরে ভয়ানক জটাধারী বৈরাগী, এবার এরূপ সং সাজিতে হইবে। মন যোগী ভক্ত হইবে, হস্ত কর্ম্মী হইবে। প্রাণ-নিগ্রহ মন-সংযম এবং দেহ-নির্যাতন করিয়া ভারতকে বুকে রাখিয়া, ভালরূপে তোমার অভিপ্রায় সাধন করিয়া আমাদিগকে মরিতে শিক্ষা দাও। তোমার যাত্রা যাহাতে ভাল হয়, সেই বিষয়ে যাহাতে আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হয় এমন আশীর্ব্বাদ কর। কল চলে ইহাতে কলের গৌরব নহে, যিনি কল চালান, তাঁহারই কৌশলের প্রশংসা, তাঁহারই গৌরব। সেইরূপ আমরা ভাল যাত্রা করিব ইহাতে আমাদের গৌরব নাই। হরি, তুমিই একমাত্র সার, সমস্ত গৌরব তোমারই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি প্রলোভন হও।

শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৮০০ শক ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, যাহার গায়ে পৃথিবীর মলা লাগে, সে তোমার সন্ন্যাসী নহে। তোমার সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত, তাঁহার নিকট অন্য প্রলোভন নাই। তুমিই তাঁহার একমাত্র প্রলোভন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তুমি এখনও প্রলোভন হও নাই। তোমাকে অনেক রকম চক্ষে দেখিলাম, কিন্তু আমাদের চক্ষে তোমার সেই রং ফলিল না, যাহাতে একেবারে আমরা মজিয়া যাইতে পারি। তোমাকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা প্রভৃতি বন্ধু জানিয়া, পুত্রের চক্ষে, প্রজার চক্ষে, আশ্রিত বৈরাগীর চক্ষে, ভৃত্যের চক্ষে, বন্ধুর চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তোমাকে প্রলোভন করিতে পারিলাম না। তোমা ছাড়া অন্য প্রলোভন থাকিলে যে তোমার প্রচারকেরা মারা যাইবে। এক দিকে যেমন গাঁ গাঁ করিয়া তোমার বিধানের স্রোত চলিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে আবার ইন্দ্রিয়সুখ, মান সম্ভ্রম, সুখস্পৃহা প্রভৃতি ইহাঁদিগকে বধ করিতে আসিতেছে, তুমি সেই ভয়ঙ্কর কালমূর্ত্তি ধরিয়া, সংগ্রামস্থলে আসিয়া এ সকল শত্রুদিগকে সংহার কর। এই পৃথিবীতে তুমি একমাত্র প্রলোভন হও। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাই, ধন, সম্পদ সমুদয় কিছুই নহে, তোমাকে এক দিকে আর এ সকল অন্য দিকে রাখিলে, তুমিই ভারী হইয়া পড়। হরি তোমাকে লইয়াই যাহাতে আমরা পূর্ণ সুখ, পূর্ণ আরাম লাভ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

খাঁটি ধর্ম্ম।

রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, সত্য বলিয়া যখনই তোমাকে ডাকিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইবে এবং তোমার সঙ্গে আমার এমন গূঢ় যোগ হইবে, যে হু হু করিয়া তোমার স্বর্গ হইতে আমার আত্মাতে বল, জ্ঞান, প্রেম পুণ্য, শান্তি প্রবাহিত হইবে। আমাদের মধ্যে কিছুই কৃত্রিম অখাঁটি থাকিতে দিও না। খাঁটি ব্যাকুলতা, খাঁটি বিনয়, খাঁটি বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম ভক্তি, খাঁটি বৈরাগ্য দাও। দাড়ী রাখিলে অথবা গেরুয়া পরিলেই বৈরাগ্য হয় না। খাঁটি ভাবে তোমাকে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ করিতে শিক্ষা দাও। নিমেষের মধ্যে তোমাকে দেখিব, নিমিষের মধ্যে তোমার অনুজ্ঞা শুনিব। খাঁটি ধর্ম্ম দাও।

খাঁটি প্রচারক।

সোমবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সত্য প্রচারক করিয়া লও। আর যেন মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতে না হয়। লোভী—জগতকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে যাইতেছে, স্বার্থপর—জগতকে প্রেম শিক্ষা দিতে যাইতেছে, এ সকল মিথ্যা ব্যবহার যেন আর দেখিতে না হয়। কতকগুলি ঝগড়াটে লোক প্রচারক নাম লইয়া যেন পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করিতে না যায়। তুমি প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলে, এবার তোমার এক দল খাঁটি প্রচারক প্রস্তুত করিয়া জগতে তোমার খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার কর। এখন আমাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর তোমাদিগের

মধ্যে কি কেহ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী এবং যথার্থ প্রেমিক অর্থাৎ জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা যাহার প্রাণ কাঁদে এমন লোক আছে? আমরাই বলিব, না। যে কীর্ত্তন করিয়া নিজে মাতে না, সে কিরূপে অন্যের নিকটে কীর্ত্তন করিতে যাইবে? যে নিজে পবিত্র নহে, সে কিরূপে অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিবে? অতএব হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লও, মনে বড় সাধ হইয়াছে, এবার সত্য সাধন করিব।

নির্লিপ্ত ও খাঁটি।

মঙ্গলবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

অপার প্রেমের সিন্ধু, তোমার সাধক সংসারে থাকিলেও অসাধু হন না। ভয়ানক বিষয় প্রলোভনের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ থাকে, বাহির হইতে সুখ সম্পদ আসিলে তাহাতে পাপ হয় না; কিন্তু ভিতর হইতে যে সুখের বাসনা আসে তাহাতেই পাপ হয়। পোলাও খাইলে পাপ হয় না, কিন্তু ভাল খাইতে ইচ্ছা করাই পাপ। হে ঈশ্বর, তুমি বিষয় ও ধর্ম্মের ভিন্নতা চূর্ণ করিয়া দাও। নতুবা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। এই যে চাকরী ছাড়িয়া—প্রচারক আচার্য্য হইলেই পরিত্রাণ হইবে মনে করা, এই অভিমান দূর করিয়া দাও। আমরা দেখিতেছি, যে সমস্ত দিন চাকরী করিয়া আসিল, সন্ধ্যার সময় তাহাকে তোমার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া আমোদ করিতে লাগিলে, আর যে আচার্য্য প্রচারক বলিয়া বিষয় কর্ম্ম করে না, তাহাকে দেউড়ীতে রাখিয়া দিলে। বিষয়ের মধ্যেও তুমি আমাদিগকে নির্লিপ্ত এবং খাঁটি করিয়া লও।

ব্রহ্ম আর জীব এক।

বুধবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, তুমি আর জীব এক। জীবের শরীর মনের সঙ্গে তুমি গাঁথা রহিয়াছ, জীবের দেহ মন হইতে তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না। তুমি তাহার ভিতরে, ঢুকিয়া পড়িয়াছ। বিশ্বম্ভর, তোমার গুরুভারে হৃদয় মন প্রপীড়িত, তুমি দেহ মন দখল করিয়াছ। বিশ্বপতি, এখন তোমায় দেহপতি, হৃদয়পতি বলিব। প্রকাণ্ড মত চালাইলে। তুমি এক দিকে, জীব এক দিকে; ব্রহ্ম এক দিকে, ব্রহ্মভক্ত এক দিকে; হরি এক দিকে, হরিদাস এক দিকে। বস্তু একই, এই মত হইতে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার বাহির হইল। যখন তুমি দেহ মন অধিকার করিলে, তখন আমার শরীর, মন, আমার স্ত্রী পুত্র সমুদয় ঠাকুরঘর হইল। ঠাকুরঘরে আর পাপ করিব কিরূপে? পাপ করিতে উদ্যত হইলেই তুমি চেঁচিয়ে মেচিয়ে উঠিবে। তোমার ঘরে তুমি পাপ করিতে দিবে কেন? শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, তুমি ঘরে আসিলে আর অবিশ্বাসী, অভক্ত, অপ্রেমিক ও অপবিত্র হইতে পারিব না।

শরীর দেবমন্দির।

বৃহস্পতিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক;
২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, শরীর তোমার বাসগৃহ। শরীরের রক্তে তোমার তেজ দৌড়িতেছে। শরীরকে তুচ্ছ করিলে তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া

হয়। আমি যে বলি এইটী আমার শরীর, ইহা সত্য নহে, আসলে ইহা তোমার শরীর। কোন বিশেষ কারণে তুমি এই শরীরের মধ্যে এই কাল জীবের সঙ্গে বাস করিতেছ। তুমি নিরাকার হইয়াও এই সাকার শরীরে অবস্থান করিতেছ। তুমি আমার হাড়ে, রক্তে ও মাংসে আছ, আমি বলি কৈ তুমি? তুমি ভিতর হইতে বল এই আমি, আমি যে তোর ভিতরে, আমাকে বাহিরে মনে করিস্ কেন? যোগী, ব্রহ্মচারী, তেজস্বীর তেজোময় শরীরকে নিয়মিত আহার দিতে হইবে, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটী দস্যুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। দেহপতি, শরীর তোমাকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হই।

অধীনতাই পরিত্রাণ।

শুক্রবার, ১০ই ফাল্গুন ১৮০০ শক; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু পতিতপাবন প্রভু, আমাদিগকে তোমার বন্দী, অধীন দাস করিয়া লও। স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এবং একমাত্র পথ; কিন্তু এই যে স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমরা মনে করি, আমাদের দুই পথ আছে, চাই আমরা সত্য বলিতে পারি, চাই আমরা মিথ্যাও বলিতে পারি, চাই আমরা লোককে ভালবাসিতে পারি, চাই আমরা লোকের প্রতি মন্দ ব্যবহারও করিতে পারি, ইহাতে আমাদের মৃত্যু হয়। তুমি আমাদের এই বিকৃত স্বাধীনতা, এই মন্দ করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া লও। তোমার অধীনতাই পরিত্রাণ। তোমার অধীন হইয়া আমরা

বলিব আমরা আর পাপ করিতে পারি না, অভক্তি করিতে পারি না, প্রভু আমাদের সেই ক্ষমতা হরণ করিয়াছেন, আমরা আর নড়িতে পারি না, লৌহশৃঙ্খলে প্রভুর পায়ে বাঁধা পড়িয়াছি। অধীন দাসের সুখ শান্তি কত, স্বেচ্ছাচারী পৃথিবী তাহা জানে না।

অবিশ্বাসের আবরণ।

শনিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু পিতা, আমাদিগকে পরস্পরের নিকট করিয়া দিতেছ। সকল প্রকার ব্যবধান দূর করিয়া দিতেছ। এক স্থানে সকলের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তোমার এই ইচ্ছা যে সকলে একত্র হইয়া তোমার পবিত্র নাম করিয়া পরিত্রাণ পাইবে। নাথ, তোমার এ সকল কার্য্যের মধ্যে তোমার বিশ্বাসী তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া কত সুখী হন; কিন্তু আমাদের চক্ষে অবিশ্বাসের ঠুলি রহিয়াছে, তাই তোমাকে ইহার মধ্যে দেখিতে পাই না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসী কর।

সর্ব্বনেশে আমি।

রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময়, এই সর্ব্বনেশে আমিকে তুমি তাড়াইয়া দাও। তোমার জড় সূর্য্য, জড় মেঘ, যেমন বুদ্ধিহীন যন্ত্র হইয়া তোমার কার্য্য করে, আমাদিগকে তেমনি তোমার অধীন হইয়া তোমার কার্য্য করিতে

শিক্ষা দাও। তোমার কার্য্য করিতে গেলে লোকে যে ভুল করে, সে তোমার ভুল নহে। লোকে কি বলে ঐ মেঘখানি অসময়ে বারি বর্ষণ করিল? মেঘের বুদ্ধি নাই। যে রৌদ্র চায় না, সূর্য্য তাহার উপরেও প্রচণ্ড কিরণ বিস্তার করে, তথাপি সূর্য্যকে নির্ব্বোধ বলিয়া কেহ গালাগালি দেয় না। সেইরূপ আমাদিগকে তোমার যন্ত্র করিয়া লও। তোমার পক্ষ তুমি সমর্থন করিবে। পাণ্ডবসখা, তুমি ব্রাহ্মসখা হইয়া এই মহারণক্ষেত্রে প্রকাশিত হও। অর্জ্জুনকে তুমি পরাস্ত হইতে দিবে না। তোমাকে দেখাইয়া দিলে আমরা তোমার পায়ের তলায় লুকাইয়া থাকিব, সেখান থেকে শুনিব তুমি কেমন হুঙ্কার করিয়া নির্ব্বোধ লোকগুলিকেও তোমার ভাব বুঝাইয়া দিতেছ।

সর্ব্বস্ব সমর্পণ।

সোমবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময় বিধাতা, ইচ্ছা এবং ভাবনা করিবার ভার তোমারই, আমরা কেন ইচ্ছা এবং ভাবনা করিয়া পাপে ডুবিয়া মরিব? সর্ব্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইব। আমাদিগকে লোকে বরং প্রবঞ্চক বলুক; কিন্তু কেহ যেন আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত এবং বুদ্ধিমান না বলে। বুদ্ধিমান দশ মাস ভাবনার পর ক্রিয়া সন্তান প্রসব করিয়া আবার ভাবে সেই ক্রিয়া হইতে কল্যাণ কি অকল্যাণ হইবে; কিন্তু তোমার ভক্ত আকাশের পাখীর ন্যায় নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্ল বৈরাগী, তাহার কোন ভয় ভাবনা নাই। তিনি তোমার হস্তের ইচ্ছাধীন যন্ত্রের ন্যায় তোমার ক্রিয়া করেন, এবং জানেন যে তাহা

হইতে নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণ করিবে। তিনি জানেন যে মঙ্গলময় যদি আমাদের কল্যাণ না করেন তবে তিনি আসিয়াছেন কি জন্য ?

চিদাকাশে স্থিতি।

মঙ্গলবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ; ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি পরম চৈতন্য, তুমি চিদাকাশ। তোমার যোগীরা আকাশে থাকেন, আকাশ ভক্ষণ করেন, জড় হইতে তাঁহারা নির্লিপ্ত। চৈতন্যের সন্তান আমরা ছোট চৈতন্য, চৈতন্যকে জড় দিয়া, ইন্দ্রিয়সুখরূপ বিষ খাওয়াইয়া বধ করিয়াছি। নির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিকার, অনন্ত আকাশ তুমি। তুমি আমাদের বাসস্থান, সুখধাম। তুমি আমাদের রস, তুমি আমাদের টাঁকশাল, তুমি আমাদের রত্নের খনি ; রসের আকাশ, সুখের আকাশ, পুণ্যের আকাশ, প্রেমের আকাশ, জ্ঞানের আকাশ, চিদাকাশ তুমি। আকাশে অসংখ্য গোলাপ ফুটিল। গোলাপজল হইল, গোলাপজলের নদী আকাশে বহিল, ভক্তেরা সেই নদীতে স্নান করিলেন। আমরা যেন বাসনা বিহীন নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া, এই আকাশে থাকিতে পারি, হে পিতা তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শুদ্ধতা।

বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন ১৮০০ শক ; ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুদ্ধ কর, শরীরের প্রচ্ছন্ন তেজ প্রকাশ করিয়া দাও ; শরীর স্পর্শ করিয়া যেন স্বর্গারোহণ করি। লোকের

সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি না থাকে, কিন্তু তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ এবং নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করিতেছ কি না সেই দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি স্থির থাকে। বিবেকের কথা শুনিয়া যেন আমরা দিন দিন শুদ্ধতা সম্ভোগ করি।

গম্ভীর সত্তা।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতা, হে দয়াময়, তুমি আমাদের নিকটে আরও সত্য হও। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তোমার গুরুত্বে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হউক। 'আমি' লীন হইয়া যাউক। অন্ধকার মধ্যে যেমন বালক ভয়ে কাঁদিয়া উঠে, তেমনি তোমার গম্ভীর সত্তা দেখিয়া যেন চীৎকার করিয়া উঠি, যেন শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বরং অঙ্গুলি দ্বারা হিমালয় ঠেলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু সমস্ত বুক দিয়া ঠেলিলেও তোমার সত্তা স্থানান্তরিত করা যায় না। তুমি আসল সত্য, তুমি কুমারটুলীর পুতুল নহ, তুমি কল্পনা নহ। তুমি অগ্নিস্তম্ভ, তুমি সত্য হইয়া আমাদিগকে আচ্ছাদন কর।

আদেশ পালন।

শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রভু, আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও যে আমরা তোমার কার্য্য করিতেছি, তুমি বিবেক এবং ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া আমাদিগকে

তোমার আদেশ পালন করিতে উৎসাহ দাও। নিজের, কিম্বা নিজের পরিবারের, অথবা (আমাদের বিবেচনায়) সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্যও যেন আমরা কোন হিতকর কার্য্যও না করি; কিন্তু তোমার আদেশ পালন করিয়া যেন তোমার নিকট প্রসন্নতা লাভ করি এই আশীর্ব্বাদ কর।

বালকের ন্যায় নির্ভর।

রবিবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ২রা মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, তুমি আমাদিগকে বিকারহীন নির্দ্দোষ, বোধহীন বালকের ন্যায় করিয়া লও। বালক হইয়া ভবলীলা আরম্ভ করিয়াছি, বালক হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিব। বালককে ভবস্কুলে পাঠাইয়াছ, বালকতা শিখাইবার জন্য, বালকত্ব বিনাশের জন্য নহে। বালকের ন্যায় নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভর স্থাপন করিতে শিক্ষা দাও।

ভিতরের মানুষ।

সোমবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, এই বিষয়ী শরীরের মধ্যে সন্ন্যাসীর আত্মাকে প্রবিষ্ট কর। ভিতরের মানুষকে পবিত্র বৈরাগী, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী করিয়া লও। কথার জ্যেঠামি আর ভাল লাগে না, নিজের মুখের দুর্গন্ধে, নিজের ঘৃণা হয়। এখন খাঁটি নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার বৈরাগী করিয়া লও। তোমার ভিতরের মানুষটীকে যেন বাহিরের টাকা এবং লোক জন

কলঙ্কিত করিতে না পারে। তুমি ভিতরের লোককে ভাল করিতে চাও। ঐ লোকটী যেন চিরানুরাগী এবং তোমার দীন ভৃত্য হইয়া থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

মহতের সন্তান।

মঙ্গলবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১১ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমময় পিতা, তোমার সন্তান হইয়া আর কত দিন এরূপ নীচ হইয়া থাকিব? মহাদেব, পরম ধার্ম্মিকের সন্তান হইয়া কেন আমরা নীচভাবে থাকিব? আমাদের শরীর মন তোমার দ্বারা সৃষ্ট, এ সকলের মধ্যে যেন তোমার পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি প্রকাশ করে। তোমাকে বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া, কত বড়, কেমন মহতের সন্তান আমরা, ইহা স্মরণ করিয়া যেন আমরা নিত্য দেব-প্রকৃতির মধ্যে বাস করি এই আশীর্ব্বাদ কর।

কার্য্যে উৎসাহ।

বুধবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১২ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া ভগ্নাবস্থা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা উপযুক্ত আশা এবং উৎসাহের সহিত তোমার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। চারিদিকে ভয়ানক নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচারের বান ডাকিয়া আসিতেছে, এই সময়ে, জগদীশ, যদি তোমার দল বীরের ন্যায় উৎসাহী হইয়া

তোমার কার্য্য না করে, তাহা হইলে যে এই দেশ মারা যাইবে। তোমার সত্যধর্ম্ম, এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত নরনারীর নির্ম্মল সম্পর্ক প্রচার করিয়া, যাহাতে এই সময় আমরা তোমার কার্য্য করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

অক্ষয় কবচ।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দুর্ব্বলের বল, দীনকাণ্ডারী, ভক্তবৎসল হরি, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ কর। তোমার আশ্রিতজন মরিলেও মরে না, তুমি এই আশার কথা বলিতেছ। বিষ খাওয়াইয়াও তুমি অমৃত খাওয়াও। তোমার আশ্রিতজনের নিকট পাপ, বিপদ মৃত্যু আসে; কিন্তু তুমি যাহাকে ছোঁও, পাপ মৃত্যু তাহাকে ছুঁইতে পারে না। তোমার অক্ষয় কবচে যে আবৃত সে মরিয়াও মরে না। হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ কর।

হরির প্রসন্নতা।

শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবৎসল, হে আশুতোষ, তুমি আমাদিগকে কি বলিবে বলিবে মনে করিতেছ, কিন্তু বলিতে পারিতেছ না। তুমি হাতের ভিতরে স্বর্গ হইতে কি লইয়া আসিয়াছ; কিন্তু দিতে পারিতেছ না। আমাদিগের অবকাশ পাইতেছ না। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিবার

জন্য আমরা কিছুই করি না। আমাদের কার্য্যে তুমি সন্তুষ্ট নহ, তোমাকে খুসী করিবার জন্য আমরা যত্ন করি না। কিন্তু হরি, তুমি যাহার প্রতি নারাজ তাহার যে সর্ব্বনাশ হইল। হরি, তুমি যাহার পানে তাকাইয়া হাস, তাহারই যে স্বর্গ; সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার বিরোধী হয় তথাপি তাহার লাভ। হরি, যে তোমাকে খুসী রাখে সেই সুখী। আর তোমাকে খুসী না রাখিয়া যে উপাসনা, স্তব, স্তুতি, ধ্যান এবং অনেক কার্য্য সে সকলই বৃথা। অতএব যাহাতে তুমি খুসী হও, তোমাকে সেই পূজা, সেই সেবা দিতে শিক্ষা দাও।

জগতের দুঃখে উদাসীন।

শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, তোমার সাধকের প্রাণের ভিতরে তুমি শান্তিসুধা লুকাইয়া রাখিয়াছ। যে নিজের বুক চিরিয়া সেই সুধা খাইতে পারে, সেই ধন্য। সেই সুধারসে মগ্ন হইয়া কবে আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এবং দুঃখী জগৎকেও সেই সুধা পান করাইয়া শীতল করিব। চারিদিকে ভয়ানক হাহাকার উঠিয়াছে। বুড়ো বুড়ীগুলো ধর্ম্মহারা হইয়া কাঁদিতেছে, যুবক যুবতীরা ভয়ানক জঘন্য কার্য্য সকল করিতেছে, বালকগুলি নাস্তিক হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর বুক ধর্ম্মতৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইতেছে, আর তোমার এই লোকগুলি—যাহাদিগকে তুমি বিশ বৎসর খাওয়াইলে, পরাইলে—বুকে কাল পাথর বাঁধিয়া বসিয়া আছে। চারিদিকে রক্তারক্তি হইতেছে, বাবুদের চক্ষে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। হে ঈশ্বর, হে ত্রিভুবননাথ, ভুবনেশ্বর, তুমি দয়া

করিয়া আমাদিগকে তোমার পবিত্র প্রেমসিন্ধু মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখ। তোমার সুধারস পান করিয়া, আমরা পবিত্র এবং সুখী হই, এবং তোমার আশীর্ব্বাদে ভালরূপে তোমার সন্তানদিগকে সুখী করিবার জন্য তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রস্তুত হই।

স্বার্থপর প্রচারক।

রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু পিতা, এই স্বার্থপর প্রচারকদিগকে তুমি দয়া করিয়া নিঃস্বার্থ করিয়া লও। তোমার সন্তানেরা অনাহারে, পিপাসায় মরিতেছে। ইহাদিগকে তোমার নামসুধা বহন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট লইয়া যাইতে সুমতি দাও।

নব বৃন্দাবন।

সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

পিতা, প্রেমময়, তুমি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় ভিতরের সত্যরাজ্যে লইয়া যাও। সেখানে সকলই সত্য, মিথ্যা পাপ প্রলোভন কিছুই নাই। সেখানে প্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিঘাট, এবং মহর্ষি ঈশার গৃহ রহিয়াছে, এবং তোমার নিকটে কত কোটী কোটী যোগী ঋষি বসিয়া আছেন। সেখানে ধ্রুবলোক, প্রহ্লাদলোক এবং সাধকদিগের নিকেতন রহিয়াছে। আমাদিগকে তুমি সেখানে লইয়া গিয়া তোমার অকূল ধ্যান-সাগরে নিক্ষেপ কর। চিরকালের জন্য

তোমাতে ডুবিয়া থাকি। ইহলোকের সকল স্বপ্ন ভুলিয়া যাহাতে তোমার সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে পারলৌকিক আনন্দ উল্লাসভোগে চির-মত্ত থাকি এই আশীর্ব্বাদ কর।

নিত্য বন্ধু।

রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০০ শক ; ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় প্রেমসিন্ধু পিতা, তুমিই আমাদের ঘর, তোমার ভিতরে আমাদের বন্ধুগণ। শরীর যেখানে আছে, সেই পৃথিবীর সকলই অসার। পরলোকের মহাত্মারাই আমাদের নিত্য বন্ধু।

নূতন প্রেমের কাজ।

সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০০ শক ; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রভু, বার্দ্ধক্য আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সচ্চরিত্র হইয়া তোমার আদেশগুলি পালন করিতে উৎসাহী কর। আমাদের মনের মধ্যে যে ভাল খাবার ইচ্ছা, ভাল পরিবার ইচ্ছা, এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ভোগ বিলাস আছে এ সমস্ত একেবারে দূর করিয়া দাও। তুমি আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এক একটী প্রকাণ্ড আদেশ পুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছ। আমরা বলিতেছি, প্রভু, আমাদের জীর্ণ জীবন-তরীতে আর কত চাপাও? তুমি কত তুলিয়া দিতেছ? তুমি বলিতেছ ঐ শিশুগুলিকে তুলিয়া লও, ঐ গরিবগুলিকে তুলিয়া লও, ঐ বিদ্বানগুলিকে তুলিয়া লও, ঐ নগরগুলি, ঐ দেশগুলি তোমাদের

তরীতে তুলিয়া লও। আমরা বলি, ঠাকুর, ভরাডুবি হবে যে। কিন্তু তুমি জান যে তোমার নৌকা ডুবিবে না। অতএব হে মা, তোমার আদেশগুলি পালন করিতে স্ফূর্ত্তি দাও। তোমার মুখে এ সকল নূতন প্রেমের কাজের ফর্দ্দ শুনিয়াও আমাদের আহ্লাদ হইতেছে।

উজ্জ্বল দর্শন।

মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গলময় বিধাতা, স্বর্গের দেবতারা তোমাকে দেখিতেছেন, আমরাও তোমাকে দেখিতেছি; কিন্তু এই দুই দেখায় অনেক প্রভেদ আছে। আমরা ঝাপ্সা দেখিতেছি, এইরূপ দর্শনে জীবনের মূল শুষ্ক হয় না, চিরকালের জন্য মন বৈরাগী এবং প্রেমিক হয় না। অতএব হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন উজ্জ্বলরূপে দেখা দাও যে আমাদের মধ্যে ভক্তির বান ডাকিয়া উঠিবে।

রিপুসংহার ব্রত।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমপিতা, শুদ্ধতার অনন্তসমুদ্র, তোমার ইচ্ছা যে আমরা খুব শুদ্ধ হই, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল হই, সূর্য্যের ন্যায় ঝক্‌মক্ করি। বৃহৎ ব্রতধারী তেজস্বী যোগী এবং প্রমত্ত বৈরাগী হই। তুমি আমাদের বিশেষ সহায় হও। তোমার প্রসাদে আমরা রিপু সংহার ব্রত উদ্‌যাপন করি।

যে চায় সে পায়।

শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দীনবৎসল, যাহার আছে, তুমি তাহাকে অধিক দাও। যাহার একটু উপাসনাতেই সন্তুষ্টি, তাহার সেই একটুও তুমি কাড়িয়া লও। যে আহারের সময়, শয়নের সময়, বৎসরের একটী নূতন ফল ভক্ষণের সময় তোমাকে ডাকে, তাহার সম্পর্কে তুমি বল, ইনি আমার ভক্ত, ইহাঁর হৃদয়ে বড় মিষ্ট ভক্তি; ইহাঁকে আরও ভক্তি দিব। ভক্ত একটী নূতন গান রচনা করিয়া আনিয়া তোমাকে শুনান। তোমার ভক্ত হাসিতে হাসিতে শতগুণ ভক্তি লইয়া বাহির হন, আর লক্ষ গুণ ভক্তি লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

প্রেমোন্মত্ত।

রবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে চিত্তরঞ্জন, যদি দেশকে মাতাইবে, তবে খুব ভাল ফুল দিয়া, ভাল জীবনের নৈবেদ্য দিয়া তোমার পূজা করিব। হরি, তোমার ভক্তগণ তোমার ঘরে আসিতেছেন দেখিয়া তুমি নাচিবে। নিত্যানন্দ, তুমি তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে চিরকাল নৃত্য কর, তোমার অন্য কার্য্য নাই। বিশ্বেশ্বর, তুমি ভারতে আসিয়া তোমার দেশকে মাতাইয়া উদ্ধার কর।

শুদ্ধতা সাধন।

সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০০ শক ; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে কাম ক্রোধাদিরূপ অসুর-পাড়া হইতে ঐ শুদ্ধ স্থানে লইয়া যাও। অদ্যকার যে সকল কার্য্য অদ্যই সে সমুদয় সম্পন্ন করিতে শক্তি দাও। বড় বড় কার্য্য সকল শীঘ্রই আসুক। বৈরাগ্যকে আনিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা বৈরাগী বৈরাগিণী হইয়া তোমার সঙ্গে বসিয়া উচ্চ পবিত্র সুখ ভোগ করিব।

সাধুময় প্রাণ।

মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০০ শক ; ১লা এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সাধুবান করিয়া লও। আমাদের প্রাণ সাধুদিগের চরিত্রে প্রবেশ করিয়া সাধুময় হউক। যখনই তুমি ভক্তের বাড়ীতে পূজা লইতে এস, তোমার সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া এস।

সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী।

বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০০ শক ; ২রা এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার সাধককে তুমি ধনী কর, এই উচ্চ অভিপ্রায়ে যে, সেই অবস্থায় রাখিয়া তুমি তাহাকে কঠোর বৈরাগ্য এবং দৈন্যব্রত শিক্ষা দিবে। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সম্পদের মধ্যেও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী করিয়া লও।

সত্যের স্রোত।

বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র ১৮০০ শক ; ৩রা এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে গুণনিধি ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে নিত্য নূতন সত্যরত্ন সকল বিতরণ করিতেছ। তোমা হইতে ক্রমাগত সত্যের স্রোত আসিতেছে, আশীর্ব্বাদ কর যেন ঐ স্রোত হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা।

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০০ শক ; ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে গুণনিধি পরমেশ্বর, সহায় এবং বন্ধু হইয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে, তোমার সাধুসন্তান-দিগকে প্রেরণ করিয়াছ। তোমার সাধুদিগকে ভালবাসিলে, তাঁহাদের সেবা করিলে পরিত্রাণ হয়। সাধুসঙ্গরূপ অমূল্য রত্ন তুমি আমাদিগকে দান করিয়াছ। তোমার প্রেরিত সেই পরলোকবাসী সাধু মহাত্মা-দিগের তুলনায় কি আমরা মানুষ? আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সাধু-সঙ্গ এবং সাধুসেবা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

সত্যরত্ন গ্রহণ।

সোমবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০০ শক ; ৭ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, আমাদের অনেক ঘর। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের মত তুমি আমাদিগকে এক ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দাও নাই। পৃথি-

বীতে তোমার যত ধর্ম্মবিধান হইয়াছে, সমুদয় হইতে তুমি আমাদিগকে সাররত্ন গ্রহণ করিতে অধিকার দিয়াছ। তুমি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ তালুক সকল চারিদিকে রাখিয়া দিয়াছ, আমরা একবার গেলেই হইল, আর তখনই রাশি রাশি ধন সম্পদ আমাদের হস্তগত হয়। তোমার ছেলেরা যে সকল করিয়া গিয়াছেন সে সমুদয় আমাদেরই জন্য। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সুকল হইতেই তোমার সত্য-রত্ন সকল গ্রহণ করি।

বিধানের বাজার।

মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০০ শক; ৮ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম ধনবান ঈশ্বর, এই বিশ্ব তোমার একখানি প্রকাণ্ড বাজার। তোমার সাধুসন্তানদিগকে এক একটী সুন্দর দোকান সাজাইতে বলিয়া দিয়াছ। ঐ সকল দোকানে আমাদের পরিত্রাণের জন্য কত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল রহিয়াছে। তোমার সাধুসন্তান-দিগের দোকানে বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর, বৈরাগ্য, উৎসাহ প্রভৃতি স্বর্গীয় জিনিস সকল সজ্জিত রহিয়াছে। পিতা, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ সকল দোকানে লইয়া গিয়া আমাদের আবশ্যকীয় বস্তু সকল কিনিয়া দাও। তোমার সাহায্য ভিন্ন আমরা আমাদের দর-কারী ভাল জিনিস সকল বাছিয়া লইতে পারিব না। পিতা, বল তোমার কয়খানা ঘর, কত জমিদারী, কত দোকান আছে? পাঁচ হাজার বৎসর পরিশ্রম করিলেও এক একজন সাধু আমাদের জন্য যে সকল সামগ্রী লইয়া বসিয়াছেন, সে সকল গ্রহণ করিতে পারিব

কি না সন্দেহ। আর তোমার নিজের দোকানে যে কত সামগ্রী তাহারও অন্ত নাই।

বিশেষ বিধান।

বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০০ শক; ৯ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বর, যুগে যুগে তুমি বিশেষ বিধান ব্যবস্থা করিয়া, জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য এক একটী প্রকাণ্ড কল চালাইয়া দিয়াছ। জগৎ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তোমার মনের মধ্যে বিশেষ যুগের জন্য এক একজন সাধু এবং এক একটী বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া ছিলে। সাধুরা তোমার ডান হাত বাম হাত। কে বলে সাধুরা মরিয়াছেন? তাঁহারা মরিয়াও মরেন নাই, এখনও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের জলন্ত জীবন অনুসরণ করিতেছে। তাঁহারা এক একখানি প্রকাণ্ড জাহাজের ন্যায় পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক সঙ্গে লইয়া ভবসাগরের উপর দিয়া শান্তিধামের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। অবিশ্বাসীরা মনে করিতেছে যেন তোমার সাধু সন্তানেরা মরিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে বিশ্বাসচক্ষু দাও, তোমার তেজস্বী সাধু সজ্জনদিগকে দর্শন করি।

নব প্রভাতের সমাগম।

বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০০ শক; ১০ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মঙ্গল সঙ্কল্প, তোমার প্রসাদে আবার প্রাতঃকাল দেখা যাইতেছে। দুঃখের রজনী শেষ হইল। পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বিপদ সকল তুমি দূর

করিয়া দিলে। তোমার সাধকদিগের কল্যাণের জন্যই তুমি অন্ধকার এবং আলোক দুই প্রেরণ কর। অন্ধকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলেই, আবার তুমি আলোক প্রেরণ কর। অবিশ্বাস এবং সাংসারিকতার তরঙ্গে অনেক লোক ভাসিয়া যাইতেছে, নানা প্রকার সন্দেহ এবং কুতর্কের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজরূপ তরণী টলমল করিতেছে। এই বিপদের সময়ে তুমি আমাদের প্রতি যদি এত দয়া প্রকাশ না করিতে, তাহা হইলে তোমার এই সন্তানগুলি নিরাশ হইয়া মৃতপ্রায় হইত। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের নিকট নূতন নূতন বন্ধু সকলকে লইয়া আসিতেছ। কত লোক তোমার পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিতেছেন, কত যুবা মন্দিরে এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আসিয়া তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শুনিয়া যাইতেছেন। তোমার এ সকল করুণার জন্য আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর। তোমার মঙ্গল চরণতলে রাখিয়া নিজগুণে আমাদিগকে অক্ষয় অমর এবং চিরোৎসাহী কর।

সাধু-জীবন।

শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০০ শক; ১১ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রভু পরমেশ্বর, এই কয়েকদিন কেন তুমি আমাদিগকে তোমার সাধু সজ্জনদিগের কথা শুনাইতেছ? তোমার কি এই অভিপ্রায় নহে যে, তুমি আমাদের চক্ষের সমক্ষে সাধু চরিত্রের ছবি রাখিয়া দিবে? তাঁহারা কেমন তেজের সহিত নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া তোমার শুদ্ধতার সাগরে মগ্ন থাকিতেন! তাঁহাদের স্বার্থ এবং সংসার ভাবনা ছিল না। তোমার মধ্যে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা

শুদ্ধ, অনাসক্ত, বিবেকযুক্ত হইয়া, তোমারই মধ্যে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কেবল তোমারই হাসি মুখ দেখিতে পাইতেন, নিজের স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্রতা, কিছুই দেখিতে পাইতেন না। তোমার ঘরের ভিতর গিয়া যাহাতে চিরকাল তোমার হাসি মুখ দেখিতে পাই তুমি এই আশীর্বাদ কর। তোমার শুদ্ধতার সাগরে আমাদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যেন দেখি যে আমাদের ভিতরে তোমার জীবন আসিয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-জীবন, পাপ-জীবন দূর হউক। সংসার ভাবনা চলিয়া যাক। তো[illegible] পুণ্যযোগে আমাদিগকে যোগী কর। আমাদের নিকট বিবেকী [illegible]চরিত্রের ছবি রাখিয়া দাও। প্রভু, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগে[illegible] অপবিত্র জীবন বিনাশ করিয়া, তোমার সাধু-জীবন দিয়া আমাদিগকে [illegible] এবং সুখী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধু-চরিত্রের প্রভাব।

শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০০ শক; ১২ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের নিকট যে সকল সচ্চরিত্র সাধুদিগকে প্রেরণ করিতেছ, তাঁহারা যে কেবল আমাদের বন্ধু হইয়া আসিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা আবার আমাদের শাসনকর্ত্তা। তাঁহাদের জীবন হইতে এক দিকে অগ্নি ছুটিতেছে, আর এক দিকে প্রেমস্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের শাসনের ভয়ে আমরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হই। তাঁহাদের প্রেমের আকর্ষণে আমরা তোমার দিকে আকৃষ্ট হই।

ইচ্ছার অধীন।

সোমবার, ২রা বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১৪ই এপ্রেল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ, ইহাতে আমরা এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। যে সকল তত্ত্ব তুমি আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেছ, আমাদের জীবন তাহা হইতে সহস্র সহস্র যোজন দূরে রহিয়াছে। কত পথ আমাদিগকে চলিতে হইবে। দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া একটী যোগী বৈরাগীদল প্রস্তুত কর। যাহার যেরূপ খুসী তাহাকে আর সেইরূপে চলিতে দিও না, কিন্তু সকলকে তোমার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত কর। যে কেবল জ্ঞানে তৃপ্ত থাকে, তোমার ইচ্ছা হয়ত সে খুব যোগ ধ্যান করিবে ; যে কেবল কর্ম্ম করিতে করিতে কঠোর হৃদয় হইয়াছে, হয়ত তোমার ইচ্ছা যে সে খুব প্রেমিক ভক্ত হইবে ; যে চরিত্রকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে, তোমার ইচ্ছা যে সে খুব পবিত্র চরিত্র হইবে। যখন তুমি আমাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছ, তখন কাহাকেও তুমি সহজে ছাড়িবে না। অতএব সকলকে তোমার অধীন কর।

প্রমত্ত হইয়া ভালবাসা।

মঙ্গলবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে গতিনাথ, তুমি স্পষ্ট বলিলে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে ভালবাসি না। তেমন ব্যস্ত হইয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিতে যত্ন

করি না। দুষ্টকে তোমার শিষ্ট সন্তান করিয়া লও। এই দেশীয়েরা যেমন মত্ত হইয়া তোমাকে ভালবাসে, আমাকেও সেইরূপে তোমাকে ভালবাসিতে বল দাও। যদি তোমার প্রতি ভালবাসা না বাড়ে তবে যে আমার নরকে গতি, অধোগতি হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার প্রেমে এই দেশকে মাতাইব, আমার সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানগণকে বৈরাগ্য বসন পরাইয়া তোমার নিকটে লইয়া আসিব, সকলে মিলিয়া তোমার পাদপদ্মমধু পান করিব, সে সকল কিছুই করিতে পারিলাম না, বরং সমস্ত জীবন যে সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে উপদেশ দিলাম, আমাদের এখনও সেই কার্য্য এবং বিরোধ রহিয়া গেল। এই জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার চরণতলে আসিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া তোমার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লও, একেবারে এই পাপীকে তোমার প্রেমসিন্ধুর ভিতরে ডুবাইয়া রাখ।

যোগানন্দ রস।

বুধবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮০১ শক; ১৬ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ

হে যোগেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে যোগানন্দরস পান করিতে শিক্ষা দাও। যাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি আছে, তাহারা কিরূপে যোগী হইবে? কিন্তু যোগী না হইলে যে আমাদের নিস্তার নাই। এই দেশ যোগপ্রধান দেশ। যোগ হিন্দুভাব। তোমার সঙ্গে আমরা গূঢ় যোগ সাধন না করিতে পারিলে যে এই দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। তুমি আমাদের জন্য কঠোর সাধন সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ; কিন্তু আমরা সাধন ভজনে অলস হইয়া, নিজের স্বার্থ এবং

রুচি অনুসারে তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধন করি না। তোমার সাধন সিংহ ব্যাঘের ন্যায় আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে। দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের মন হইতে সংসার চিন্তা তাড়াইয়া দাও। আমাদিগকে তোমার প্রেমসিন্ধু মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখ।

বিধানের অর্থ পরিত্রাণ।

বৃহস্পতিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১৭ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে পরিত্রাতা পরমেশ্বর, তোমার বিধানের অর্থ পরিত্রাণ, বিধানের লক্ষ্য পরিত্রাণ। জীবের পরিত্রাণের জন্যই তুমি বিশেষ বিশেষ যুগে এক একটী বিধান স্থাপন কর। তোমার বিধান সংক্রান্ত লোকেরা সময়ে সুনীয়ে সাধক, যোগী, ঋষি, ভক্ত এবং প্রচারক হইল অথচ পরিত্রাণ পাইল না, ইহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার না। তোমার ইচ্ছা যে তোমার লোকেরা পাপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমার মধ্যে ডুবিয়া চিরসুখী হয়। অতএব হে দুঃখী পাপী পৃথিবীর উদ্ধার কর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে আশা এবং বিশ্বাস করিতে দাও যে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্যই এই বিধান ভুক্ত করিয়াছ।

পাদপদ্ম সেবা।

শুক্রবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার সেবাসাগরে মগ্ন করিয়া রাখ। যে তোমাকে সমস্ত প্রাণ দেয় নাই, যে

আপনার প্রাণের জন্য আপনি ভাবে, সে কিরূপে তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের সেবা করিবে? অতএব তুমি আমাদের প্রাণ হরণ করিয়া আমাদের সমস্ত জীবন দ্বারা তোমার কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমার ভক্তেরা বলেন তোমার চরণপদ্ম আছে। ঐ চরণপদ্ম সেবা করিলে, মন কঠোর এবং অসুখী থাকিতে পারে না। তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের ভিতরে থাকিয়া যাহাতে আমরা তোমার সেবা করিতে করিতে জীবন সার্থক করিতে পারি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

নিত্য নূতন আশা।

শনিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ১৯শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের মনের বিশ্বাস, আশা নির্ভর বৃদ্ধি করিয়া দাও। অবিশ্রান্ত তোমার প্রেম-বৃষ্টি হইতেছে, ভবিষ্যতে তুমি আমাদের প্রতি কত প্রেম প্রকাশ করিবে তাহা আমরা জানি না। তোমার দিকে তাকাইয়া যেন আমরা নিত্য নূতন আশা এবং উৎসাহ লাভ করি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

সৌভাগ্য।

রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২০শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সুখী কর। এই অন্ধ-কারময় পৌত্তলিক দেশে তুমি আমাদিগকে দেখা দিতেছ, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সৌভাগ্য কি আছে?

জ্বলন্ত বিশ্বাস।

সোমবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২১শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং প্রগল্‌ভা ভক্তি দাও। তুমি আছ, জীবন্ত বিশ্বাসের সহিত যেন আমরা এই কথা বলিতে পারি। যে মনের সহিত তোমাকে মানে, সে অগ্নিহোত্রীর ন্যায় অগ্নি লইয়া খেলা করে, সমস্ত দিন রাত অগ্নি ঘোরায়। তুমি বল, আমি আছি।

তনয়ত্বের অধিকারী।

মঙ্গলবার, ১০ বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২২শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলস্বরূপ, তোমাকে ভালবাসিতে আদেশ পাইয়াছি। তোমার পুত্র হইয়া যে তোমাকে ভালবাসে না সে কুপুত্র। কেবল জন্মদাতা পিতা, এবং সৃষ্ট পুত্রের সম্বন্ধ নহে। তাহা হইলে তোমার পশুগুলিও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিত। তুমি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তোমার সন্তানগুলি কি কাল আল্‌কাত্‌রার ন্যায় থাকিবে। পিতা, তোমার তনয়ত্বের অধিকারী হইলেই যে প্রত্যহ পুণ্য ও প্রেম বসনে সজ্জিত হইতে হইবে।

সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন।

বুধবার, ১১ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২৩শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, যখন তুমি আমাদের গলায় স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বাঁধিয়া দিয়াছ তখন ইহার মধ্যে অবশ্যই তোমার ভাল মতলব আছে। ভরা-

ডুবি করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে সংসারী কর নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সন্তানদিগকে লইয়া হরিভক্ত হইবে এই তোমার ইচ্ছা। অতএব সংসারে দুঃখ এবং বিষপাত্র থাকিলেও, তোমার ইচ্ছা বলিয়া আমাদিগকে সংসারে তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে বল দাও।

বৈরাগ্য এবং সাধুসঙ্গ।

বৃহস্পতিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৮০১ শক;
২৪শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তবৎসল ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে বৈরাগ্য এবং সাধুসঙ্গ এই উভয়ই দান কর। সাধুরা তোমার প্রেরিত, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে মন অনাসক্ত এবং অসংসারী হইয়া তোমাতে অনুরক্ত হয়।

পুণ্যময় রূপ।

শুক্রবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২৫শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার প্রশ্রয় লইয়া তোমার কোন সাধক আর পাপ করিতে পারিবে না, তুমি এই হুকুম জারি করিয়াছ। তোমার সূর্য্যের ন্যায় মুখ আমাদিগকে কিছুকাল খুব ভালরূপে দেখাও; তাহা হইলে আমরা শুদ্ধ হইব।

বাণী।

শনিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২৬শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে তোমার শব্দ শুনিতে শক্তি দাও। জীবদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি শব্দ প্রেরণ করিয়া থাক। স্বর্গে চিত্তশুদ্ধির ঘণ্টা বাজিতেছে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেহই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তাহারাই ঐ রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। ঢং ঢং করিয়া তোমার ভয়ঙ্কর ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে, আমাদের বিষয়ী কালা কাণ ঐ শব্দ শুনে না, এই জন্যই আমরা পাপ ছাড়িয়া পুণ্যধামে যাইতে ব্যস্ত হই না। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন অগোণে জয় পুণ্যময়ের জয় বলিয়া তোমার রাজ্যে প্রবেশ করি।

ঋষি-জীবন।

রবিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি ক্রমাগত তোমার সাধকদিগকে বাছিয়া লইতেছ। এই অগ্নিক্ষেত্রে মনের মধ্যে আসক্তি, ব্যভিচার, অক্ষমা, বৈরাগী ঋষির কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই শতাব্দীর মধ্যে ঋষির জীবন দান কর।

অশরীরী যোগী।

সোমবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২৮শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে অশরীরী যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী করিয়া লও। শুদ্ধ আত্মা হইয়া যাহাতে আমরা তোমার অনন্ত আকাশে উড়িতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। যোগের গুরু ভার দিয়া আমাদিগকে তোমার গভীর অতলস্পর্শ প্রেমসাগরে ডুবাও।

গৌরব মুকুট।

মঙ্গলবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২৯শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার প্রদত্ত গৌরব মুকুটের উপযুক্ত কর। তোমার রাজহস্তী আমাদিগকে ধরিয়া উজ্জ্বল বৈরাগ্য সিংহাসনে বসাইয়াছে। আমরা অবিশ্বাসী এবং অসচ্চরিত্র হইয়া কিরূপে তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে থাকিব? আমাদিগের দ্বারা তোমার পবিত্র প্রচার কার্য্য সম্পন্ন কর।

সুধা বৃষ্টি।

বুধবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ৩০শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমসিন্ধু, এই ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপে তোমার ছেলে মেয়েরা আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদিগের নিকট আসিয়া বলিতেছেন, প্রচারকগণ, জল দাও। আর আমরা কঠিন পাথরের মত হইয়া বসিয়া আছি।

দেব, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের ভিতরে পুণ্যসুধা, প্রেমসুধা, শান্তিসুধা হইয়া তৃষিত জগতের উপর বর্ষিত হও। চারিদিকে খুব সুধাবৃষ্টি হউক, খুব প্রবল বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণে তোমার প্রেমবৃষ্টি হউক।

সংসার জয়।

বৃহস্পতিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১লা মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে জগদীশ, আমাদিগকে খাঁটি কর। আমরা প্রেম ও পুণ্যে খাঁটি হইয়াছি কি না সংসার নিয়ত পরীক্ষা করিতেছে। আমাদিগকে খাঁটি করিবার জন্যই সংসারের এত অত্যাচার। যদি আমরা সংসারের অত্যাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে না পারি, তবে সংসারের আশা হইবে কি প্রকারে? সংসার প্রেম পুণ্যের বল বুঝিবে কি প্রকারে? তাই হে নাথ, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে প্রেমে ও পুণ্যে দৃঢ় কর। আমরা সমুদয় প্রলোভন ও পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সংসারকে জয় করি এবং পরাজিত সংসারের উদ্ধারের কারণ হই।

শেষ রক্ষা।

শনিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ৩রা মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমেশ্বর, আমরা পূর্ব্বে যাহা ছিলাম তদ্দ্বারা সংসার তোমার ধর্ম্মের বিচার করিবে না। আমাদের জীবন যে অবস্থায় শেষ হইবে,

তাহা লইয়া সংসার বিচার করিবে। যদি আমাদের জীবন প্রেমেতে পুণ্যেতে শান্তিতে শেষ না হয়, তবে যে আমরা তোমার ধর্ম্মে কলঙ্ক আনয়ন করিলাম, তোমার ধর্ম্মের সাক্ষী হইতে পারিলাম না। হে নাথ, এই জন্য কি তুমি আমাদিগকে ডাকিলে যে আমরা শেষ বয়সে তোমার ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিব? প্রভো, আমাদিগের অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর, আর আমরা আমাদিগের অপরাধ চাপিয়া রাখিতে চাই না। তুমি বল দাও, আমাদের মৃত আত্মা সজীব এবং সচেতন হউক, এবং অবশিষ্ট জীবন এরূপে কাটাইয়া যাই যে, জীবনে কত পুণ্য, কত প্রেম এবং শান্তি তোমার ধর্ম্মের আশ্রয়ে সঞ্চিত হইল, তাহার সাক্ষী হইতে পারি। জগদীশ, আমরা কেন নিরাশ হইব। তুমি এখনও তোমার অভিপ্রায় আমাদিগের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে পার। তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অপর কাহাকেও আর তোমায় ডাকিতে না হয়, আমরাই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারি, তুমি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

স্বর্গীয় প্রেমের চিন্তা।

রবিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮০১ শক; ৪ঠা মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু, আমরা তোমার অনেক করুণা ভোগ করিলাম, কিন্তু আজও যে আমাদের চিন্তা বিশুদ্ধ হইল না। আমরা তোমার উপাসনা করি, এবং তোমার উপাসনাতে সুখ শান্তিও লাভ করি, কিন্তু আমাদের সমুদয় দিনের চিন্তা যে তোমাকে লইয়া হয়, ইহা ত আজও বলিতে পারি না। যদি আমাদিগের চিন্তা বিশুদ্ধ না হইল,

আমাদিগের চিন্তা তোমার প্রেমের অনুরূপ না হইল, তবে বল কি হইল? আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কি চিন্তা করি? আমরা কি অপরের কিসে পরিত্রাণ হইবে তাহা চিন্তা করি? যদি আমাদিগের চিন্তা স্বর্গীয় না হয়, তবে পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? অতএব হে করুণাময়, তুমি আমাদিগের মনকে এমন করিয়া দাও যে, যাহা চিন্তা করিব, তাহা স্বর্গীয় বিশুদ্ধ এবং প্রেমের চিন্তা হইবে।

ভালর সব ভাল।

মঙ্গলবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক; ২০শে মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি কে? তোমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? তুমি কোথায় থাক? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কি এই বিশ্ব সৃজন করিলে? কেমন করে? কি উপাদান দিয়ে? কোন্ সময়ে? কে জানে যে তুমি বিশ্ব সৃজন করিলে? তুমিই না মানুষ সৃজন করিলে? কোথায়? মাতৃগর্ভে, আঁধারে? হাত, পা, আঙ্গুল, নাক, সব অঙ্গগুলি কেমন করে ঠিক জায়গায় বসাইলে? কৈ একটাও ত ছোট বড় হয় নি! তুমি এ মাপ গজ কোথায় পেলে? আঁধারে মাপ গজ দিয়ে মাপিলে কেমন করে? ওগো বুঝতেম যদি তুমি বাহিরে আলোয় বসে মানুষ গড়িতে ও ঠিক আঙ্গুল, নখ, নাক, চোক, মুখগুলি মেপে ওজন করে ঠিক ঠিক জায়গায় বসাইয়া দিতে। এ বুঝিলেও বুঝিতে পারিতাম। তুমি আশ্চর্য্য কারিকর, ভারি তোমার আশ্চর্য্য কারিকরী। কোথাও কিছু নেই, তাই থেকে তুমি এমন মানুষ, এমন বিচিত্র বিশ্ব সৃজন করিলে। কে তোমার কারিকরী

বুঝিবে? আচ্ছা, মানুষের শরীরই বা গড়িলে, মন তার ভিতরে প্রবেশ করিল কেমন করে? ও বুঝেছি। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকাণ্ড আগুন হয়ে জ্বল্‌লে, তারি যে স্ফুলিঙ্গগুলি ছুটকে পোলা সেইগুলি জীবাত্মা। জীবাত্মাগুলি তোমার অংশ। জীবাত্মা কে, পরমাত্মা কে? কেবল কথা, কেবল কথা, কিছু বোঝা গেল না। তোমাকেও যেমন বুঝিতে পারা যায় না; তেমনি তোমা হতে উৎপন্ন জীবাত্মা-কেও বোঝা যায় না। পাগলের ছানা পাগল, তাকে বোঝা যাবে কেমন করে? না, না বোঝাই ভাল, না বোঝাতেই আমোদ। ও ঈশ্বর, ও জগদীশ্বর, ও দীনবন্ধু, ও পতিতপাবন, কতকগুলি নামের শ্রাদ্ধ করা গেল, যেন তোমায় খুব বোঝা গেল, ছাই কিছুই বোঝা হলো না। পণ্ডিতেরা মূর্খ; শাস্ত্রীদের এখানে মাথা কাটা যায়, মোল্লারা পালিয়ে যান। ওগো তোমায় না বোঝাই বেশ। যে বল্লে তোমায় বুঝে নাই, সেই বেশ বুঝ্‌লে, যে বল্লে তোমায় দেখে নাই, সেই বিলক্ষণ তোমায় দেখ্‌লে, যে বল্লে তোমার কথা শুনে নাই, সেই তোমার কথা বেশ শুন্‌লে। ভারি মজা, বোঝাও সুখ, না বোঝাও সুখ; দেখাতেও সুখ, না দেখাতেও সুখ; শোনাতেও সুখ, না শোনাতেও সুখ। তুমি যে সুন্দর ঈশ্বর, তোমার সব সুন্দর। কথা বল্লে, আচ্ছা বেশ, না বল্লে, আচ্ছা বেশ; চড় মারিলে, আচ্ছা বেশ, আদর করিলে আচ্ছা বেশ; কাছে আসিলে, আচ্ছা বেশ, না আসিলে, আচ্ছা বেশ; দেখা দিলে, আচ্ছা বেশ, না দেখা দিলে, আচ্ছা বেশ; বল তোমার কোন্‌টা মন্দ? ভালর সব ভাল, সুন্দরের সব সুন্দর। তোমাকে নিয়ে আমরা ত কিছুতেই ঠকিলাম না। নির্গুণ ঈশ্বর, আচ্ছা; সগুণ ঈশ্বর, আচ্ছা। তুমি আকাশ, আচ্ছা; তুমি কিছুই নও, আচ্ছা।

কিছুই নাই হইলে তাতে কি হইল! তুমি ঈশ্বর ত। ওগো কিছু নাই ত ঈশ্বর, তা হলেই এলো। এই কিছু নাই, তাঁরই চরণ আচ্ছা করে ধরিলাম। চরণ নাই তাই আচ্ছা। যাঁর চরণ নাই তাঁকে আচ্ছা করে ধরিলাম। যাবে কোথায়? তুমি ঈশ্বর রাজা, তা হলেই হলো। না পেয়ে মজা না দেখে মজা! আজ প্রার্থনা করিলাম, কথা বলিলে না, তাই ভাল। কিছু দিলে না, তাতে লক্ষ টাকা পেলেম। এত দিলে যে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি না। তোমার সব ভাল। ও ঠাকুর, তোমার সব ভাল। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমায় না জেনে জানি, তোমায় না দেখে দেখি, তোমায় না শুনে শুনি, কখন কিছুতেই যেন ফাঁকিতে না পড়ি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একান্ততা।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০১ শক; ১লা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, একান্ততাকে লোকে গোঁড়ামি বলিয়া থাকে। তোমার যে বিধান ক্রমান্বয়ে সত্য প্রকাশ করিতেছে তৎপ্রতি সেই একান্ততা আমাদিগকে অর্পণ কর।

ইচ্ছার অনুসরণ।

শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৮০১ শক; ২রা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

প্রভো, আমরা সাধারণ জনগণের মধ্যে মিশিয়া যাইতে যত্ন করিলাম, তুমি আমাদের সে চেষ্টা পদে পদে বিফল করিলে। হে ঈশ্বর,

তোমার যে ইচ্ছা ভজনাদি সকল বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ করিতেছে, সেই ইচ্ছার অনুসরণ করিতে তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

নবীন অমৃত।

শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৮০১ শক ; ৩রা জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, তুমি পুরাতন সমুদয়ের পূর্ণতা সাধন করিয়া যে নূতন বিধান করিবে, উহা আমাদিগের চরিত্রে আবির্ভূত হউক। সেই নূতন ভিন্ন ভিন্ন রসের একত্র সম্মিলনে এক মহৎ অদ্ভুত নবীন অমৃত হয়। তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে প্রমত্ত কর।

বিধানের রথ।

রবিবার, ২১শে পৌষ, ১৮০১ শক ; ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, অবমাননা বশতঃ বিধানের রথ মন্দগতি হইয়াছে, যাহাতে ইহার আশুগামিত্ব হয়, তোমার নিকটে সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। হে জননী, তোমার স্তন্য মধ্যে অনন্ত তেজ অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্তন্য পান করিয়া যে রক্ত অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যস্থিত দেবগণের বলে বলী হইয়া, যাহাতে আমি সংগ্রাম ভূমিতে বিচরণ করিতে পারি তাহাই হউক।

চক্ষু ও কর্ণ।

সোমবার, ২২শে পৌষ, ১৮০১ শক ; ৫ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রভো, চক্ষু ও কর্ণ এ দুই দ্বারা হয় আমরা নরকের না হয় স্বর্গের বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকি। তোমার আশীর্ব্বাদে এই দুই যেন আমাদিগের সহায় হয়।

মাতৃত্ব।

মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ, ১৮০১ শক ; ৬ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, নিকটে বসাইয়া, তোমার স্তননিঃসৃত জ্ঞানাদি আমাদিগকে পান করাইবার জন্য যে এই মাতৃত্ব প্রকাশ করিয়াছ, সেই মাতৃত্ব আমাদের আনন্দ বিস্তার করুক!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মাঘোৎসব।

উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটন।

সায়ংকাল, বুধবার, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক ;
১৪ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার হস্ত রোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছেন। হে বিঘ্ন বিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন

হইতে, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহা স্থায়ী হইবে আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার এই ঋণের কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোক যন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতি দিনের অবলম্বন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাম্বৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব। আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজল বর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে; বিবাদ বিরোধ রাখিবে না; তোমার শান্তি ক্রোড়ে তুলিয়া সকলকে শুদ্ধ ও সুখী করিবে। তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বব্যাপী পূর্ণবিশ্বাস হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকটে এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মঙ্গলবাড়ী।

মার হাতের জিনিস।

প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে স্নেহময়ী জননি, তোমার হস্ত রচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে। আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আমার চরণে মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি। এই যুগে ত তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ী গুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন সকলে জানি, কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে না। ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইল। সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের জিনিস। এ বাড়ী যে ছোঁবে সে পবিত্র হবে। প্রচারক বন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাঁহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায় তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কাল্‌কের জন্য ভাব্‌ছে না যাহারা তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার সহিত বারবার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

নব শিশুর জন্ম।

রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আজ ব্রাহ্মসমাজ তনয়ের জন্মোৎসব দিনে দেবদেবী ও সাধুগণ শান্তি ও আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতেছেন। তুমি পিতৃরূপে সূর্য্য, মাতৃরূপে চন্দ্রমা। একটীতে পাপ দগ্ধ করে, অপরটী হৃদয়কে শীতল করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কমলকুটীর।

ব্রহ্মময়।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমেশ্বর, তুমি জ্যোতি, তেজ, বল ও উৎসাহের নিঃশ্রব। তোমার সাধক সকলেতে তোমার স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সেইরূপ হউন।

মায়ের আগমন।

মঙ্গলবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

এই সকল মৃতকে জীবন দান করতঃ তোমার সত্যত্ব প্রকাশ কর, অন্যথা নিশ্চয় আমরা বঞ্চকগণের মধ্যে পরিগণিত হইব। মাতৃদর্শনে

অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি। দেবগণ মহাজনগণকে সঙ্গে লইয়া, হে মাতঃ, আমরা গীতিযাত্রা করি। সৎ-ভক্তরূপ সিংহবাহন যোগে, হে মাতঃ, তুমি এই দেশে আইস। তাঁহাদিগের হুঙ্কার গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত হউক।

নিত্য উৎসব

বুধবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০১ শক; ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

উৎসবে যদি আমরা পাশবদ্ধ হইয়া থাকি তবে সেই দৃঢ়বন্ধন, মাতঃ, সেইরূপই থাকুক। প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং তাঁহাদিগের বিষয়-যোগে তুমিই প্রতিভাত হও। যে উৎসব হইয়া গেল, সেই উৎসব আমাদের নিত্য উৎসব হউক।

নিত্য আরোহে অবস্থিত।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৯শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে জননী, পনর দিন বোধনের জন্য গেল। সৈনিকগণ মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত ও জাগ্রৎ হউক। মৃদঙ্গে কখন স্বরের আরোহ, অবরোহ নাই। তোমার বিধানও হে প্রভো, সেইরূপ নিত্য আরোহেতেই অবস্থিত।

বক্ষে ধারণ।

শুক্রবার, ১৭ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ৩০শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, যোগী যোগ বলে বলী। যদি অলৌকিক কার্য্য না করি, পৃথিবী কেন বিশ্বাস করিবে। তাই তোমার বিধান নবীন আশ্চর্য্য কার্য্য বিস্তার করুক। যোগাগ্নি দ্বারা পাপাসুরের অধিষ্ঠিত আলয় দগ্ধ করিব, এবং হে সেনাপতি, প্রাণপতি, তোমাকে বক্ষে হনুমানের ন্যায় ধারণ করিয়া তোমার অনুগমন করিব।

দাসানুদাস।

শনিবার, ১৮ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ৩১শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমরা মহর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। স্বর্গবাসীগণের আত্মীয়। বংশ গোপন করিয়া ঘোর অপরাধী হইয়াছি, এবং নীচ হইয়া গিয়াছি। আমার অহঙ্কার উচ্ছেদ করিয়া, আমায় তোমার দাসগণের দাস কর। আমাতে তাঁহারা দৃষ্ট হউন, আমি যেন দৃষ্ট না হই।

বিশ্বাসরূপ মূল্য

রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

মনের এই অভিলাষ যে, বিশ্বাসরূপ মূল্য দিয়া, হৃদয়স্থ স্বর্গীয় আনন্দে মনোহর বিপণিতে মহাজনগণের নিকট হইতে আত্মপোষণ সামগ্রী এবং ভূষণাদি সমুদয় ক্রয় করিব।

বিশ্বাসের চাবি।

সোমবার, ২০শে মাঘ, ১৮০১ শক; ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গ পেটারায় আবদ্ধ। বিশ্বাসের চাবি বিনা উহা আমাদিগের নিকট বৃথা। সেই চাবি আমাদিগকে দাও। হে মাতঃ, অবিশ্বাস-রূপ ধুস্তুর পান করিয়া লোক সকল সর্ব্বদা অন্ধদৃষ্টি, আমরা ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত, কৃতার্থ ও সুখী; তাহারা আমাদিগকে দরিদ্র দেখে।

ভক্তসখা।

মঙ্গলবার, ২১শে মাঘ, ১৮০১ শক; ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তুমি ভক্তজনের সখা, ভক্তগণের প্রিয়। তুমি যুগে যুগে অপরাধী বিরোধীগণকে পরাস্ত করিয়া, নিজের লোক সকলকে স্বর্গীয় সম্পদে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছ, আমাদের সম্বন্ধে তাহা কেন সত্য হইবে না?

কথাতীর্থ নিবাসী।

বুধবার, ২২শে মাঘ, ১৮০১ শক; ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হরির কথাতীর্থ নিবাসী আমরা। আমাদের হৃদয়ে যখন তোমার অংশ অবতরণ করিয়াছে এবং তোমার পবিত্র নিঃশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তখন আমরা ক্রোধাদি দুর্গন্ধময় স্থানে কেন যাইব?

গুণগানে অনুরক্ত।

বৃহস্পতিবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে জননী, বিপদসমূহ বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলে। আমরা তোমার আপনার লোকদিগের সঙ্গে গুণগানে অনুরক্ত। আমরা কেন হতচেতন লোকদিগের কীর্ত্তিলাভ করিব ?

আদেশরূপ অগ্নিকণা।

শুক্রবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সন্দেহ এবং অবিশ্বাসরূপ উগ্র পিশাচ হইতে যাঁহাদের মস্তক, হৃদয় এবং শোণিত বিমুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা সকলে পবিত্র হইয়া আমাতে প্রবর্ত্তিত আদেশরূপ শুভ অগ্নিকণা সমূহ উপলব্ধি করুন।

বিধানের সাক্ষী।

শনিবার, ২৫শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমার নিঃশ্বাসরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুতে যাহাদিগের পাপ রাশি উড়িয়া গিয়াছে, নূতন রীতি ও আচরণ দ্বারা, প্রাচীন রীতি ও আচরণ বিদূরিত করিয়া, সেই সকল নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তিগণ এই বিধানে সাক্ষী হইবেন।

কল্পবৃক্ষ।

সোমবার, ২৭শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সঙ্কল্পসিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চয় তুমি কল্পবৃক্ষ। কিন্তু যাহার কোন সঙ্কল্প নাই, তাহার সম্বন্ধে তুমি ত কল্পবৃক্ষ নও। অতএব বিধান পূর্ণ হয়, এজন্য স্বর্গবাসী মহাজনগণের প্রতি আমার স্পৃহা উদ্দীপন কর।

স্বর্গের সেতু।

মঙ্গলবার, ২৮শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, যখন বিপাকে সম্পদ, দুঃখে সুখ, অপমানে মান হয়, তখন তুমি স্বর্গ প্রকাশ করিয়া থাক, এবং এই লোককে সেতু কর। সকলে সেই সেতু দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করুক।

ত্রিবিধ প্রকাশ।

বুধবার, ২৯শে মাঘ, ১৮০১ শক ; ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তুমি প্রথমতঃ ছিলে "তৎসৎ", তার পর হইলে "সেই তুমি", তার পর হইলে নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া "তোমরা"। তুমি উদাসীন নও, তুমি গৃহস্থ। পরিবারযুক্ত আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব, এই আমরা তোমায় নিবেদন করি।

প্রেম দান।

বৃহস্পতিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমার যে প্রেমের প্রবাহ এই সকল ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রেমে প্রমত্ত হইয়া যাহাতে পরের জন্য জলযন্ত্রের ন্যায় নিত্য উদ্গিরণ করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ বিধান কর।

ভক্তসেবা।

শুক্রবার, ২রা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, শুনিয়াছি তোমার প্রিয় সন্তানগণের গৃহ ছিল না, তাঁহারা এই দেহে বাস করুন। এই দেহ আমার নয়। বিশুদ্ধভাবে তাঁহাদিগের সেবা বিষয়ে এ ব্যক্তির চিত্ত আনন্দিত হউক।

আদর্শ সিদ্ধ হউক।

শনিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আজও নিজমূর্ত্তি ধরা হয় নাই। যে আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে, আমি সে আদর্শনিষ্ঠও হই নাই। সাধু মহাজনগণ হইতে প্রবিষ্ট শোণিতেও সিদ্ধ হই নাই। হে জননী, তাই প্রার্থনা করি, সেই আদর্শ সিদ্ধ হউক।

তন্ময়ত্ব।

রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তুমি সমুদয় জগৎ গ্রাস করিলে। মহাজনগণ এবং আমরাও গ্রস্ত হইলাম। তুমিই তাঁহাদিগকে উদ্গিরণ কর। তোমাতে সকলে, সমুদয় বস্তুতে তুমি। নিত্য তুমিই এক। তাই প্রার্থনা করি, এক হরিই চিত্তহারী হউন।

হরির নিবাস।

মঙ্গলবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ইহলোকে মত্তসিংহকে সংসারসূত্রে বাঁধিবার যত্ন বৃথা। কারণ, প্রগল্ভা ভক্তি ইহাকে হরির নিবাস করিয়াছে, ইহার বন্ধন কেন হইবে ?

নিত্য নূতন বিস্ময়।

বুধবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যে জ্ঞানে বিস্ময় নাই, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া ভক্তজন নিত্য নূতন বিস্ময় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি অন্তরে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছ, আরও বিস্মিত কর।

অঙ্গীকৃত দেশ।

বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

অঙ্গীকৃত দেশ লাভ করিবার জন্য আমরা অভিলাষী। বিবেক প্রস্তরে খোদিত নববিধি প্রাপ্ত হইয়া, মুসার ন্যায় আমরা, হে জননী, তোমার সহগামী হইয়া যাত্রা করি।

বিশুদ্ধ নীতি।

শুক্রবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রভু, বিশ্বাসরূপ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পবিত্র হৃদয়ে তোমায় দর্শন করত তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করি, তাহাই হউক। বিশুদ্ধ নীতি আমাদের হৃদয়ের দেবতা হউন।

মুসার সহিত একতা।

শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

অবিশ্বাস এবং কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহার সমুদয় কার্য্য তোমার অধীন ছিল, সেই দাসের অগ্রগণ্য মুসাকে তোমাতে অবলোকন করি। হে জগদীশ, তাঁহার সহিত ভাবে এক হইবার জন্য প্রার্থনা করি।

মুসা সমাগম।

রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য তুমি নিজে স্পষ্ট যে সকল আদেশ প্রকাশ করিলে, তাহা বিশ্বাস ও আচরণ দ্বারা জীবনে প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করি।

পরিবর্দ্ধনোন্মুখ জীবন।

মঙ্গলবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সাধুসন্তানের—ইহলোকে জন্ম হইবামাত্রই—পরিবর্দ্ধনোন্মুখ জীবন দৃষ্ট হয়। মাতৃপূজা দ্বারা স্তন্যপানের সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হউক।

সাধু গ্রহণ।

বুধবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমরা একজন সাধুর বসতিতে বাস করিতে অভিলাষী হইতে পারি না। আমরা নীতিতে নিবিষ্ট হইলাম। এখন অন্য সাধুর গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে শক্তি দাও।

সাধুসঙ্গে যোগ।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক;
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সাধুর প্রশংসা, অর্চ্চনা, মান্য এবং সম্ভ্রম দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা তাঁহাদিগের মুখে তোমার স্তুতি বন্দনা করিব। তাঁহারা আমাদিগের শোণিতে বাস করুন।

বার্দ্ধক্যে নবীনত্ব।

শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তুমি বৃদ্ধকে শিশু কর, যুবা কর। মুসা অত্যন্ত বৃদ্ধ অথচ বলবান্ সিংহ। বার্দ্ধক্য নাই, মনুষ্য চির-নবীন, আমাদিগেতে সেইটী যথার্থ হউক।

আজ্ঞাবহ।

শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

"হে রাজন্, তুমি যাহা আজ্ঞা কর" এই কথা নিরন্তর যাঁহার মুখে লগ্ন ছিল, তিনিই সেই মুসা। বুদ্ধি পরিহার করিয়া সকল অবস্থাতে যেন আমরা নিত্য সেইরূপ হই।

নববিধানের নূতন মানুষ।

সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ১লা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বত্রই পুরাতন, নূতন কেবল এখানে। তোমার নূতন বিধানে আমাদিগকে নূতন মানুষ কর।

সন্তান বাক্যময়।

বুধবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ৩রা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সক্রেটিস্ তোমার একটী বাক্য—যাহা রক্ত মাংসাস্থি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই বাক্য, হে মাতঃ, আমাদিগেতে আবির্ভূত হউক। তোমার সন্তানগণ যে বাক্যময়।

বিকার রহিত।

বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

শুদ্ধ, শান্ত, সুখ দুঃখ সমান, তোমার নিদেশদর্শী, সত্যের জন্য সম্যক অর্পিতপ্রাণ, নিরন্তর আত্মজ্ঞানপরায়ণ—সেইরূপ হইব।

রূপান্তর।

শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

বিধানরূপ অগ্নি দীপ্যমান, ইহাতে স্বভাবরূপ লৌহ দগ্ধ হইয়া উপযুক্ত তাড়নায় রূপান্তরিত হউক।

সক্রেটিস্ সমাগম।

রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ৭ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

"আপনাকে জান" এই যাঁহার যথার্থ নাম, তিনি তোমার অঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হই।

চিন্ময় রাজ্য।

মঙ্গলবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ৯ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

জড়রূপ গরল পানে মৃত্যু, চৈতন্য দ্বারা উজ্জীবন, চিৎ যেখানে সম্রাট, বিবেক যেখানে মন্ত্রী, সেইখানে আমাকে লইয়া যাও।

নির্ব্বাণ রাজ্য।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে গুরু, তুমি কৃপা করিয়া মুসা সক্রেটিসের অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ। তোমার যাত্রীরা—ইন্দ্রিয়রূপ মিসর দেশ হইতে, আত্মতত্ত্বরূপ গ্রীস রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেই দেশ হইতে আবার তাঁহারা নির্ব্বাণরূপ বুদ্ধগয়াতে চলিলেন। বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধ গম্ভীর ভাবে

মহাতেজ প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ জয় করিয়াছেন। ভব-কাণ্ডারী, যাত্রীদিগকে এই নির্ব্বাণরাজ্যে লইয়া যাও। সেই রাজ্যে আসক্তির প্রদীপ, বিদ্যা-মদের প্রদীপ, অহঙ্কারের প্রদীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ নিবৃত্তি অথবা বৈরাগ্যের অবতার। উঁহার নির্ব্বাণ ইন্দ্রিয়রূপ জোঁকের মুখে চুণ স্বরূপ।

শাক্যের বৈরাগ্য বিধি।

শুক্রবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ১২ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে নির্ব্বিকার পুণ্যময় সখা, শাক্যের ন্যায় আমাদিগকে অনাসক্ত কর। শাক্য বলিলেন "আমি মায়াবদ্ধ হইব না"। তিনি নিবৃত্তির জল ঢালিয়া প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিলেন। তিনি কামনার মূলে কুড়াল মারিলেন। তিনি সংসারাসক্তির প্রতিবাদকারী প্রকাণ্ড বীর। তাঁহার বৈরাগ্য বিধি দেশ দেশান্তরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত। কত শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার বৈরাগ্য বিধি গ্রহণ করিয়া, সংসার স্পর্শ করিতে চায় না।

শাক্যের ধর্ম্ম।

শনিবার, ১লা চৈত্র, ১৮০১ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতঃ, দুঃখে বৈরাগ্যে শাক্যের ধর্ম্ম আরম্ভ হইল। দুঃখীর প্রতি দয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম শেষ হইল। দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি দয়ার অবতার। নিকৃষ্টতম প্রাণী পিপীলিকাও যেন কষ্ট না পায়, তিনি এই বিধি প্রচার করেন, এবং নিজের জীবনে এরূপ ভাব প্রকাশ

করেন। আমাদের মধ্যে যে নির্দ্দয়, সে বৈরাগী হইলেও শাক্যের শত্রু। শাক্যের বৈরাগ্য, অহিংসা ও দয়া মিশ্রিত। হরি, সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে দাও।

শাক্য বিরোধী ভাব।

সোমবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০১ শক; ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে নির্ব্বাণ সমুদ্র ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছা বাসনা ও কাম ক্রোধাদির উত্তেজনা আমাদিগকে চঞ্চল করে। যোগ সমাধি ও নির্ব্বাণে ঐ চাঞ্চল্য শান্তি হয়। কামনা শান্তির বিরোধী। শাক্যের শিষ্যেরা ভিক্ষাও চাহিতে পারেন না, যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া অযাচিত অন্ন দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়। আমাদিগের প্রচারকদিগের পরিবারও দানে চলে, ইহা শাক্যের ভাব। নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রত্যাশা শাক্য বিরোধী। আমাদিগের মনে যেন কোন কামনা এবং কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা না থাকে, প্রভু, এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি নির্ব্বাণ, তোমাতে আমাদিগকে নিমগ্ন কর।

বিশেষ গূঢ় মন্ত্র।

মঙ্গলবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৮০১ শক; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার সাধুরা কোন্ কোন্ গূঢ় পথ দিয়া তোমার নিকট গিয়াছেন? প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতরে এক একটী বিশেষ গূঢ় মন্ত্র ছিল। শাক্যের বুকের ভিতর নির্ব্বাণ রাখিয়াছিলে। তিনি

ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বেদ বেদান্ত সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। অবশেষে আমি পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলেন। আমি যখন উড়িয়া গেলুম তখন শান্তি, নির্ভাবনা আসিল। এই নির্ভাবনা বা নির্ব্বাণ জলে স্নান না করিলে স্বর্গীয় সাধুদিগের নিকট দীক্ষিত হওয়া যায় না। অতএব হে দয়াময়, আমাদিগকে এই জলে অভিষিক্ত কর। অস্তি নাস্তি, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইত্যাদি সমুদয় ক্লেশের মূল শোধন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করত তোমার কৃপায় তোমার নিকটবর্ত্তী হইব।

চরিত্র দ্বারা মিলন।

বুধবার, ৫ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, ঘোর সন্ন্যাসীর কাছে কি ঘোর সংসারী যাইতে পারে? শাক্য ঘোর সন্ন্যাসী, আমরা সংসারী হইয়া কেবল তাঁহার প্রশংসা করিয়া কি তাঁহার কাছে যাইতে পারি? সাধুকে কেবল "প্রভু প্রভু," বলিলে হয় না ; কিন্তু চরিত্র দ্বারা সাধুর সঙ্গে মিলন চাই। [illegible] নয়, কিন্তু চরিত্রের মিলনই সাধুর প্রতি সম্ভ্রম। বৈরাগ্যবৃক্ষতলে বসিয়া আত্মাভিমান, কুবাসনা, লোভ প্রভৃতি নির্ব্বাণ না করিলে কিরূপে আমরা শাক্যের বন্ধু হইব? এমন নির্ব্বাণের দৃষ্টান্ত পাইয়া আর কেন আমরা বাসনার জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিব? পাপ আসক্তির আগুনে পুড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ খাক্ হইতেছে। হে হরি, তুমি নির্ব্বাণ জল ঢাল। নির্ব্বাণ সাধনের জন্য মনকে বিষয়শূন্য কর।

যোগে মগ্ন।

বৃহস্পতিবার, ৬ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমার আজ্ঞায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রথম আত্মতত্ত্ব তদনন্তর নির্ব্বাণ লাভ করিলাম। আজ সত্যস্বরূপ, তোমাতে এই আত্মা যোগে প্রবিষ্ট হউক।

ব্রহ্মকে ধারণ।

শুক্রবার, ৭ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

পূর্ব্বগামী ঋষিগণের সঙ্গে এক হইয়া, অসার অবস্তু নির্ব্বাণ করত, আত্মযোগে সচ্চিদানন্দ, তোমায় ধারণ করিতে অভিলাষ করি।

ঋষি ভাব।

শনিবার, ৮ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ২০শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহাদিগেতে নিবৃত্তি, নিয়ম, যোগ ও আত্মতত্ত্বে সমাদর একত্র মিলিত হইয়াছে, তোমাতে নিমগ্ন তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকে কর।

ঋষিদিগের যোগ।

রবিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহারা সচ্চিৎপরায়ণ, যাঁহাদিগের আনন্দ হইতে উদ্ভব, আনন্দেতে বাস, এবং আনন্দেই মগ্নভাব, নিরন্তর তাঁহাদিগের যোগ যাচ্ঞা করি।

(ঋষিদিগের সমাগম)।

যোগ জাতীয় ভাব।

সোমবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২২শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যোগ আমাদের জাতীয় ভাব, ইহা কখন বিজাতীয় ভাব সংমিশ্রণে দূর করা সমুচিত নহে। অতএব, বিভো, এই যোগ দ্বারা আমাদিগকে এ বিধানে বিশেষ কর।

করতলন্যস্ত আমলকবৎ।

মঙ্গলবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

করতলন্যস্ত বদরিকার ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মকে ধারণ করিয়া যোগিগণের যোগ সংস্থাপন জন্য প্রসিদ্ধ নাম উদ্ধার করিব।

অন্তরে বৈদিক, বাহিরে পৌরাণিক।

বুধবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ, আমরা অন্তরে বৈদিক, বাহিরে পৌরাণিক হই। যোগে মহাত্মা সকল আমাদিগের জীবিকা হউন।

তুমিই নেতা।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তুমিই আমাদিগের নেতা আর কেহ আমাদিগের নেতা নাই। তুমি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভৃত্যগণকে পরিপালন এবং ধর্ম্ম উপদেশ দানপূর্ব্বক বিহার কর।

তিরোভাব এবং আবির্ভাব

শুক্রবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

একের স্বর্গারোহণ, অন্যের পৃথিবীতে অবতরণ এই দুইই আজ আমাদিগেতে মিলিত হইয়াছে। আমরা প্রেম ও শুদ্ধতা উভয়ই লাভ করিব।

ভাগবতী তনু।

শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যে তনুতে দিব্যধামবাসিগণ বাস করেন এবং যে মনুষ্যকে, তাঁহারা জাগ্রত করিয়া তুলেন সেই তনু এবং সেই মনুষ্যকে, প্রভো, আমাদিগের মধ্য হইতে উত্থাপন কর।

চক্ষুষ্মান কর।

রবিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

প্রকাশের সময়ে স্বরূপ আধিক্য প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর উহার অল্পতা সমুপস্থিত হয়। তোমার এই প্রকাশের সময়ে আমাদিগকে চক্ষুষ্মান কর।

সাধনের অভাবে দুর্গতি।

সোমবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

শাস্ত্রের অনুগমন, আত্মচিন্তা, বাসনানিবৃত্তি এবং যোগ সংযুক্ত যদি না হই, তাহা হইলে, হে নাথ, সেই সকল গুণসম্পন্ন যাঁহারা তাঁহাদিগের অবমাননাজনিত দুর্গতি আমাদিগের হইবে।

বিধান এবং সাধু-সমাগমের গৌরব।

মঙ্গলবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

অহো! সমাগত আশ্চর্য্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাহার গৌরব বুঝি না। তোমার স্বর্গীয় সন্তানগণের সমাগমের গৌরবও বুঝি না। আমাদিগের ভিতরে এ দুয়ের উপযুক্ততা উদ্ভাবিত কর।

বিধানের লীলা।

বুধবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমার বিধান সমুদয় বস্তুতে, বন্ধুনিচয়ে, স্ত্রী পুত্র দাসাদিতে এবং ঘটনা ও ক্রিয়া সমূহে তোমাকে প্রকাশিত করিয়া যে, তোমার প্রেমের অবতারণা করিয়াছে সেইটী আমাদিগকে, হে প্রভো, বুঝাইয়া দাও।

মা এবং তাঁর পরিবার।

বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ১লা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

মা, তুমি এবং যাঁহারা তোমার, তাঁহাদিগের সঙ্গে বিয়োগজনিত ক্লেশ অপনয়ন করিয়া যোগ নিষ্পন্ন কর। এই যোগেতে বিপদাস্পদ সমুদয় বিষয় নির্ব্বাণ কর। এবং এইরূপে তুমি আমাদিগের হৃদয়ে অবিভক্ত হও।

যোগে সমুদয়ের নিবৃত্তি।

শুক্রবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০১ শক ; ২রা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

এ সংসারে বহু বিঘ্ন। সে সমুদয়ের মূল তোমা হইতে স্বতন্ত্রতা। হে নাথ, তোমার সঙ্গে যোগে এক প্রাণ করিয়া উহার নিবৃত্তি সাধন কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

সম্যক নির্ব্বাণ।

শনিবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০১ শক ; ৩রা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সুষুপ্তাবস্থায় পাপের নিবৃত্তি হয়। আবার জাগ্রৎ হইলে পুনরায় পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, এরূপ নির্ব্বাণ প্রার্থনা করি না। ইহা নির্ব্বাণ নয়। যে জলে সমস্ত নির্ব্বাণ হয়, তাহাই কৃপা করিয়া বিধান কর।

জড়তা বিনাশ।

রবিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৮০১ শক ; ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

দেবতা শয়ান আছেন এইরূপ মনে করিয়া, হে দেব, শয্যাগত হইয়া আমরা তোমার ভজনা করিব না। জাগ্রৎ পরমেশ্বর, তোমায় চিরজাগরুক হইয়া দেখিতে দেখিতে জড়তা পরাজয় করিব।

স্তন্যপায়ী শিশু।

সোমবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০১ শক ; ৫ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমরা তোমার স্তন্যপায়ী শিশু। আমরা লোকের মত ঘটিত অপবাদ তৃণসম মনে করিয়া থাকি। তোমার স্তনাগ্রে মুখ সংলগ্ন রাখিয়া, আমরা সকলের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব।

মাতৃরূপে অবতরণ।

মঙ্গলবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

নিরাকার ব্রহ্ম সেইরূপেই যখন মাতৃরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন সুখে দুঃখে, ভয়ে অভয়ে, অভয় মাতৃনাম উচ্চারণ করিব।

চরিত্র সত্যের অনুরূপ।

বুধবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৭ই এপ্রেল, ১৮৮০ [illegible]ব্দ।

হে মাতঃ, চরিত্র সত্যের অনুরূপ হইলে, সত্য প্রচারে [illegible] সাক্ষীর ন্যায় অনুকূল হয়। মলিন করে এ বিধান যেন বিতরণ না [illegible]।

প্রকৃত যোগী।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৮ই এপ্রেল, ১৮৮[illegible] ষ্টাব্দ।

যে ব্যক্তি গৃহ হইতে পলায়ন করে সে কাপুরুষ। অতি দুঃখজনক গৃহে সুখস্বরূপ তোমাতে পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়া, যিনি নিতান্ত শান্তচিত্ত হইয়াছেন তিনিই যোগী। আমরাও নিত্য সেইরূপ হইব, ইহাই আমাদিগের আশা।

ঋষিত্বের হেতু।

শুক্রবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৯ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

না ভক্তি, না যোগ, না পূজনাদি, না ধ্যান, না নাম গ্রহণ কিছুই, হে মাতঃ, ঋষিত্বের হেতু নয়। সেই ভক্তি আদিতে পুণ্যাগ্নিরূপ আত্মা উজ্জ্বল তেজ বিস্তার করুক।

পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র।

শনিবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ১০ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তগণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, মহাক্লেশকর সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন, বিবিধ সুশাসনে সুশাসিত হইয়াছেন, পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র তুমি। তোমায় নমস্কার করি।

ভক্ত এবং ভগবান।

রবিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ১১ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমার সন্তানগণের সম্মান বাড়াইতে গিয়া তোমার অপমান হয়, আবার তোমার সম্মান করিতে গিয়া তাঁহারা অনাদৃত হন। এই বিষম সঙ্কট স্থলে চিরসম্পর্ক সিদ্ধ ও নিরাপদ হউক।

যোগীজনোচিত পদবী।

সোমবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০২ শক; ১২ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

বিশেষ হইবার জন্য আমরা এক স্থানে আনীত হইয়াছি। প্রচারক, উপাসক, বক্তা এ সকল আখ্যা তুচ্ছ, ইহা আমরা অভিলাষ করি না; আকাঙ্ক্ষা করি যোগীজনোচিত সমুন্নত পদবী।

প্রশংসার উপযুক্ত।

মঙ্গলবার, ২রা বৈশাখ, ১৮০২ শক; ১৩ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে মাতঃ আমাদিগের উপযুক্ততা নাই, অথচ বিধানের সঙ্গে যোগ হওয়াতে তাহার গুণে লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করাইয়া

তুমি আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে সেই প্রশংসার উপযুক্ত কর।

হিমালয়ের তুল্য মহৎ।

বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০২ শক; ১৪ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

এ বিধান হিমালয়ের তুল্য মহৎ ও গুরুতর। তুমি আমাদিগকে এই বিধান ধারণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ; আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কর।

বুদ্ধি-কল্পিত ঈশ্বর।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮০২ শক; ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

বাহিরে পুতুল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি-কল্পিত ঈশ্বরের অর্চনা করিয়া থাকি। হে নাথ, তুমি আপনি স্বয়ং আমাদিগকে এই দোষ হইতে মুক্ত কর।

দ্বৈত এবং অদ্বৈত।

শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০২ শক; ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দেব, আত্মার অতিরিক্ত একজন বন্ধু এবং আত্মার শক্তি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। দ্বৈত এবং অদ্বৈত এইরূপে উহাতে একতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নৈনীতাল। *

বৈকুণ্ঠধাম নিকটে।

হে পর্ব্বতবাসিনী পরমেশ্বরি, আমরা কোথায়, বন্ধু বান্ধব কোথায়? এ দেশ হইতে কলিকাতা কত দূরে? পর্ব্বতে আসিয়াছি। প্রবৃত্তি আর রুচি কলিকাতার আঁস্তাকুড় হইতে আমাদের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে এত দূর আনিয়াছে। গাড়ীতে চড়িয়া হঠাৎ শরীর আসিল, কিন্তু মন আসিল না। হে হরি, দীন মনকে ডাক, গরীব আত্মাকে ডাক, সে এখানে আসিলে কাজ হইবে। সে ঋষিদের বিষয় জানে, বিজ্ঞান শাস্ত্র জানে। শরীরটা খাব খাব করে, কাপড় চায়। শরীর লইয়া কিছুই হইবে না। তেমন কত পাহাড়ী আছে তাহারা কি ঋষিভাব পায়? দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া দুঃখী আত্মাকে ডাক। ও মন, আয়, আয়, শীঘ্র আয়, চলিয়া আয়। হে আত্মন্, শীঘ্র আয়, পর্ব্ব-

* নৈনীতালের এই প্রার্থনাগুলি ১৮০২ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত। পরে পরে পনরটী প্রার্থনা আছে। কোনটীতে তারিখ নাই। আচার্য্যদেব ৫ই বৈশাখ ১৮০২ শক, ১৬ই এপ্রেল ১৮৮০, নৈনীতাল গমন করেন; এবং ৯ই আষাঢ় ১৮০২ শক, ২২শে জুন ১৮৮০, প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০২ শক, ২৫শে মে ১৮৮০, হইতে ৩রা আষাঢ় ১৮০২ শক, ১৬ই জুন ১৮৮০, পর্য্যন্ত প্রার্থনা আছে। সুতরাং এই পনরটী প্রার্থনা তাহার পূর্ব্বেকার, অর্থাৎ ৫ই বৈশাখের পর হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। এই প্রার্থনাগুলিই প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়। দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগ তাহার বহুকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

তের উপরে আয়, এখান হইতে বৈকুণ্ঠধাম অতি নিকটে। আমি দেখিয়াছি পর্ব্বতচূড়া হইতে বৈকুণ্ঠ অধিক দূর নহে, এখানে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া যায়। এ স্থানে পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বতেশ্বরীর চরণসুধা কল্‌কল্‌ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা পান করিয়া শীতল হবি, আর তৃষ্ণা দূর করিবি। আর আমরা অনেক দূরে উপরে আসিয়াছি, এখান হইতে কলিকাতা নীচে ও দূরে। কে বা ভাবে কলিকাতার রাস্তা কেমন, বাড়ী কেমন ও বন্ধু বান্ধব কি করিতেছেন। হে প্রভু, আত্মাগুলিকে এখানকার বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ। আত্মাকে পর্ব্বত উপরে লইয়া যাও। এখানকার পর্ব্বতকে নিঙ্গড়াইয়া যোগরস বাহির করিব, ঋষিদিগের সহিত মিলিব। এই পর্ব্বতে মহাদেব থাকেন, মহাদেবের সন্তান আমরা, মহাদেবের পুত্র আমরা, সুন্দর হইব। যোগ করিয়া কাল দেহকে সুন্দর করিব। স্বামী স্ত্রীতে সাধন ধ্যান যোগ করিব, আত্মায় আত্মায় মিলিয়া পরমাত্মায় ডুবিব। কলিকাতায় যাইয়া যোগেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব; তাহারা বুঝিবে আমরা যোগেশ্বরের পুত্র কন্যা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অটল বিশ্বাস।

হে দীনবন্ধু, হে দয়াময়, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া একটু প্রার্থনা করি; তুমি শ্রবণ কর। বিশ্বাসীর বিশ্বাস কেমন? অচল অটল। পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে বিশ্বাসের বিশেষ যোগ আছে। যখন যেমন ঘটনা হয় সেই প্রকারে বিশ্বাস থাকে। যদি দুঃখ ও ভয় আসে, অল্প

বিশ্বাসীর বিশ্বাস অমনি চলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসীর সম্পদেও বিশ্বাস, বিপদেও বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাসচক্ষে দেখেন এবং যত পরীক্ষা দুঃখ বিপদ আসে, তত তিনি বলেন আমার বিশ্বাসরথের চক্র উন্নতির দিকে যাইতেছে। কেমন করিয়া ঘটনাস্রোত আসে ও কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী ভক্ত যিনি তিনি অটল হইয়া থাকেন। প্রাণ ছাড়িব তবু বিশ্বাস ছাড়িব না। তোমার সত্য পাইয়াছি তাহার এক চুল কমিবে না। যদি পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ড উল্টা-ইয়া যায় তবু বিশ্বাস ঠিক সোজা থাকিবে। হে হরি, তুমি সহায় থাকিলে আমাদের বিপদের মেঘে কিছু করিতে পারিবে না। এই পর্ব্বতের ন্যায় অটল বিশ্বাসী কর। পৃথিবীতে বাতাস হইবে, ঝড় উঠিবে; পর্ব্বতকে কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু ছোট ছোট বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পৃথিবী আমাদের উৎপীড়ন করিবে না কে বলিল? কিন্তু মুখের বাতাসে ফুঁ দিয়া সকল উড়াইয়া দিব। আমরা পৃথিবীর সামান্য বিশ্বাসী নহি। কারণ আমরা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ছুঁইয়াছি, ধরিয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণতলে পড়িয়া বিশ্বাসী হইয়া পবিত্র সুখে সুখী হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পর্ব্বতে আসিয়াও এই প্রকার?

হে দীননাথ, দয়াময়, তোমার দাসের এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমরা আর্য্যকুলোদ্ভব, আমাদের কর্ত্তব্য অনেক, দায়িত্ব অনন্ত। আমাদের কপালে বড় বড় করিয়া ঋষিদের নাম লেখা রহিয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই হিমালয়ে কত সাধন যোগ ও হোম করিয়াছেন। আমরা এখানে আসিয়া কি করিতেছি? শীতে মরি, আর কতকগুল গায়ে কাপড় দিয়া কেবল মার মার করি। আমরা নীচ, আমাদের শূকরের ন্যায় কেবল বিষ্ঠা ভোজনপ্রবৃত্তি। ভবে আসিয়া কি করিলাম? আর্য্যকুলের নাম ডুবাইলাম। এ পর্ব্বতে আসিয়াও এই প্রকার? হে দয়াময়, আমরা নীচ ক্ষুদ্র কীট, তুমি কীটকে স্পর্শ কর। পর্ব্বতের নীচে যত পশু থাকে; কিন্তু পর্ব্বতের মাথার উপর আমরা রহিয়াছি, যেথান হইতে লাফ দিলে স্বর্গে যাওয়া যায়। আমাদের প্রবৃত্তি গলায় দড়ি দিয়া টানিতেছে। এখানে যোগের ভিতরে মন দোকান করে ও নানা প্রকার ভাব চিন্তা করে। মন, উঠ উঠ, সময় হইয়াছে। দয়াময়, কীটকে স্পর্শ কর। তুমি স্পর্শ করিলে হিমালয় টলাইতে পারি। এমন যোগ করিব, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল, আবার সেই প্রকার হইতেছে। হে প্রভো, তোমার পর্ব্বত সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এই অপাত্রগণ দ্বারা আবার তুমি ঋষি যোগী কর। যোগের অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত শরীর ও মনের শীতলতা দূর করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, তুমি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাবের সঙ্গে যোগ করিয়া দাও। প্রকৃতিকে তুমি এত সুন্দর কেন করিলে? প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ আছে। জ্ঞান জ্ঞানকে বাধা দেয়, বুদ্ধিকে

বুদ্ধি রুদ্ধ করে। প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার। এই দ্বার দিয়া স্বর্গের ভাব দেখা যায়। মেঘ দিয়া স্বর্গ দেখা যায়, পর্ব্বত দিয়া যোগের পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর একটী পুষ্প দিয়া স্বর্গের কত পুষ্প দেখা যায়। যে একবার বলে "প্রকৃতি জড় ও কথা বলে না" তাহার নিকট প্রকৃতি জড় হইল, কিন্তু প্রকৃতি ভক্ত ঋষির সহিত কথা বলে। পর্ব্বত বলে, "আমার ভিতর যোগ পর্ব্বত দেখ, আমার মত অচল হও, আমার মধ্যে এস, নির্জ্জনে যোগ কর।" সরোবর বলে "আমার উপর দিয়া ভাসিয়া যাও।" বৃক্ষ বলে "আমার শাখায় বসিয়া হরিচিন্তা কর, তাঁর গুণ গান কর।" এমন সুন্দর প্রকৃতি দেখিয়া যোগী ঋষি মোহিত হইয়া পরমার্থ রসে ডুবিতেন। হে করুণাসিন্ধু, তোমার যোগী ঋষি সন্তানেরা বলিলেন যে "হে প্রভো, জড়রাজ্য আমাদের নিকটে সুন্দর কর, আর সে সর্ব্বদা হাসিতে থাকুক।" তুমি তাহাই করিলে। হে কৃপাসিন্ধু, তোমার প্রকৃতিকে আমাদের নিকট খুলিয়া দাও, আমরা উহার মধ্যে মাতাকে দেখি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাক্ষাৎ হরগৌরী।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, আমরা পর্ব্বতে আসিয়া যোগী বৈরাগী না সংসারী? পর্ব্বতের গোলমাল কোলাহল ও সংসার ছেলে স্ত্রী টাকা নানা প্রকার চিন্তা, ইহার মধ্যে যোগ ধ্যান হয় না। পর্ব্বতের উপরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জনে যোগ করিতে হয়। যেন বিবাহ হয় নাই, স্ত্রী নাই, ছেলে পিলে হয় নাই, এই ভাবে যোগ করিতে হয়।

তাহা না হইয়া পর্ব্বতের উপর কোলাহল, যেন হাট বাজার বসিয়াছে। মায়া, রোগ, টাকা কড়ির ভাবনা ও জঞ্জাল এই সমস্ত লইয়া যোগ-রাজ্যে কিরূপে যাইব? কিন্তু তুমি বলিতেছ, সমস্ত সংসার ও জঞ্জাল লইয়া যোগ কর। নববিধান যোগরাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেছে। মহাদেবের হুকুমে আমাদের মস্তক অবনত হইল, যাহা প্রভুর আদেশ তাহা করিতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই, নতুবা কেনই বা নব-বিধানের পরেই পর্ব্বতের উপরে আসিলাম। কি জন্য তিনি এই কয় জন সাধককে পর্ব্বতের উপর আনিলেন? এত লোক জন সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতিকে কেন আনিলেন? রোগ শোক নানা প্রকার চিন্তা করিয়া কি করিব? এই সমস্ত লইয়া যোগশিখরে আরোহণ করি। এই পর্ব্বতে হর পার্ব্বতী নিজের সন্তান লইয়া যোগ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিয়া আমরা উহা তত ভাবি না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই নৈনীতালে প্রভু, সাক্ষাৎ হর গৌরী লইয়া একটী কীর্ত্তি দেখাও। বিশেষ সময়ে নববিধানে স্বামী স্ত্রী দুই জনে যোগ করুন। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী লইয়া হর গৌরী হউন। সন্তান থাক্, সমস্ত সংসার থাক্, ইহার ভিতরে থাকিয়া, নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া, যোগ-রাজ্যে প্রবেশ করিব। দয়াময় তোমার চরণ দাও প্রসন্ন হও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাসের তুফান।

হে দয়াময় জগদীশ্বর, মনুষ্যের ভাব অনেক প্রকার। নিরাশ হইব বলিলেই নিরাশ হয়, আশা করিব ভাবিলেই আশা করে। হাতে

সোণা রহিয়াছে, কিন্তু দূর দূর বলিয়া, মাটী জ্ঞানে তাহাকে ফেলিয়া দেয়, আবার মাটী হাতে করিয়া ভাবে সোণা। হে হরি, মানুষের ভাব কিছু বুঝা যায় না। বিধানের গাড়ী গড় গড় করিয়া যাইতেছে, সে বলে কিছুই নয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম, বিধান, এ আবার কি? চারিদিকে উন্নতি হইতেছে দেখিয়াও যদি পাঁচ জন লোক ক্রমাগত বলে "ও সকল কিছুই নহে, সকলই মিথ্যা" তবে তাহাদের নিকটে সে সকল কিছুই নহে। একজন বুদ্ধিমান নাস্তিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া বলে যে ঈশ্বর নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, নব বিধান নাই, তাহা হইলে তাহার অবিশ্বাসে যাহা কিছু দেখিবে সকলই উড়াইয়া দিবে। হে দীনবন্ধু হরি, আমাদের জীবনতরী অবিশ্বাসের তুফানের নিকটে পড়িয়াছে। আমরা শীঘ্র শীঘ্র এইবার তরী ফিরাইয়া লই। কি জানি মানুষের এক রাত্রের মধ্যে সমস্ত বিশ্বাস চলিয়া যাইতে পারে। কত লোকে গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া দেখে স্বর্গ আসিতেছে, নব বিধান সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যসমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা স্বর্গ আসিতেছে দেখিয়াও বলিতেছে "নরকের অন্ধকার ভিন্ন আমরা আর কিছুই দেখিতেছি না।" হে হরি, এমন কথা তাহাদিগকে আর বলিতে দিও না। হে দয়াময়, আমরা কত সময় কত কথা বলি, কত অবিশ্বাস করি, আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। আমাদের ভিতরে কুটিল বুদ্ধি ও অবিশ্বাস আসিতে দিও না। আমরা খুব বিশ্বাসী হইব। এই পর্ব্বতের মত আমাদের বিশ্বাস যেন অটল ও স্থির হয়। যদি পৃথিবী উলটিয়া যায় তবুও আমরা অবিশ্বাসী হইব না। হে দয়ার সাগর, আশীর্ব্বাদ কর যেন সদা সর্ব্বক্ষণ আমরা তোমার শ্রীচরণ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসনয়নে দেখি।

দেখিব যেন জগন্মাতা ভগবতী আসিয়া নিজ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। যদি কেহ উল্টা বুঝাইতে আসে বুঝিব না, কেবল সোজা দেখিব। কেবল শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া থাকিব ও চারিদিকে হরি দেখিব। শত্রুমুখে হরি দেখিব, মিত্রমুখে হরি দেখিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নৈকট্য সাধন।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, তুমি মানুষ নহ কিন্তু তোমাকে মানুষের মতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তুমি একজন পুরাতন সূক্ষ্ম ঈশ্বররূপে আছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। তুমি অতি নিকটে আছ; যেমন পিতা ও পুত্রের, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ। তোমার স্নেহ পিতা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক, মাতা অপেক্ষা তোমার ভালবাসা অনন্ত। তোমাকে নিকটে দেখিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করাই জীবনের কার্য্য। শিশু যেমন মাতাকে যত নিকটে দেখে ও নিকটে যায় ততই মাতাকে আলিঙ্গন করিতে ও মাতার ক্রোড়ে বসিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তেমনি হে জগজ্জননী, তোমার সাধু পুত্রগণ তোমার ক্রোড়ে থাকিতে ভালবাসেন। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন ভক্তি ও বিশ্বাস দাও যে তোমাকে খুব নিকটে দেখিতে পারি। এখন দূর হইতে হরি হরি বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। তোমাকে শিশু ভাবিয়া ভালবাসিব, তোমাকে বৃদ্ধ জানিয়া ভক্তি করিব, মাতা জানিয়া তোমার চরণ পূজা করিব। হে দয়াময়ি, এমন ভক্তি ও বিশ্বাস আমাদিগকে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুঃখের আবশ্যকতা।

হে দীনবন্ধু, হে দয়াময়, আমাদিগকে যদি তুমি দুঃখী কর তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম কেহ লইবে না। আমাদের সন্তানেরা খাইতে পায় না, স্ত্রীর মুখে দুঃখের কালী, দুঃখের ক্রন্দন আমাদের সংসারে সারা দিন উঠিতেছে, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকে বলিবে যে ইহারা বড় ধ্যান করে ধর্ম্ম করে, তাই ইহাদের এত দুঃখ ও এমন দুঃখ। আবার আমরা যদি অনেক বিলাসসুখের উপরে বসিয়া থাকি, অনেক টাকা কড়ি যত্ন করিয়া সিন্ধুকের মধ্যে রাখি, কিছু দুঃখ না লইয়া মজা করিয়া শরীরের সেবা করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে ইহাদের কাছে ধর্ম্ম নাই। এখানে আসিয়াও যদি টাকা উপায় করা হয় তবে ত সংসারে থাকিলেই হয়। দেখ জগদীশ্বর, বৈরাগী না হইলে কেহ তোমাকে কখন পায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে তোমার কত সন্তান সর্ব্বত্যাগী হইয়া সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কত লোক তাঁহাদিগকে নেতা করিয়া তাঁহাদের পথ ধরিয়াছিল। হে দয়াময়, দুঃখী না হইলে তোমাকে কেহ পায় না। দেখ আমরা কেমন করিয়া তোমাকে চাহিতেছি। এক দিকে সুখ সম্পদ ধন স্ত্রী পুত্র, আর এক দিকে জননীর কৃপা পাইবার জন্য ধ্যান ধারণা সাধন ভজন। আমরা তোমার আদেশে এ দুয়ের একটীও ছাড়িতে পারি না। এখন যাহাতে সংসারে বৈরাগ্য প্রবিষ্ট হইয়া আমরা সংসারে থাকিয়াও অসংসারী হইতে পারি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান কবে পূর্ণ হইবে ?

হে দীনবন্ধু, দয়াময়, ভক্তের মন উত্তপ্ত জলের ন্যায়। এ অবস্থা ক্ষিপ্তের অবস্থা। মনের ভিতরে কত ছট্ পট্ করিতেছে। সরোবরের ধারে বাড়ী, গাছ, পর্ব্বত, মানুষ, পশু প্রভৃতি যত আছে, সমস্ত বস্তুর ছায়া সরোবরে পড়ে। সরোবর বলিতে পারে না যে আমি ছায়া লইব না। সেইরূপ ভক্তচিত্তসরোবরের ধারে কত ঋষি-গৃহ, কত যোগী ও সাধু দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছেন। মনের ভিতরে কত আন্দোলন হইতেছে। এ সকল কবে বলিব। সমুদ্রের ন্যায় কার্য্য পড়িয়া আছে, বিধান চৌদ্দ আনা পড়িয়া রহিয়াছে। দয়াময়, তোমার বিধান কবে পূর্ণ হইবে? খোল বাজাইতে সমস্ত রাত্রি গেল, যাত্রা আরম্ভ কবে হইবে? বিধানের গাড়ী কবে চলিবে? কবে সব যাত্রী লইয়া তোমার রাজ্যে যাইব? হে হরি, তুমি কয় বৎসর হইতে এন্‌জিন্ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। ক্রমাগত সেই এন্‌জিন্ ফোঁস্ ফাঁস্ করিতেছে। জল আগুনে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। কবে তোমার বিধানের এন্‌জিন্ দ্রুতবেগে যাত্রীদিগের সমুদয় গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে? কবে তোমার ঈশা মুসা এবং যোগী ঋষিদিগকে সাজাইয়া হিন্দুসমাজে বসাইব? হে দয়াময়, আমাদের কয় জনকে একখানা জমাট কর, তোমার অভ্রান্ত সত্য বলি। সকলেই প্রচার করে; কিন্তু বিধান পূর্ণ করে কে? যদি আগে প্রতিমা খাড়া না হইল তবে কি প্রচার করিবে? আগে নবদুর্গাকে খাড়া করিয়া তাঁহার নিকটে সকল নর নারীকে লইয়া আসিতে হইবে, পরে দেশ জমজমাট হইবে। হে প্রভু, আমার মনসাগরে কত আন্দোলন, কত

ঢেউ উঠিতেছে। কবে, হরি, তোমার কথা বলিয়া প্রাণ জুড়াইব? কবে বিধানের মত সকল, কার্য্যে পরিণত করিব? কবে সকলে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে? কত দেব দেবী আসিবেন, কত যোগী ঋষি আসিবেন। হে প্রভু, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কার্য্য করিয়া, আমরা সুখী হই এবং দেশকে সুখী করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের মত লোক।

হে দয়াময়, দীননাথ, সাধনের সময় আসিয়াছে, কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয় জানি না। আমরা বিধানের মতন লোক হই নাই, তুমি বল, আমরা কেমন করিয়া স্থির হইয়া ধ্যান করিব। আমরা ঠিক না হইলে তুমি সাধন ভজন গ্রাহ্য করিবে না। একটু অন্যথা হইলে তুমি আমাদের অর্চ্চনা লইবে না। তুমি যেমন জীবন্ত জাগ্রৎ তেমনি আমাদের কথা ও কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে, কাম ক্রোধাদি রিপুদের দলন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে কোন লোক যদি ঠিক পূর্ব্বের মত থাকে, এবং মুখে বলে বিধান মানে ও মতে চলে, তাহা হইলে চলিবে না; জীবন ও চরিত্র দেখাইতে হইবে। পৃথিবীর লোকে চরিত্র ও লক্ষণ দেখিবে, মত দেখিবে না। আমাদের যাহারা বিচার করিবে, তাহারা নিশ্চয় বলিবে ইহাদের পূর্ব্বের মত স্বভাব রহিয়াছে; যেমন রাগ ছিল ও লোভ ছিল, ঠিক তেমনি আছে; তবে আর বিধানের মত লোক কৈ হইল? হে দেব, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা শুদ্ধ চরিত্র হইয়া যোগ ও ধ্যান করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থানের সদ্ব্যবহার।

হে দয়াময় পিতা, পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। সে সকল উৎকৃষ্ট লোকের জন্য। উদ্যান ও নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষতল তাঁহাদেরই জন্য। তোমার ভক্ত সন্ন্যাসী তোমার জন্য, তোমার পূজা করিবার জন্য, স্থান অন্বেষণ করেন। তুমি তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত করিয়া বল তোমার জন্য এই স্থান। তিনি গিয়া যাই সে স্থানে বসেন তাঁর কত ভাব খুলিয়া যায়, কত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি সেখানে আশ্রম প্রস্তুত করেন। গিরিধারী পরমেশ্বরই তাঁহার সন্তানদের জন্য এই সকল করেন। সন্তান আসিবার পূর্ব্বে যেমন মাতার স্তনে দুগ্ধ হয়, তেমনি যোগী ঋষিগণ আসিবার পূর্ব্বে তুমি সুন্দর সুন্দর নির্জ্জন স্থান সকল করিয়া রাখিয়া দিয়াছ। ভক্তের জন্য উদ্যান, যোগীর জন্য পর্ব্বত রাখিয়াছ। হরি, আমরা এখানে কেন? নীচে অনেক স্থান আছে। আমরা এখানে আসিয়া অনধিকার চর্চ্চা, গোলমাল, চীৎকার ও কুবাসনা পূর্ণ করিতেছি। প্রকৃতি যেন ধমক দিয়া বলিতেছে তোমরা এখানে আসিয়া যদি এমন কর তবে দূর হও। হে দয়াময়, আমাদের এমন বুদ্ধি ভক্তি দাও যেন এখানে যে কয় দিন থাকি, সদ্ব্যবহার করিতে পারি; যোগীদের সঙ্গে বসিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যোগ করি। এ স্থানের উপযুক্ত হইয়া সুখী হই, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দিব্য চক্ষু।

হে দীননাথ, দয়াসিন্ধু, চক্ষু অন্য প্রকার চাই। দিব্য দর্শন হইলে তবে দেখিতে পাইব, পড়িতে পারিব, বুঝিতে পারিব। দুইটী চর্ম্ম-চক্ষু লইয়া কি করিব? এই পাহাড়ে কি দেখিব, কতকগুলি কাল পাথর রাশি করা রহিয়াছে, কতকগুলি বৃক্ষ ও বন রহিয়াছে, ইহাতে অনেক ইংরাজের বসতি, যোগী ঋষি নাই? হে হরি, আমাদেরও দুইটা চক্ষু আছে, তাঁহাদেরও দুইটা করিয়া চক্ষু ছিল, আমরাও মানুষ তাঁহারাও মানুষ। এই পর্ব্বতে তুমি নৃত্য করিতেছ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা সোণার পর্ব্বত দেখিতেন, আমাদের নিকটে ইহা পিতল। তোমার ভক্তের নিকটে গোলাপ ফুল কেমন শোভা প্রকাশ করে। হে হরি, পাহাড়ের সম্মুখে বসিয়া সোণার পাহাড় ভাবিয়া ভাবিয়া চক্ষু মুখ সিট্‌কাইয়া সাধন করিলে একবার ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু সে ত হাড়ি মুচীও করে। কল্পনা তোমায় আনিয়া দেয় ও লইয়া যায়, সাধু সন্তানের নিকট ত তেমন নহে। তিনি চক্ষু খুলিবামাত্র দেখেন যে সোণার পর্ব্বতের মধ্যে হরি নৃত্য করিতেছেন ও যত মৃত যোগী ঋষি তাঁহার সঙ্গে নাচিতেছেন। আমাদেরও এমনি করিয়া দেখা চাই। হে হরি বল, তোমার হিন্দু সন্তানেরা কেন বলেন যে এই পর্ব্বত কৈলাস, পাণ্ডবেরা এই পর্ব্বত দিয়া স্বর্গে গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা কেন নিম্ন ভূমিকে স্বর্গ বলেন না? সেখানে ত ভাল ভাল উদ্যান আছে, সুন্দর সুন্দর গৃহ ও মন্দির আছে। অবশ্য ইহার গূঢ় অর্থ আছে। আমরা কাল, আমাদের কাল চক্ষু কেবল কুদর্শন করে। এমন চক্ষু উৎপাটিত করিয়া যদি, হে প্রভু, তুমি

আমাদিগকে সাধু-নয়ন দাও, তবে যে দিকে চাহিব কেবল হরিময় দেখিব, পর্ব্বতকে দেখিব যোগের স্বর্গময় পর্ব্বত। হে হরি, আশীর্ব্বাদ কর তোমার অনুগত ভৃত্য ও সুসন্তান হইয়া যেন দিব্য চক্ষে নিয়ত দিব্য বস্তু দর্শন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাহিত চিত্ত।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, ধর্ম্মের পুরস্কার শান্তি। পুণ্য যাহা শান্তি তাহা। পুণ্য হইলে শান্তি হয়, শান্তি হইলে পুণ্য হয়। তোমার ভক্তগণের চিত্তসরোবর স্থির। তাঁহারা পৃথিবীতে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া তোমার শান্তিসাগরে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দিবা মাত্র সকলই স্থির ও শান্ত হয়। হে হরি, তুমি অতি স্থির শান্ত গম্ভীর। তোমার ভক্তের চিত্ত পর্ব্বতের ন্যায় শান্ত গম্ভীর ও অটল। ঝড় বৃষ্টি তাঁহাদের কিছু করিতে পারে না। দেখ দয়াল, আমাদের চিত্ত অশান্ত অস্থির, মনের ভিতরে কত ঢেউ কত আন্দোলন সর্ব্বদা হইতেছে। মনের ভিতরে কত ঘর বাড়ী প্রস্তুত করি ও ভাঙ্গি। হে দয়াময়, দয়া করিয়া তুমি এমন অবস্থা আনয়ন কর যে আমরা শান্ত চিত্ত হইয়া প্রবৃত্তি ও বাসনার আন্দোলন একেবারে ছাড়িয়া শান্তি ও পুণ্য গুণে ভূষিত হইয়া তোমার ভিতরে ডুবিয়া থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একখানা জমাট দল।

হে দয়াময় ঈশ্বর, মনে ভাবা ও হৃদয়ে ভালবাসা দুই এক নহে, এ দুই ভাব স্বতন্ত্র। আমি মনে মনে বুঝিয়াছি, কিন্তু হৃদয়ের সহিত ভালবাসা কৈ? মনে বুঝা আর হৃদয়ে ভালবাসা, ইহার মাঝে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে। আমরা মাকে ভালবাসি, কিন্তু এক মাতার সন্তান, আমাদের মার পেটের ভাই বলিয়া ভাইর প্রতি ভালবাসা কোথায়? হরি, আমরা ভাই বলি মুখে, কিন্তু ভিতরে টান নাই। পৃথিবীর এক মার পেটের ভাই বলিয়া একটা টান হয়, অথচ পৃথিবীর ভাইয়ের সঙ্গে এক কড়া কড়ি লইয়া মানুষে বিবাদ করে। কিন্তু আমরা যে জগজ্জননীর সন্তান, আমরা আদর্শ পরিবার, আমাদের যে অনেক টান চাই। আমরা পঁচিশ জন ভাই পঁচিশ রকম, হাজার জন স্ত্রীলোক হাজার রকম। কাহার মুখ কাল, কাহার মুখ সুন্দর, কাহার চক্ষু ভাল, কাহার ভাল নহে, চেহারা, কার্য্য, কথা কিছু মিলে না। কেহ যোগী, কেহ সংসারী, কেহ রাগী, কেহ শান্ত, এ প্রকার হইলে কেমন করিয়া আমরা নববিধানের লোক হইব। আমাদের যে পনর জনে একখানা হইতে হইবে। যাহারা দেখিবে তাহারা বলিবে ইহারা পঞ্চাশটী পরিষ্কার একখানা জমাট দল। ইহারা সকলেই সুন্দর, সকলেরই মুখে হরিপাদপদ্মের রং প্রতিবিম্বিত, সকলেই এক রকম ভোলানাথ। ইহাদের কার্য্য, চাল চলন ও আহার সব এক রকম। হে দয়াময়, আমরা অলৌকিক দেখাইব। যাহা কখন পৃথিবীতে হয় নাই এমন ভালবাসা ও মিলন তুমি করিয়া দেও যে একটা সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মানুসন্ধান।

হে দয়াময় হরি, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে দাও, আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় যাইতেছি। আমাদের রথের গতি রোধ করিয়া দাও, ভাবিয়া দেখি এত দিন কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আসিয়াছি, কোথা বা যাইতেছি। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন কি হরির পূর্ণ আবির্ভাব দেখিতেছি? আগে যেন অন্ধকার অন্ধকার বোধ হইত এখন আর তেমন নাই। এখন কি ভ্রাতাদের খুব ভ[illegible]সি, না দেখিয়া থাকিতে পারি না? পূর্ব্বে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতা[illegible] এখন পারি না? পরিবারদের স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছি? এ[illegible]কি খুব ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ হইয়াছি? নীতির বড় ব্যাপ্তি, জীবনকে [illegible] বড় দংশন করে। হে দয়াময়, আমাদের শান্ত ও গম্ভীর হইয়া আ[illegible]-নুসন্ধানে প্রবৃত্ত কর। এখন পৃথিবীর লোক আমাদের দিকে তা[illegible]ইয়া বলিবে ইহারা যোগ করে। এ সময় আমাদের যোগের স[illegible] আমাদের অনেক বয়স হইল। এখন ইহা উহা ভাবিয়া কেবল [illegible]-জনায় পড়িয়া চলিয়া গেলে হইবে না। যদি স্থির হইয়া ভাবিয়া [illegible]থা যায়, হয়ত দেখিতে পাইব জীবনতরীখানা পিছনে পড়িয়াছে, গাড়ীখানা হটিয়া গিয়াছে, যেমন কুপ্রবৃত্তি যেমন অবিশ্বাস তেমনি রহিয়াছে। অগ্রে দুই মিনিট ধ্যান করিতাম এখন তাহাই করি। পূর্ব্বে যিনি ভাইকে ভালবাসিতেন তাঁর তেমন ভালবাসা নাই। হে হরি, তুমি এই সকল দেখিয়া ধমক দিতেছ। মানুষ তোমার দয়া ও প্রশ্রয় দেওয়া দেখে, কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম বিচার ভাবে না। হে জননি! তুমি সহায় হইয়া আমাদিগকে ভাল কর, যেন ভক্ত যোগী হইয়া তোমার পদতলে থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উচ্চলোকে বিচরণ।*

মঙ্গলবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ২৫শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, বাড়ীর দেবতা, তুমি এখানে পর্ব্বতের দেবতা ; সেই কমল কুটীরের ঈশ্বর, এখানে তুমি হিমাচলের ঈশ্বর। তোমার খেলা সংসারে কিয়ৎ পরিমাণে দেখিলাম, ইচ্ছা আছে হিমাচলের মাথার উপর তুমি কেমন করিয়া খেলা করিয়া বেড়াও দেখি। দেব দেব মহাদেব মূর্ত্তি এখানে কিরূপ আছে, হরি, তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিও না, তোমার যোগাভিলাষী সন্তানের নিকট তাহা প্রকাশ কর। পর্ব্বত কেন আমাদিগকে শিক্ষা দিবে না? আমরা ফুলের কাছে শিক্ষা পাই, বৃক্ষের কাছে শিক্ষা পাইয়া থাকি। পর্ব্বতের নিকট কেন শিক্ষা পাইব না? এখানে যে আমরা কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি তাহা নহে, কেবল যে উপাসনা করিতে আসিয়াছি তাহাও নহে, কিন্তু গিরিপতি প্রকাণ্ড মহান্ দেবতা কেমন করিয়া এখানে বসিয়া আছেন দেখিতে হইবে। হে হরি, আমাদিগকে এ পাহাড়ের ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে দাও। পাহাড়ের সঙ্গে প্রকৃতি যেমন মিলিত হইয়াছে, জলের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে যেমন পাহাড় মিশে, সেইরূপ আমাদের

* ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক হইতে ৩রা আষাঢ় ১৮০২ শক পর্য্যন্ত প্রার্থনাগুলি নৈনীতালের। এই প্রার্থনাগুলি দৈনিক প্রার্থনা, দ্বিতীয় ভাগ হইতে লওয়া হইল। ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী সমস্ত প্রার্থনা বাহির হইতেছে, সেই জন্য এই প্রার্থনাগুলি এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। সুতরাং নৈনীতালের সমস্ত প্রার্থনা এক স্থানে পরে পরে থাকিল। ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই জ্যৈষ্ঠের প্রার্থনা ১৮০৩ শকের বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বেও আছে।

প্রকৃতির সঙ্গে পাহাড়ের মিল করিয়া দাও। এই সকল পর্ব্বতের মত আমরা হইয়া যাই। ইহারা যেমন হাজার হাজার বৎসর বসিয়া আছে সেইরূপ হই। অসারতা, জড় জীবন দূর করিয়া দাও। আমরা কি জন্য এখানে আসিলাম? কেন এখানে আসিলাম? তথনই আসা সফল হইবে যথন দেখিব নরনারীগণ পাহাড়ের কাছে বসিয়া প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতেছেন। ছোট বড় যিনি যেমন তেমনই প্রত্যাদেশ গ্রহণ করুন। এখানে কেবলই বজ্রধ্বনি, পর্ব্বতের উপর তোমার খেলা বড় রকম, এখানে ছোট খাট কিছু নাই, সমস্ত বড় ব্যাপার, সমুদয় ভূমার ব্যাপার। এ ত আর বাঙ্গালীর রাজ্য নহে, সেখানে সব ছোট ছোট। এ পাহাড়ী দেশ। এখানে তুমি হাতে করে ব্রহ্মাণ্ড লুফ্‌ছ! বৃষ্টি নিয়ে খেলা করিতেছ, পর্ব্বত নিয়ে খেলা করিতেছ। হে প্রভু, পর্ব্বতকে খুলিয়া দাও, উহার ভিতরে তুমি বসিয়া আছ দেখি। হে গিরিরাজ, হে পর্ব্বতের রাজা, এখানকার খেলা কিছু কিছু দেখাও। এখানে একটু সন্ন্যাসী হইতে হয়। বিশেষ জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়। মহাদেবের মত, ভোলানাথের মত হইতে হয়। এখানে কেবল যোগী ঋষি বেড়াচ্চেন। এদিক হইতে ওদিক কত তার সংখ্যা নাই। আমরা সব মুচী হাড়ি, ঐ সব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিলে কেমন হয়। তুমি আমাদিগকে এই উচ্চ স্থানে উচ্চ ভাব দাও। কি করিলাম ভবে আসিয়া, পাহাড়ে আসিয়া কি করিলাম, কেবল এলাম আর গেলাম। কাণ মলে দাও, খুব শাস্তি দাও, কেন তোমার রাজ্যে দুষ্কর্ম্ম করিলাম। এখানে প্রকাণ্ড পাহাড় তোমার বসিবার আসন। এ কি আমরা কলিকাতা পাইয়াছি? এখানে পাহাড়ের মত মন হইতে হইবে। তোমার ভিতরে যেন বাতাস হইয়া

মিশিয়া যাই। বৈরাগ্যের ভিতর বৈরাগ্য হউক। গাম্ভীর্য্যের ভিতর গাম্ভীর্য্য হউক। নীচে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু মন উপরে উঠিতেছে। এখানকার গতি উর্দ্ধে! দাও, প্রভু উর্দ্ধে গতি করিয়া দাও। দিন কতক মহাদেবের কাছে বসি, গিরিরাজের কাছে থাকি। হাট বাজার দোকান আর মনে আসে না। আত্মা উড়িয়া যাও, শরীর পড়িয়া থাক, তুমি ঐ পর্ব্বতরাজের কাছে উড়িয়া যাও, যাও উঁহার সঙ্গে চলে যাও, আমিও যেন তোমাকে আর দেখিতে না পাই, হলেই বা তুমি আমার মন। মন-পাখি যাও উড়ে, ঢের উর্দ্ধে যেতে হবে। ধ্রুবলোক, প্রহ্লাদলোক, শিবলোক সমস্ত লোকে যাও। আর পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিও না, বেড়াও তুমি। আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচ। চলে যাও পাখি, আরও উড়িয়া যাও, আমার প্রিয় মন-পাখি, মহাদেব তোমাকে ডেকে নিন্। ব্রহ্মলোকে গিয়ে দীক্ষিত হও। এখানে ত একবার দীক্ষিত হয়েছ। নূতন রাজ্যে ভাই ভগিনী পাইয়াছ, সেখানে গিয়া বাস কর। খুব মেতে যাও। এখানে এসে কি হইবে? ঢোল কাঁশি বাজিতেছে, হাট বাজার ধূলো খেলা এ সব দেখিয়া কি হইবে? চলে যাও পাহাড় হইতে পাহাড়ে, উচ্চ হইতে উচ্চে চলে যাও। যেন দেখি ব্রহ্মের বুকের ভিতর ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম আকাশে ব্রাহ্ম পাখী উড়িতেছে। মন নীচে থাকিস্ না, পারিস্ ত পরিবার নিয়ে উড়ে যা। যোগবলে ছোট বড় সব নিয়ে উড়িয়া যা। মন চিড়িয়া চল, এ দিকে আর আসিস্ না। শিকারী বাহির হইয়াছে, ব্যাধ ফিরিতেছে, মেরে ফেলিবে, গুলি করিবে, চল মন, চিদাকাশে উড়ে যা। না হইলে এখানে আসা মিথ্যা। জগদীশ, যদি মনুষ্য শ্রেণী মধ্যে আমাদের নাম লিখাইয়া থাক, তবে এই কর শেষ জীবন

মনের ভিতর ক্রমাগত উড়িতে থাকিব। যেথানে ই[illegible] নাই, হাট বাজার নাই, কাল্‌কের ভাবনা নাই, যেথানে ঋষির [illegible], বৈরাগ্যের রাজ্য, সন্ন্যাসীর রাজ্য, তাহার ভিতর অর্দ্ধ হস্ত স্থান এ[illegible]ঙ্গাল দুঃখী সন্তানকে দাও। তোমার সন্ন্যাসী যোগী ভৃত্য হইয়া থ[illegible] দীনবন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুভক্ষণে নৌকা ছাড়া।

বুধবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ২৬শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, দয়ার সাগর, স্বর্গের রথ আসিবে, ইহাই আমরা ভাবি, কথনও আসিয়াছিল কি না ইহা ভাবি না। স্বর্গ হইতে রথ আসিবে, আমরা তাহাতে যাইব, ইহাই ভাবি; কিন্তু পিতা, যেমন নিরপেক্ষ ও কুসংস্কারশূন্য হইয়া মনে করি তাহা একদিন নিশ্চিত আসিবে, তেমন আমরা কি ভাবি যে, কোন দিন ইহা আসিয়াছিল কি না? [illegible] মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন উত্তর দিবে যে ভগবান অনেকবার তাহার স্বর্গের পবিত্র রথ পাঠাইয়াছিলেন, যথন আমরা মনে করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, ফকিরী লইয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিতাম। এমন শুভক্ষণ আসিয়াছিল, যথন মনে করিলে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইতাম। কিন্তু অনুকূল বায়ু চলিয়া গেল, তথন পাপের নেশা ছাড়িতে পারিলাম না, সেয়ানা যাত্রীরা পাল ভরে নৌকায় চড়িয়া চলিয়া গেল, আর কুড়েরা পড়িয়া রহিল, আমরা শুভক্ষণ ছাড়িয়া দিলাম। যদি প্রথম হইতে তোমার উপর বিশ্বাস থাকিত, তুমি যা

বলিতে করিতাম, কথনও এখানে পড়িয়া থাকিতাম না, কিন্তু সুধা-সাগরে ডুবিতাম। এমন অনুকূল বায়ু উঠিয়াছিল, নৌকা কোথায় চলিয়া যাইত। তখন আমরা কেবল ভাবিয়াছি কেমন করে রাগ একেবারে ছাড়িব, কেমন করে টাকার ভাবনা ছাড়িব, যদি ঈশ্বর বলেন রাতারাতি স্বর্গে যেতে, তা কেমন করে পারিব? হে হরি, আমরা তোমার মতের উপর মত চালাইলাম, আপনারি মতে চলিতে গেলাম, তাই হতভাগারা, হতভাগিনীরা পড়িয়া রহিলাম। অনুকূল বাতাস আর হয় না, যাত্রীরা একে একে ঘাটে ঘুমাইয়া পড়িল। তুমি যখন বলিলে "আয় লইয়া যাই", আমরা তখন মুখ ফিরাইলাম। তখন ভক্তিস্রোত উঠিয়াছিল, যোগ ও চরিত্র শুদ্ধির বায়ু বহিয়াছিল, তখন নৌকা ছাড়িয়া দিলে কত দূর চলিয়া যাইত। তখন কোলে করিতে আসিয়াছিলে, আদর করে ডাকিতে আসিয়াছিলে, তখন যদি মা বলে কোলে যেতাম, কত সুধা খেতাম। শুভক্ষণ চলে গেল, ব্রাহ্মগুল নির্ব্বোধ, সে সময় কিছু করিল না, এখন কাঁদ্‌চে, "কেন বা ভক্তির সময় মাতি নাই, বৈরাগ্যের সময় মাতি নাই।" পিতা শুভক্ষণ ছিল, লই নাই, এখন তোমার চরণ ধরিয়া নিবেদন করি আবার শুভক্ষণ আসুক। এবার পর্ব্বতে আসা কি একটা শুভক্ষণ নহে? পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যেমন আমরা বিশ্বাস করি, তেমনই মনের বিষয়েও কি করিব না? এখন হয় ত পরসেবা নাই, বিশ্বাস নাই, কেউ কাহাকে দয়া করিবে না, কেবল অপ্রেম, এখন আর মন ভাল হইবার যো নাই, এখন কাল শনি উপস্থিত। কিন্তু এর ভিতরেও মঙ্গল আছে। একটা খারাপ দশা পড়েছে, কিন্তু কে হৃদয়ের পাঁজি ভাল করে দেখে? আমরা বেশ করে দেখি শুভক্ষণ কি? ঠিক করে দেখি না আজ স্বর্গা-

রোহণের পক্ষে শুভক্ষণ না অশুভক্ষণ। যদি অবিশ্বাসী হই, এ ভয়ানক অশুভক্ষণ। এমন হইতেও পারে হিংসা, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা বাড়িবে, মন খারাপ হইয়া যাইবে ; তবে এখানে না আসা ভাল ছিল, কিন্তু যদি শুভক্ষণ হয় তবে এ যোগী ঋষির স্থান ঠিক মিলে গেল, এ স্থানে যোগেশ্বর প্রাণেশ্বরের সহিত প্রাণ মিলিয়া যাইবে। হরি, যদি শুভক্ষণ হয় তুমি বলে দাও। আমরা জানি না কবে শুভক্ষণ, কবে পূর্ণিমা, কবে সুপ্রভাত। কোন্ দিন অকাল তাহাও জানিতে দাও। যদি অশুভক্ষণ হয় তবে যদি কেবলই তোমাকে বলি, "ঠাকুর নিয়ে চল, ঠাকুর দরজা খোল, দয়া কর" তাতে কিছুই হয় না, আবার যদি শুভক্ষণ হয় একদিন তোমার পায়ে পড়িলে, অমনি যোগেশ্বর, তুমি দেখা দাও। পিতা, আমরা কি অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি ! ঈশা মুসাকে দেখিলাম না, যোগী হইলাম না, বরং আরও বিষয়ী [illegible] যাব। আমরা কি অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি ? না, ঠিক শুভক্ষণে ছাড়িয়াছি। দেবলোক নরলোকের সহিত মিলিল, প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্ম মিলিলেন, সর্ব্বাঙ্গ হইতে আসক্তি পাপ সব গেল। জানিতে দাও যে শুভক্ষণে সব মিলিয়া গিয়াছে, আর পিতা, যাদের শুভক্ষণ হয় নাই তাদের বুঝিতে দাও, এবার যখন শুভক্ষণ আসিবে নৌকা ছাড়িতে হইবে। পিতা, মুক্তিদাতা, দয়া করিয়া এই শুভক্ষণে একেবারে যোগভক্তির ভিতর গিয়া মিলিতে দাও। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কুবেরের ধন।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ২৭শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, পৃথিবীতে দুঃখীর আশা যেমন ধনী, সংসারীর আশা তেমনি সাধক। এ সংসারে ধনী যদি না থাকিত দুঃখী কিরূপে বাঁচিত, কে তাদের টাকা দিত, কে বস্ত্র দিত, কে অন্ন দিত? দয়ালু ধনী যদি না থাকিত কে দুঃখীর সেবা করিত? কাঙ্গাল কি কাহাকেও সুখী করিতে পারে? যত গরিব কাঙ্গাল তারা ধনীর নিকট চীৎকার করিয়া বলে, "রোগ বড়, ঔষধ নাই; ক্ষুধা বড়, অন্ন নাই; শীত বড়, বস্ত্র নাই"; ধনীর নিকট খবর যায়, কাঙ্গালকে জল, অন্ন, বস্ত্র ঔষধ দেয়। পিতা, তুমি ভৌতিক জগতে কত কি সৃজন করিয়াছ যাহার উপমা আমরা ধর্ম্মজগতে ঠিক পাই। পাপী অবিশ্বাসী সব কাঁদিতেছে, "সাধক, পুণ্য দাও, জ্ঞান দাও, ধর্ম্ম দাও।" পৃথিবীর অল্প বিশ্বাসী পাপীরা, যারা কিছুতেই বাঁচিতেছে না, সংসারের পাপরৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, বলিতেছে "সাধক, যোগী, ভক্ত, কোথায় আছ, পথ দেখাও, জ্ঞান দিয়া, সাধুতা দিয়া বাঁচাও।" হে ঈশ্বর, আমরা হাজার কেন আমাদিগকে প্রচারক নামের গৌরবের অনুপযুক্ত মনে করি না, তবু আমরা ইহা মনে করি যে হাজার হাজার লোক আমাদের নিকট জ্ঞান ভক্তি পুণ্য চাহিতেছে। আমরা সিদ্ধ নই বটে, কিন্তু তারা আমাদিগকে সাধক মনে করে। তারা জানে যাহাতে রাগ, লোভ, অধর্ম্ম দমন হয়, একজন লোক ক্রমাগত কুড়ি বৎসর এই চেষ্টা করিতেছে। এজন্য পৃথিবীর লোকেরা আমাদের উপর আশা করে আছে, বলিতেছে, "তোমরা ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ পেলে,

কাঙ্গালেরা দরজায় বসে, কিছু দাও; সংসারের শীত রৌদ্রে, ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে, সাধকেরা দাও, হিন্দুস্থানের কাঙ্গালদের দাও।" তারা পথে পথে বেড়াচ্চে, হে পিতা, আমরা পাষাণ দিয়া ত হৃদয় বাঁধি নাই, ইহা শুনিয়া আমরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? কিন্তু যদি আমাদের চরিত্র তেজস্বী হয়, পুণ্যবান্ হয়, উপাসনা সরস হয়, মনে ফকিরী হয় তবে ত দিতে পারি। আমরা কি পাষাণ হইব? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কষ্ট পাইতেছে, একবারও তোমাকে দেখিতে পাইল না, ক্রোধ, লোভ, কাম, নানা বিকারে তাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। অধর্ম্মে, বিষয়ে, কুসংস্কারে হিন্দুস্থান কাঙ্গাল হয়েছে, এখন পরমেশ্বর, আমরা কি করিব? তুমি ভার দিয়াছ আমাদিগকে খুব সাধন করিতে, কেন না এই সময়ে ঢের কাঙ্গাল আমাদের নিকট আসিবে, কিন্তু আমরা তার উপযুক্ত নই, সে জন্য বুঝি আমাদিগকে পাহাড়ে পাঠাইলে? বলিলে তোদের কিছু নাই, কুবেরের কাছে যা, মণি মুক্তা ধন রত্ন লইয়া আয়, তার পর কাঙ্গালদের দে। খুব পুণ্যবান্ হব, জোরের সহিত বলিতে পারিব, এখনও পাপ নিকটে আসিতে পারে? এখনও সংসারের দাস হইব? যদি কুবেরের অংশীদার হই তা হলে বলিতে পারিব। কাঙ্গালদের কি বলিব যে, কুড়ি বৎসর সাধন করিলাম, একটু একটু বৈরাগ্য, একটু একটু ভক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও রিপু দমন হইল না, পাপ গেল না, কুঅভ্যাস দূর হইল না, স্বভাব দোষ একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলাম না? এ যদি বলি, সব পাপী কাঙ্গাল—যারা হরিনাম জানে না, যোগ জানে না, কাঁদিয়া উঠিবে। তারা আমাদের উপর আশা করে আছে, হিমালয় হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সব কাঙ্গালীরা বসে আছে বলিতেছে, "ব্রাহ্মেরা,

তোমরা বড় ধনী, আমাদিগকে খাওয়াও; তোমরা নববিধান পেয়েছ, কত ধন রত্ন পেয়েছ, অনেক হরিনাম সাধন করেছ, আমাদের ধন রত্ন দাও।" অনাথ আমরা, আমাদিগকে খাওয়াও। পর্ব্বত থেকে কি নিয়ে এলে আমাদিগকে দাও। ঈশার বাড়ী থেকে, মুসার কাছ থেকে, সক্রেটিস্ ও গৌতমের নিকট হইতে কি এনেছ দাও।" হে পরমেশ্বর, তুমিই কি এ রকম করে কাঙ্গালীদের দিয়ে রাস্তা সাজিয়েছ, এ কাল লোকটাকে জব্দ করিবে বলিয়া? আমাদের মনে খুব উৎসাহ হবে বলিয়া বুঝি এ রকম করিয়াছ? মন, উঠ, কুবেরের বাড়ী চল, আমাদের এত কাঙ্গালী বিদায় করিতে হইবে। কি করিব, অনেক ধন রত্ন আনিতে হইবে। দেখ মা, আমরা যদি এখন সংসারী পাপী হয়ে বসে থাকি, তা হলে আমরাও গেলাম, এই কাঙ্গালীরাও গেল। মা, তুমি যে এই কয়টা লোককে সাধক শ্রেণীভুক্ত করেছ, এরা কি করে? কাঙ্গালদের কি দেবে? তুমি বলিতেছ, "তোদের কুড়ি বৎসর খাওয়ালাম, তোদের কাঙ্গালীদের অনেক দিতে হবে। তোদের ঈশার মত পবিত্র চরিত্র হতে হবে, তোরা এখন রাগ করিতে পারবি না, লোভ করিতে পারবি না, তোদের লক্ষ বার ক্ষমা করিতে হইবে, তোরা যা, কাঙ্গালীদিগকে এই সব দেখাগে; পুণ্যবস্ত্র, শুদ্ধ চরিত্র, মিষ্ট উপাসনা, গভীর যোগ এ সব ওদের দেখাতে যা। এত দূর এলি, এখন যোগী ঋষিদের নিকট হইতে যা পেয়েছিস্ নিয়ে যা।" দয়াময়, আজ আমাদের বড় দায়িত্ব। তুমি দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কুবেরের বাড়ী থেকে অনেক ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়া আপনারা ধনী হইয়া ঐ কাঙ্গালদের খাওয়াতে পারি।

দীননাথ, তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া এই নিবেদন করি, তুমি আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তগণ কবে মিষ্ট হইবেন ?

শুক্রবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ২৮শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, হরিনাম মিষ্ট নাম, সাধুনামকেও তুমি কৃপা করিয়া মিষ্ট কর। সর্ব্বাগ্রে তুমি স্তবনীয়, পূজনীয়। তোমাকে পূজা নমস্কার সর্ব্বাগ্রে করিব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার নিকট সর্ব্বাগ্রে পাপীর মস্তক নত হইবে, কেবল নত হইবে না, কিন্তু আমাদের আত্মার পক্ষে মিষ্ট আস্বাদন তুমি হইবে, যার আস্বাদনে আর সব তিক্ত বোধ হইবে। যখন তোমার কাছে বসিব মনে হইবে যেন সুধাপান করিতেছি, চক্ষু তোমার রূপরস পান করিবে, কর্ণ তোমার বাণীরস পান করিবে, হৃদয় তোমার সহবাসে অমৃত সাগরমধ্যে ডুবিবে; আত্মার মুখ নাই কিন্তু ঠিক বুঝিব আত্মা তোমার রূপরস পান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, তাহা হইলেই, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, নতুবা প্রিয় হইতে পারিলে না। তুমি যদি প্রেমের বস্তু, আনন্দময় হরি হইলে, তবে জগজ্জনের কর্ত্তব্য তোমাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে। ঠিক যেমন মিষ্ট সমীরণ আসিতেছে, সুন্দর নদী সম্মুখে, সুমিষ্ট স্বরে পাখী গান করিতেছে, এ সব ভাবুকের নিকট প্রিয়, সেইরূপ তুমি হবে। এ যদি না হইলে তবে তুমি প্রিয় হইলে না। আমরা পূজা করিলাম, তোমাকে ডাকিলাম, কিন্তু একটী বাকি রহিল,

তোমাকে মিষ্ট ভেবে সুখী হইলাম না। তোমার পূজা করিলাম কিন্তু সংসারে গিয়া দেখি তোমার চেয়ে অনেক মিষ্ট সামগ্রী আছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার, টাকা কড়ি সব বেশ মিষ্ট, কিন্তু হরি আমার মিষ্ট হইলেন না। আমার হরির রূপ দূর থেকে দেখে কৈ মোহিত হইলাম? হরির কাছ থেকে সংবাদ এয়েচে শুনে কৈ প্রাণ গলে গেল? হরির নিকট হইতে সাধুরা এয়েচেন, তাঁদের দেখে কৈ প্রাণ মিষ্ট রসে অভিষিক্ত হইল? সে ব্রাহ্ম মূর্খ, যে কেবল উপাসনা করে, কঠোর বৈরাগ্য করে, কিন্তু হরিকে নিয়ে তার প্রাণ সুখী হইল না। তবে কি তুমি আকাশের ন্যায় শূন্য পদার্থ, না পাথর? হরিনাম মিষ্ট জিনিস। কিন্তু তুমি মিষ্ট কৈ হইলে? সুধা কৈ হইলে? যত মিষ্ট সমুদয় ঘনীভূত হরির নামেতে, যে দিন ইহা বুঝিব সে দিন যথার্থ তোমায় পাইব। আর এটা যখন বুঝিব তখন তার সঙ্গে আরও একটা ভাব আসিবে। ঈশা আসিবেন, মুসা আসিবেন, যোগী ভক্ত সকলে আসিবেন। প্রথমে ছিল ঈশ্বর সাধন, তার পর হ'ল হরিনাম সাধন; তেমনি এখন আছে সাধু সাধন, ইহার পরে হবে সাধুনাম সাধন। একটী একটী সাধু, বীণার একটী একটী তারের মত মিষ্ট হবে, চিনির মত মিষ্ট হবে। তোমার ছেলেদের নাম পিতার নামের জন্য প্রিয় হবে। কিন্তু হরি, আমরা যখন তোমাকেই মিষ্ট বলি না, তখন তোমার সাধুদের নাম আমাদের নিকট কিরূপে মিষ্ট হবে? আমাদের নিকট সাধু আর সুধা, সুধা আর সাধু এক কেন হইল না? আমার প্রাণ তৃষিত মৃগের ন্যায় কেবল স্বর্গের সুধা ও মিষ্ট রস পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতেছে। হরি, আমার নিকট স্ত্রী পুত্র, পরিবার, সংসারের বন্ধু এ সব মিষ্ট হইল, কেবল হরি, তুমি আর তোমার

সাধুরা মিষ্ট হইতে বাকি রহিলে? আমরা তোমার ও তোমার ভক্তগণের সমাদর করি বটে, খাতির করি বটে, কিন্তু যখন তুমি অসীম সুধার্ণব হইবে ও তাঁহারা ছোট ছোট সুধার সরোবর হইবেন তখনই স্বর্গ পাইব। জীবন এমনি মত্ত হইবে যে নামেতে সুধা পাইব। যত যোগী ঋষি ও ভক্তগণ আমাদের প্রিয় হইবেন। আমার মধু তুমি হও হরি! তোমার পাদপদ্ম আমার নিকট মধুর ভাণ্ডার হউক আর তোমার সাধুগণ মধুর বিন্দু হউন। আমরা সুধামাখা হরিনাম করি আর তোমার ভক্তদের নামও বলি, আর মত্ত হই। অনেক মধু আছে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। দেব, আমরা যেন কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই, কিন্তু হরিনাম এবং সমুদয় সাধুগণের নামকে মধুর ন্যায় করিয়া পরিতৃপ্ত হই। হরি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যাসে মায়ার দাস, অভ্যাসে হরিদাস।

শনিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ২৯শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, হে কৃপাময়, অভ্যাস মানুষের শত্রু, আবার অভ্যাসই মানুষের মিত্র হয়। মনে করি যে—ঈশ্বর কোথায়, কেমন করে যোগী হইব। "কেমনে হইব যোগী আমি হে পাপে মলিন" ভাবিবার কথা অনেক আছে। কলিকাতা সহরে বাস, ধন সম্পদের মধ্যে থাকি, বড় লোকের সঙ্গে আলাপ রাখি, অনেক ভিড়ের ভিতর বাস। হে জগদীশ্বর, ইহাদের সঙ্গে অনেক দিনের পাপ, অন্ধকার,

চিত্তবিকার, ইহার ভিতর যোগী হইব কিরূপে? যদি ভাবি, বিষয় ভাবি; যদি দেখি, বিষয় দেখি; সে অবস্থায় হে হরি, ঐ গান করি "কেমনে হব যোগী জানি হে পাপে মলিন।" বিষয়ী মানুষ, বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক, কেবল জড় জড় করে, তোমার সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগ কিরূপে হইবে? যে জড়ের উপাসনা করিতে পারে, পৃথিবী ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, সে একেবারে সমাধিযোগে কিরূপে মগ্ন হইবে? অভ্যাস আমাদিগকে সংসারের দাস করিয়াছে। চক্ষু আর কর্ণকে বিষয়ের কারাগারে বন্দী করিয়াছে কে? অভ্যাস। আর যদি ইহার বিপরীত দিকে অভ্যাসকে লইয়া যাই, বার বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগে মগ্ন হইব, অন্য শব্দ না শুনিয়া চিত্তাকাশে দৈববাণী শুনিব। যদি বার বার এই ভাবি, অভ্যাসবলে যোগী হইব। কেন হইব না? অভ্যাসে পাপী হইলাম, অভ্যাসে যোগী হইব। অভ্যাসে জড়দাস হইলাম, অভ্যাসে হরিদাস হইব। অভ্যাসে মায়ার দাস হইয়াছি, এবার অভ্যাসে সত্যের দাস হইব। দাও হরি, নৌকার পাল ফিরাইয়া দাও। অভ্যাসকে বিপরীত দিকে লইয়া যাও। আমরা কেবল সংসার ভাবি, তাতে কি আর যোগী হওয়া যায়? আর যদি কেবল তোমাকে ভাবি, তা হলে কি আর সংসারী হতে পারি? হে হরি, ঘোরতর ব্রহ্মের ঘনজ্যোতির মধ্যে যেন পড়ি। একটু যোগের নেশা হয়েছে যেন বুঝিতে পারি, জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান পাইতেছি, ভক্তি দিয়ে প্রেম পাইতেছি ইহা যেন বুঝি। জ্ঞান দিয়া মনের মন, জ্ঞানের জ্ঞানকে টানিয়া আনিব, যোগী সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়াতীত হইব। জগদীশ্বর, তুমি যদি কৃপা করিয়া যোগী কর, তবেই হইতে পারি। যত শিখিয়াছি লেখা পড়া বিজ্ঞান, সব এ দিকে চালাব। সুশিক্ষা সহকারে

আমি যোগের মধ্যে যাইব। কুসংস্কারের যোগ চাই না, কল্পনা নিয়ে খেলা করিব না, সত্য সত্য পরমেশ্বর তোমাকে অবধারণ করিব। একেবারে ডুবিতে চাই। জলে জল মিশিয়াছে এটা যেন বুঝিতে পারি। একেবারে ডুবে যাব। এমন করিয়া সাধন করিতে চাই যে শেষে অভ্যাসবলে আর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চাহিব না। হরির দেশে গিয়া তাঁর বুকের ভিতর প্রবেশ করিব, আর বাহিরে আসিব না। দয়াসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যে তোমার ভিতর গিয়া চিরদিনের মত ডুবিয়া থাকিব আর বাহিরে আসিব না, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন করে আঁক।

শনিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ২৯শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার হাত অত্যন্ত সুন্দর এবং সুনিপুণ। কত লোক পৃথিবীতে ছবি আঁকিয়াছে এবং আঁকিবে তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর তোমাকে বলি। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে তুমি একজন ছবিওয়ালা লোক। ঢের ছবি আঁকিয়াছ, ঢের ছবি আঁকিবে, সে সকল ছবির শোভা ভক্তজন মনোলোভা। আবার যিনি আঁকেন তিনি সমুদয় সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত আধার। মনে যদি ভাব না থাকে, তুলিতে কেহ আঁকিতে পারে না। ভাবের ভাবুক তুমি, যখনই তুলি ধর আপনি ভাবের তরঙ্গ উঠে। এক চন্দ্রে কত লাবণ্যের প্রকাশ করিয়াছ, একটী একটী ফুলে কত শোভা করিয়াছ,

সমুদ্রের তরঙ্গের উপর সূর্য্যের কিরণ ঢেলে দিয়ে কি সৌন্দর্য্য দেখাও, পাহাড়ের মাথার উপর গাছগুলি দিয়ে কি শোভা প্রকাশ করিলে, আকাশের উপর অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে কত শোভা করিলে, পাখীর শরীরে কত রঙ্ ফলালে, এ সব তুমি না করিলে চিত্রকর বলে কেউ তোমাকে মানিত না, ভালবাসিত না। ভাবের ভাবুক তুমি, তোমার ভাবরস তুলি দিয়ে নির্গত হয়। সবই তোমার ভাবের খেলা, ঐ হাত দিয়ে যা করিতেছ সবই ছবি। যারা ছবি আঁকে, আঁকিবে বলিয়া আঁকে, কত চেষ্টা করে, কত পরিশ্রম করে; কিন্তু হরি আমার যা আঁকিতেছ সবই ছবি। আকাশ, জীব, জন্তু, গাছ, সব ছবি; তার পর সব ছবি দেখে মানুষের ছবি দেখ্‌তে যাই, একেবারে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মুখ যেমন তাতে আবার তেমনি ভাব দিলে। কেমন যোগীর ছবি ঐখানি, কেমন তেজস্বী ঐখানি, কেমন ভক্ত প্রেমিকের ছবি ঐখানি। আবার যাঁদের ছবিতে বৈকুণ্ঠধাম সাজান রয়েছে, ঐ সব ছবিতে যত সুখের রঙ্, সুধারঙ্, পুণ্যের রঙ্ সব কেমন ফলিয়াছে। এক একখানি আত্মা কত সুন্দর। এ সব ছবি যে দেখেছে সে কি কথায় বলিতে পারে? তোমার মূর্ত্তি তোমার সৌন্দর্য্য এই ছবিগুলিতে ঢেলেছ। যিনি জড়েতে, জীবেতে, মানুষেতে, দেবতাতে এত সুন্দর ছবি করিলেন, না জানি তিনি কত সুন্দর! চিত্রকর পরমেশ্বর, ভাবের ভাবুক মহাদেব, তোমাকে কেন ভাবি না? তুমি আমার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আমার ভ্রাতার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আর ঐ বড় বড় মহাত্মাদের ছবি অত সুন্দর কেন কর? তুমি যা কর তাই সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যময় হাতে যা আঁক তাই সুন্দর। রোজই আঁকিছ একটাও খারাপ হইল না। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে

শিল্প প্রদর্শন হয়, যারা ভাল ভাল ছবি আঁকে পারিতোষিক পায়, হরি, তোমাকে কেউ পারিতোষিক দেয় না। কে বোঝে তোমার ছবি, কে তোমার মহিমা বাড়াতে পারে? একখানা ঈশার এক ক্ষমার মূল্য কে দিতে পারে? তোমার সুনীল আকাশের চন্দ্রের দাম কে দিতে পারে? ও রঙ্ ফলালে কে? লোকে বলে মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা তো নয়, তুমি বিরলে বসে একখানি ছবি আঁকিলে, আঁকিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলে, আর ঈশার জন্ম হইল। গোপনে বসিয়া শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি আঁকিলে আঁকিয়া ফেলিয়া দিলে, ছবিখানা বাতাসে উড়াইয়া নবদ্বীপে ফেলিল। লোকে বলিল, মাহাত্মা জন্মিলেন। তুমি কেবলই ছবি আঁকিতেছ, রোজ সকালে বাগানে বাগানে, পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া ফুল, ফল, গাছে, সমুদয় রঙ্ ফলাইয়া বেড়াও। তোমার ঈশা, মুসা, চৈতন্য, সক্রেটিস্, গৌতম ইঁহাদের মুখে প্রেম পুণ্যের দুধে আল্‌তা রঙ্ তুমি দাও না? এ সব ছবি তুমিই কর, ওহে কবি! তোমার হাতের ছবি অতি সুন্দর হয়। যদি প্রাণ ভাবুক হয়, তোমার বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনেক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। হে প্রাণেশ্বর, আঁক আঁক, আরও ছবি আঁক। একটী কথা রাখিবে কি? আমাকে আর আমার বন্ধুদিগকে আঁক, নূতন করে আঁক। যোগের, ভক্তির, পুণ্যের রঙ্ দিয়ে আঁক। যেন সকলেই দেখিলে বলিতে পারে যে, এ শতাব্দীতেও পরমেশ্বর নূতন নূতন সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন, জননি, দয়া করিয়া তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আকাশের মত কর।

রবিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৩০শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়ার সাগর, সর্ব্বাধিপতি পরাৎপর মহাদেব, গম্ভীর এই সকল পর্ব্বত, আরও গম্ভীর প্রকাণ্ড আকাশ, আরও গম্ভীর তুমি মহাদেব। ছোটকে বড় কর, ক্ষুদ্রকে মহৎ কর, চিরকাল করেছ। হে পিতা, এবারও কর। পৃথিবীর কতকগুলি ছোট কীট আস্তে আস্তে পর্ব্বতের উপর এসেছে। ছোট ভাব এখানে নাই, নীচ হওয়া, হীন হওয়া এখানে নাই। এ মহত্ত্বের স্থান। বড় বড় অভিপ্রায়, প্রশস্ত আশা, সুদীর্ঘ রুচি কামনা, এই সকল এখানে থাকিতে পারে। নীচতা ক্ষুদ্রতা সেখানে যেখানে আমরা ছিলাম। উচ্চতা ও মহত্ত্ব এখানে। হে দেবদেব, তোমার সিংহাসনের এক দিকে মহত্ত্ব, আর এক দিকে পরাক্রম, সম্মুখে অনন্ততা, পশ্চাতে অনন্ততা। তোমার মাথার উপর লেখা অনাদি অনন্ত। আমরা চিরকাল ছোট ছোট বিষয় লইয়া আছি, মনে কেবল ক্ষুদ্র চিন্তা ; আমি যে সংসারের কীট এখানে আসিয়াছি। আমি কি জানি না যে আমি ভূমা পরমেশ্বরের দাস হইয়াছি, মহতের, অনন্তের আশ্রয় লইয়াছি, আমাকে কি ক্ষুদ্র সময় অধিকার করিবে? আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে সুখ হইল কি দুঃখ হইল তাই ভাবিব? অনন্তের রক্ত আমার বুকের ভিতর, আমি ভাবিব অনন্তের রাজ্য কবে বিস্তৃত হইবে? মহাদেবের ধ্যানে সকলে কবে মগ্ন হইবে? কীটের মত ভাবনা এখনও কি আমার থাকিবে? কেবল এর মন্দ করিব, ওর মন্দ করিব, কি খাব, কি পরিব, এ সব নীচ ভাবনা চলে যাক্। মহাদেবের পদতলে মন বসুক। হৃদয় খুব

প্রশস্ত হউক। মস্তক উন্নত হউক। ধর্ম্মরাজ্য আসিল কি না, পৃথিবীর গতি হইল কি না এ সব ভাবিব। নতুবা আমার কাপড়খানি ভাল হইল কি না, আমার একটু অপবিত্র সুখ হইল কি না, এ সব কি হরির তনয়ের ভাবনা? হিমালয় আমাদিগকে বলিতেছে "নীচগণ, তোদের মন বড় হউক, নতুবা মহাদেবের কাছে যাইতে দিব না। যদি পার্থিব বিষয় চিন্তা করিতে হয় নীচে যাও।" হে পরমেশ্বর, তোমাকে উপনিষদ আকাশ নাম দিয়াছে। ঠিক বৃহৎ আকাশ, হাত নাই, পা নাই শরীর নাই, এজন্য তোমাকে আকাশ বলে। হে আকাশ, আমাদিগকে আকাশের মত কর, ডোবাকে সমুদ্র কর; মহৎ, আমাদিগকে মহৎ কর, একটী ছোট বাটিতে একটুখানি জল আছে তাকে নদীর ন্যায় কর, তাহা হইলে সমুদ্রের দিকে যাইবই যাইব। হিমালয় এই করে যে মানুষের যোগ ভক্তির নদী নামাইয়া দেয়; শত সহস্র বৎসর চলুক সমুদ্র খুঁজিয়া লইবেই। মিশেছে গঙ্গা সাগরে, পড়েছে নদী সমুদ্রে—এই হইল যোগ। হিমালয়ে মন যোগী হয়ে, শেষে নদী হয়ে চলে চলে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। আর নীচ চিন্তা ভাল লাগে না, মহৎ হইব, ফকীর হইব, তোমার সেবা করিব, চক্ষের জলে চরণ ধৌত করিব। তোমার কাছে চিরবন্দী হইব। হে আকাশ, সন্তানকে গ্রাস কর, আমাদের বাস নিম্নভূমি নয়। আকাশের সৃষ্টি যোগী ঋষির জন্য। আকাশে যোগী যোগ, এবং ভক্ত ভক্তি সাধন করিতেছেন। হরি, মনকে আকাশের মত করে তোমার ভিতরে যাইব। যে বিশ্বাসী হয় তোমাকে আকাশ মনে করিয়াও বস্তু বোধ করে, আর যে অল্প বিশ্বাসী হয় সে আকাশ মনে করে ভাবে শূন্য। আকাশে ব্যাপ্ত মহাদেব তাই দেখিব। মন, সংসারের লোভ মোহ, চিত্তবিকার

চিরকাল কি ভাল লাগিবে? সব ফেলে দাও, আকাশে উঠ। জীবন আকাশের ভিতর আকাশ হইয়া গেল, শরীর মন চক্ষু সব পবিত্র সূক্ষ্ম হয়ে গেল। পরস্পরকে দেখিব স্বচ্ছ কাচের মত হইয়া গিয়াছি, আকাশের মত হইয়া গিয়াছি, পাপের মোটা শরীর আর নাই। জ্ঞানের ভিতর জ্ঞান, আনন্দের ভিতর আনন্দ, সত্যের ভিতর সত্য, পুণ্যের ভিতর পুণ্য হইয়া গিয়াছে। ঐ বড় শক্ত সাধন। জগদীশ্বর, আমি বড় নীচ, সংসারের সহস্র শৃঙ্খলে বদ্ধ, মায়ার রজ্জুতে বদ্ধ, আমি কি এ সাধন করিতে পারিব? কিন্তু মহাদেব, তবু তুমি ডাকিতেছ, বলিতেছ, ওঠ্ এবার শূন্যে নিরবলম্ব হয়ে বসিতে হইবে, আমার হাত ধর্ এই আকাশে বোস্। তখন স্থির হয়ে বসে গম্ভীর জমাট্ দেখিলাম, পূর্ণানন্দ, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। হে আকাশ স্বরূপ, আশীর্ব্বাদ কর তোমার ভিতর বসি; বিজ্ঞান এই শিক্ষা দিয়াছে যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সকলকে আকাশ ধরিয়া রহিয়াছে। যে হরির হস্ত জড়রাশিকে ধরিয়া আছে সেই হরি আমাদিগকে ধরিয়া আকাশে রাখিলেন—কি শোভা! আমাদের আত্মাকে তুলিবে, কোথায় চলে যাব, সপ্ত লোকের অতীত হয়ে চলে যাব। হে হরি, তোমার এই সন্তানগুলির হৃদয় যেন দিন দিন উচ্চতর হয় এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তিনখানি সুর এক।

সোমবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ৩১শে মে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে জ্যোতির্ম্ময়, হে দয়াময়, সাধকের পুস্তক না হইলে চলে না। ধর্ম্মগ্রন্থ বিনা বিশ্বাসীর কিরূপে চলিবে? কি পড়িবে কি ভাবিবে যাই মানুষ জিজ্ঞাসা করে, অমনি তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একখানি পুস্তক করিয়া তাহার সম্মুখে ধর। হে জগদীশ্বর, বই আছে, প্রকৃতি পুস্তক সাধকের খুব পাঠ করা উচিত। যে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ রাখে সে আপনাকে বিকৃতিতে ফেলে, সুতরাং প্রকৃতির প্রাণ যে তুমি তোমাকে জানিতে পারে না; যার প্রাণের সুর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে না ব্রহ্মের সঙ্গেও তার মিলে না। বীর রস, করুণা রস যাহা কিছু আছে তোমার প্রকৃতি তাহার পরিচয় দেয়। প্রকৃতি পুস্তকের এক অংশে তোমার গৌরব, এক অংশে দয়া এবং এক অংশে সৌন্দর্য্য লেখা আছে। সেই পুস্তক যোগীরা পড়িতেছেন, পড়িতে পড়িতে ভাবে মত্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। প্রকৃতি, তুমি আর যোগী তিন জনে মিলে গেলে। আহা, ঈশ্বর, যোগীর মনোবাঞ্ছা যুগে যুগে পূর্ণ করিলে, কাঙ্গালের মনোবাঞ্ছা কবে পূর্ণ করিবে? প্রকাণ্ড ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে, কবে পড়িব? যোগী যখন প্রকৃতির কাছে যান, প্রকৃতি বলেন, "যোগী, আগে আমার সঙ্গে সুর মেলাও তা না হলে ব্রহ্মকে পাইবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, বাগান, পশু, পক্ষী, এ সমুদয় লইয়া আমি বসিয়া আছি, একখানি সুর মিলাইয়া বসিয়া আছি, তুমি আমার নিকট বসিয়া এই সুরে লয় হইয়া যাও, তবে ব্রহ্ম-দর্শন পাইবে। এ মধ্যবর্ত্তী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের নিকট যাইতে

পাইবে না।" আদি মহাপুরুষ বসিয়া আছ, মধ্যে এই সৃষ্টি, ইহাকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট কেহ যাইতে পারে না। কুবাসনা এসে আমার একটা তার ছিঁড়িয়া দিল, রাগ এসে একটা তার টানিয়া দিল, লোভ একটা তার আল্‌গা করিল, তাই বাজাতে গেলাম, প্রকৃতি নারদের বীণার সঙ্গে মিলিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। এই যে মধ্যবর্ত্তী প্রকৃতি ইহার সহিত মিল না করিলে, মহেশ্বর, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। আমার মন, প্রকৃতি আর তুমি তিনখানি সুর এক করিয়া দাও। আমার জ্ঞান প্রেম প্রকৃতির জ্ঞান প্রেম, এবং তোমার জ্ঞান প্রেম মিলিয়া যাইবে। তুমি প্রকৃতিতে বোস, প্রকৃতিতে তোমার প্রকাশ দেখি। অপ্রকাশ ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ প্রকৃতি আর আমার মন, তিনে এক হবে। মেঘে তোমার মহিমার ধ্বনি করিতেছে, আর আমার মন সংসার সংসার করিতেছে, ভাঙ্গা শব্দ হইতেছে। যে প্রকৃতির সঙ্গে সুর না মেলায় সে বিকৃত হয়ে যায়। টাকা কড়ির দৌরাত্ম্যে গোলমালে আমি রাগ করিতেছি, আর প্রকৃতি শান্ত এজন্য মানুষ পারে না, এখন বুঝিতে পারিতেছি যোগীরা কেন যোগ-পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন। প্রকাণ্ড আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, সুশীতল বায়ু, এ সমুদয় যোগীর মনকে প্রকৃতির ভিতরে লইয়া যায়, তিনি ডুবিয়া যান। এজন্য বুঝি যোগীরা ঊষা, নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির মহিমা গান করিতেন। এখনকার লোকে এ সুরে শিক্ষা পায় না, সভ্যতার সঙ্গে সুর মিলাইতে যায়, প্রকৃতি রাগ করে ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। হে পিতা, ক্ষমতা দাও তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করি, বিকৃতিতে মানুষ তোমাকে পায় না। হে পিতা, দয়া কর প্রকৃতির বিরোধী হইতে দিও না, প্রকৃতিকে বন্ধু করিতে দাও,

চক্ষু মুদিয়া প্রকৃতিকে দেখি, দেখিতে দেখিতে মন উদাসীন হবে, ভাবের উপর ভাব আসিয়া শেষে ব্রহ্মসমুদ্রে লয় হইয়া যাইব। হে প্রকৃতির নাথ, তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করিয়া, তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যেন তোমার ঘরে গিয়ে কৃতার্থ হইতে পারি, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদর্শ যোগী পরিবার। *

বৃহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৩রা জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, হে দীননাথ, যোগের এই সুন্দর ছবি যেন সত্য হয়। মনুষ্যের পৃথিবীতে আসা যে জন্য তাহা যেন বিফল না হয়। জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সকল কাজে পরিণত কর যেন কল্পনাতে তাহা থাকিয়া না যায়। হে ঈশ্বর, নর নারী যখন সপরিবারে মিলিত হইয়া পর্ব্বতোপরি তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিবে, মন প্রাণ তোমাকে

---

* দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম ভাগে এই প্রার্থনা আছে। তাহাতে তারিখ কেবল ৩রা জুন লিখিত, খৃষ্টাব্দের উল্লেখ নাই। তাহার পরপৃষ্ঠায় "বিষয় বুদ্ধির ঈশ্বর" শীর্ষক প্রার্থনা আছে, তাহাতে তারিখ ৫ই জুন, খৃষ্টাব্দ নাই। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রার্থনা আবার দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃতরূপে আছে। তাহাতে আছে "ঈশ্বর জ্ঞানবান বুদ্ধিমান," তারিখ ২১শে জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দা ১৮০২। সুতরাং "বিষয় বুদ্ধির ঈশ্বর" এবং "ঈশ্বর জ্ঞানবান বুদ্ধিমান" এই দুই প্রার্থনা এক। এই প্রার্থনার তারিখ ৫ই জুন হইলে ২১শে জ্যৈষ্ঠ হইবে না, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হইবে। ২১শে জ্যৈষ্ঠ অপেক্ষা ৫ই জুনই বেশী বিশ্বাস-

সঁপিয়া দিবে, তখনই এখানে আসা সার্থক হইবে। নিম্নভূমিতে তোমার দাস দাসী হইয়া তাহারা তোমার কার্য্য করিবে, তোমার সেবা করিবে, আর উচ্চভূমিতে যোগে মগ্ন হইয়া তোমার ভিতর প্রবেশ করিবে, ইহা যখন হইবে তখনই জীবন সফল হইবে। আদর্শ পরিবার কল্পনা করিলাম এই জন্য যে, ঐ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারিব। মন প্রাণ জয় করিয়া সপরিবারে সবান্ধবে এই পর্ব্বতে অধিবাস করিব ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কি হইতে পারে? একটী সুখের পরিবার হইবে, দশটী সুখের পরিবার হইবে, এ সমুদয় কল্পনা মনের ভিতর সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে। কবে ছবি সত্য হইবে, কল্পনা জীবন ভূমিতে স্থান পাইবে, ছবির ভিতর প্রাণ প্রবেশ করিবে? প্রথমে মনোমধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কল্পনা করিলাম, দেখিলাম বৈকুণ্ঠধামে নর নারী ভক্তি এবং যোগে পূর্ণ হইয়া ঋষি যোগীদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি মধ্যে ব্রহ্মনাম গান

যোগ্য অতএব ৫ই জুন, ১৮৮০ হইবে। ৩রা জুন তারিখের "যোগী পরিবার" শীর্ষক প্রার্থনাও সেই সময়ের, কারণ, ৫ই জুনের প্রার্থনার পূর্ব্ব-পৃষ্ঠাতে আছে, এবং উহাতে পর্ব্বত কৈলাস প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ও তাহার ভাবের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় উহা হিমালয়ের প্রার্থনা। এই প্রার্থনা আবার সেবকের নিবেদন প্রথম সংস্করণ, ৪০৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতরূপে আছে। তাহার শীর্ষ দেশে "হিমালয়শিখরে আচার্য্যের প্রার্থনা" লেখা আছে। সুতরাং এই প্রার্থনাও যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আচার্য্যদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নৈনীতালে ছিলেন। ১৮৮২, জুন মাসে দার্জ্জিলিং এবং ১৮৮৩ জুন মাসে সিমলায় ছিলেন। সেবকের নিবেদন হইতে ইহা গৃহীত হইল। সঃ—

চক্ষু মুদিয়া প্রকৃতিকে দেখি, দেখিতে দেখিতে মন উদাসীন হবে, ভাবের উপর ভাব আসিয়া শেষে ব্রহ্মসমুদ্রে লয় হইয়া যাইব। হে প্রকৃতির নাথ, তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করিয়া, তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যেন তোমার ঘরে গিয়ে কৃতার্থ হইতে পারি, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদর্শ যোগী পরিবার। *

বৃহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৩রা জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, হে দীননাথ, যোগের এই সুন্দর ছবি যেন সত্য হয়। মনুষ্যের পৃথিবীতে আসা যে জন্য তাহা যেন বিফল না হয়। জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সকল কাজে পরিণত কর যেন কল্পনাতে তাহা থাকিয়া না যায়। হে ঈশ্বর, নর নারী যখন সপরিবারে মিলিত হইয়া পর্ব্বতোপরি তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিবে, মন প্রাণ তোমাকে ও

* দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম ভাগে এই প্রার্থনা আছে। তাহাতে তারিখ কেবল ৩রা জুন লিখিত, খৃষ্টাব্দের উল্লেখ নাই। তাহার পরপৃষ্ঠায় "বিষয় বুদ্ধির ঈশ্বর" শীর্ষক প্রার্থনা আছে, তাহাতে তারিখ ৫ই জুন, খৃষ্টাব্দ নাই। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রার্থনা আবার দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃতরূপে আছে। তাহাতে আছে "ঈশ্বর জ্ঞানবান বুদ্ধিমান," তারিখ ২১শে জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দা ১৮০২। সুতরাং "বিষয় বুদ্ধির ঈশ্বর" এবং "ঈশ্বর জ্ঞানবান বুদ্ধিমান" এই দুই প্রার্থনা এক। এই প্রার্থনার তারিখ ৫ই জুন হইলে ২১শে জ্যৈষ্ঠ হইবে না, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হইবে। ২১শে জ্যৈষ্ঠ অপেক্ষা ৫ই জুনই বেশী বিশ্বাস-

সঁপিয়া দিবে, তখনই এখানে আসা সার্থক হইবে। নিম্নভূমিতে তোমার দাস দাসী হইয়া তাহারা তোমার কার্য্য করিবে, তোমার সেবা করিবে, আর উচ্চভূমিতে যোগে মগ্ন হইয়া তোমার ভিতর প্রবেশ করিবে, ইহা যখন হইবে তখনই জীবন সফল হইবে। আদর্শ পরিবার কল্পনা করিলাম এই জন্য যে, ঐ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারিব। মন প্রাণ জয় করিয়া সপরিবারে সবান্ধবে এই পর্ব্বতে অধিবাস করিব. ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কি হইতে পারে? একটী সুখের পরিবার হইবে, দশটী সুখের পরিবার হইবে, এ সমুদয় কল্পনা মনের ভিতর সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে। কবে ছবি সত্য হইবে, কল্পনা জীবন ভূমিতে স্থান পাইবে, ছবির ভিতর প্রাণ প্রবেশ করিবে? প্রথমে মনোমধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কল্পনা করিলাম, দেখিলাম বৈকুণ্ঠধামে নর নারী ভক্তি এবং যোগে পূর্ণ হইয়া ঋষি যোগীদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি মধ্যে ব্রহ্মনাম গান

যোগ্য অতএব ৫ই জুন, ১৮৮০ হইবে। ৩রা জুন তারিখের "যোগী পরিবার" শীর্ষক প্রার্থনাও সেই সময়ের, কারণ, ৫ই জুনের প্রার্থনার পূর্ব্ব-পৃষ্ঠাতে আছে, এবং উহাতে পর্ব্বত কৈলাস প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ও তাহার ভাবের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় উহা হিমালয়ের প্রার্থনা। এই প্রার্থনা আবার সেবকের নিবেদন প্রথম সংস্করণ, ৪০৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতরূপে আছে। তাহার শীর্ষ দেশে "হিমালয়শিখরে আচার্য্যের প্রার্থনা" লেখা আছে। সুতরাং এই প্রার্থনাও যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আচার্য্যদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নৈনীতালে ছিলেন। ১৮৮২, জুন মাসে দার্জ্জিলিং এবং ১৮৮৩ জুন মাসে সিমলায় ছিলেন। সেবকের নিবেদন হইতে ইহা গৃহীত হইল। সঃ—

করিতেছে। নীচ সংসার পরাজয় করিয়া সকলে অতি উচ্চ ভাবে সমাধির অবস্থায় জীবন কাটাইতেছে। দেখিয়া মন নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, ঐ কৈলাসকে জীবনে আনিব; ঐ পবিত্র মনোহর আশ্রম, ঐ প্রেমধাম, ঐ স্বর্গধাম, ঐ ঋষিসভা, ঐ পরলোকরাজ্য জীবনে আনিব। পরমেশ্বর, তুমি সত্য। তবে এ কল্পনাও সত্য। তুমি বলিতেছ এই আদর্শের ন্যায় হও, আমি প্রত্যেকের মানসপটে ছবি আঁকিয়া দিয়াছি; এইরূপে জীবনকে গঠিত কর।' বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া নূতন ধর্ম্মবিধান পূর্ণ কর। মাথার উপর নববিধানের নিশান উড়িতেছে, নীচে ব্রহ্মসাধক মণ্ডলী। আর কেন নিদ্রায় অচেতন থাকিব? আমাদের প্রভু ত মৃতপুতুল নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াই, ভেরী বাজুক, স্বর্গ পৃথিবীতে আসুক, দেবলোক নরলোকে আসুক। হায়! ব্রাহ্ম চিরকাল ছবি দেখিয়া কাটাইল, কত কাল আর কল্পনাশয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিবে? পিতা বল পাহাড়ে আছ ত? এখানে বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া হরিনাম গান করিবার স্থান আছে? তবে বল সত্য সাধন করি। তুমি বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া পর্ব্বতের উপর দাঁড়াও। জাগাও সকলকে, স্বামী স্ত্রী সকলকে জাগাও। বল সকলে মিলিয়া হিমালয়শিখরে বসিয়া ব্রহ্মনাম গান করিয়া নববিধান পূর্ণ করি। হে মহাদেব, তুমি সর্ব্বোচ্চ কৈলাসে বস, আর আমরা সকলে সপরিবারে সবান্ধবে এক একটী ছোট পাহাড়ে বসি! হে বিশ্বেশ্বর তুমি কৃপা করিয়া সকলকে তোমার পদতলে বসাও। বজ্রধ্বনিতে কথা কও। পৃথিবী জাগুক। জয় জীবন্ত দেবতার জয়! আমরা কেবল জড়ের মত ঘুমাইতেছি, জীবন্ত পরমেশ্বর, এ ভাবে থাকিতে দিও না। সকলকে ডাক "যেন জীবন্ত

যোগ সাধন করিয়া আমরা জীবনকে সার্থক করিতে পারি। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতির নাম সামঞ্জস্য।

শুক্রবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ৪ঠা জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ;

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গীয় পিতা মাতা, আমাকে প্রকৃতির অনুগত কর। তোমার প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতি বিরোধ নয়। প্রকৃতি মিলাইয়া দেয়, অমিলন করে না। প্রকৃতির নাম সামঞ্জস্য, বিবাদ নয়। হে প্রেমস্বরূপ, ধার্ম্মিকেরা তোমার অনেক গুণের কথা বলিয়াছেন, এবং প্রশংসা করিয়াছেন; আমি তোমার এই একটী গুণ দেখি যে বিরোধ যেখানে, সেখানে তুমি মিলন। তুমি আপাততঃ বিরুদ্ধ বস্তুর মিলন কর। তুমি শান্তি সংস্থাপক, মিলনের প্রতিষ্ঠা-কারী। পরব্রহ্ম, বাঘ এবং মেষকে তুমিই এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পার। কাল সাদা দুই রং লইয়াই ছবি করিতে পার। তোমাকে মিলনের প্রতিষ্ঠাকারী বলি কেন? প্রকৃতিতে কি কেবল সাদা রং, না সবুজ রং? সমাজে কি কেবল পুরুষ? প্রকৃতিতে কি কেবল নারী? যাঁর রাজ্যে সমুদ্র, তাঁর রাজ্যেই দাবানল; যাঁর রাজ্যে পর্ব্বত, তাঁর রাজ্যেই নদী। যাঁর রাজ্যে পুরুষ, তাঁর রাজ্যেই স্ত্রী। তোমার রাজ্যে প্রকৃতিই শান্তির ব্যাপার। আমরা যদি সংসার কি মন প্রস্তুত করি, হয় ত সব গোলমাল করি। হয় ত কেবল জ্ঞান, না হয় ত কেবল প্রেম করি। হয় ত গরম, না হয় ত ঠাণ্ডা করিব।

প্রকৃতি বলিতেছে, "খালি প্রেম, খালি জ্ঞান? পুরুষ কেবল পুরুষেরই মত? মেয়ে কেবল মেয়েরই মত? আমার স্বামী যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, রাজাধিরাজ, তিনি কি করেন, তাঁর রাজ্যে সকল বস্তু আছে, কিন্তু ঐ দেখ, বাঘ আর মেষ এক ঘাটে জল পান করিতেছে। তাঁর রাজ্য মিলনের রাজ্য।" দেখিতে পাই মুসলমান, হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম, মেয়ে পুরুষ, বালকের ভাব সব এক দিকেই চলে। জননি, আমি প্রার্থনা করিতেছি প্রকৃতি চাই, বিকৃতি চাই না; মিলন চাই, সন্ধি চাই। আমি চাই, যে কয়জন লোক নববিধানের আশ্রয়ে আছেন, তাঁরা যোগী প্রেমিক পুরুষ নারী বালক সব হইবেন। সূর্য্য, চন্দ্র, পাখী, জলের মাছ, বজ্রধ্বনি, সুমিষ্টকণ্ঠ পাখীর গান, সমুদ্র আস্ফালনের তর্জ্জন গর্জ্জন, ছোট ছোট পাতার মৃদু শব্দ, এ কিছুরই সঙ্গে বিরোধ থাকিবে না। বৃদ্ধ প্রাচীন যোগী, এবং ঘোর সংসারের ভিতর থাকিয়া যে কাজ করিতেছে, পরিবারের সেবা করিতেছে, দুইজনের সঙ্গেই বন্ধুতা থাকিবে। লক্ষ লক্ষ পুস্তক পাঠ করিতেছে, প্রত্যহ বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধন করিতেছে, তাহার সঙ্গেও বিরোধ হইবে না, আবার যে সব বই ছেড়ে দিয়ে কেবলই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকে, তদ্গত হইয়া থাকে তাঁহার সঙ্গেও বন্ধুতা রাখিতে হইবে। এ সমুদয়ই প্রকৃতির মধ্যে জানিয়া কাহারও সঙ্গে বিরোধ রাখিব না। কিন্তু সকলকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব। জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী যোগী চারিজনই আমার ভাই। আমার সঙ্গে কাহারও বিবাদ থাকিবে না। পাহাড়ের উপর যোগী, আর সংসারের সওদাগর দুইই আমার বন্ধু। গ্রীসের পুরাতন পণ্ডিত আর আজ যিনি বিজ্ঞানবিদ্ জন্মাইলেন, এ দুই আমার বন্ধু। আমি প্রবল ঝড়কেও

ভাই বলিব, আর শান্ত স্থির সময়কেও বন্ধু বলিব। কেন না প্রিয় পরমেশ্বর, আমি ত তোমারই। আমি যদি তোমার হইলাম, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতির ভিতর আমার শত্রু কেহ নহে। সব আমার পিতার হস্তের কাজ। আমি এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর গিয়া পড়িয়াছি। ভূলোক, দ্যুলোক, শক্তি, কোমলতা, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, প্রেম, সব আমার বুকের ভিতর। ইহা যদি না হইল, তবে আমি নববিধানের ভিতর নহি। তুমি সেনাপতি, আমরা তোমার অধীন সেনা, আমরা কি তোমার কথা শুনিব না? তোমার এই হুকুম, "সকলকে ভালবাস, দৃষ্টান্ত দেখাও—শান্তি কুশল, উদার প্রেম কাকে বলে।" পিতা, আমি কেবল বুদ্ধির উদারতা চাই না, চরিত্রের উদারতা চাই, আর পরীক্ষিত হইতে চাই। যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী যাহাকে ভাল বাসিতে বলিবে, তাহাকেই মস্তকে রাখিয়া নৃত্য করিব। সব তোমার রত্ন। তোমার প্রকৃতি উহাদের ভিতর অংশ অংশ হইয়া আছে, কিন্তু আমরা যেন প্রকৃতিকে অংশ না করি। যদি তাই করিব, তবে নববিধানের ভিতর কেন এলাম? তুমি আমাদিগকে বলিতেছ, "কি আমার সেনা হয়ে শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করিস্? আমার আজ্ঞা এই, তোরা পৃথিবীতে শান্তি মিলনের রাজ্য স্থাপন করিবি।" জয় জগদীশ জয়! তোমার প্রকৃতিরাজ্যের সব গ্রহণ করিব। দেখিয়াছি প্রকৃতি যখন বীণা বাজান, সব সুর মিলাইয়া থাকেন। বিধানের ভক্তের প্রাণ মোহিত করেন। হায়, কবে এমন ভাগ্য হইবে যে, সকল সুর লইয়া একখানি সুর করিব, সকল ধর্ম্ম লইয়া একখানি ধর্ম্ম করিব। পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বুড়ো সব হইব। আমাদের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র এই যে, সামঞ্জস্য হইবে। প্রকৃ-

তির নিকট মনের দ্বার খুলে দেব। বাহিরের আকাশ, ভিতরের আকাশ এক হইল। চীন, আমেরিকা, প্রাচীন কাল, আধুনিক কাল, আমার প্রাণের ভিতর সকলের মিল। হে মনোহর ঈশ্বর, তোমাকে বড় সুন্দর মনে হয়, যখন তোমার ঐ শান্তি সংস্থাপক গুণটী মনে হয়। তুমি সব সুর মিলাইয়া এক কর। তাই নববিধানের লোকেরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছে। এস মা, আমরা কাতর অন্তরে ভিক্ষা চাহিতেছি। পৃথিবী সাম্প্রদায়িকতাতে গেল। সব সামঞ্জস্য করে দাও। বুকের ভিতর জগৎ আন। প্রকৃতির সুর আর আমাদের সুর এক কর। হে দয়াময়, দয়া কর প্রাণ যেন প্রকৃতির সঙ্গে খুব মিলে যায় এবং তোমার সৃষ্টির সকলকে খুব ভালবেসে যেন জীবন শেষ করিতে পারি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তের সমস্ত ভার বহন। *

শনিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৫ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, হে সন্তানবৎসল, প্রেম তোমার, পুণ্য তোমার, ইহা আমরা অনেকে মানি, কিন্তু বুদ্ধি তোমার জ্ঞান তোমার, ইহা আমরা মানি না। তুমি খুব দয়াময়, আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, মনুষ্যকে খুব ভালবাস, যদি কেউ ভারি পাপ করে, তাহাকেও তুমি ক্রোড়ে লও, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তুমি দয়াতে মত্ত হইয়াছ, পুণ্যেতে

* ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের প্রার্থনার ফুটনোটে ইহার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ইহার হেডিং পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পঃ—

উজ্জ্বল হইয়াছ, ইহা কে না মানে? কিন্তু একটী কথা মনে লাগে সাধারণ সাধকেরা একটী কথা মানে না। লোকের মনে হয় যেন তোমার জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। মুখে এ কথা বলে না বটে, কিন্তু মনে এ রকম সংস্কার আছে, যদি বিশ্বাস করিতাম তোমার এমন বুদ্ধি আছে, যাহাতে তুমি আমাদের সংসার খুব ভালরূপে চালাইতে পার, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতাম। আমরা জানি যে তোমার দয়া আছে, কিন্তু তুমি সংসার চালাইতে পার না। মানুষ নিজের বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে ভাল করে সংসার চালাইতে পারে। তুমি যদি ভার লও, হয় ত অনেক বিষয় সুবিধা হবে না, হয় ত জ্ঞান উপার্জ্জনের পক্ষে বাধা পড়িবে, স্ত্রী পরিবারের অসুখ হইল, কত রকম বিশৃঙ্খলা ঘটিল। সকলকে হয় ত একটু একটু দুঃখ দেবে, এই সব ভাবনা আছে। এজন্য মানুষ সমস্ত ভার তোমাকে দিতে কুণ্ঠিত হয়; ভয় হইল, বুদ্ধির ধাঁধাঁ লেগে গেল, বলিল যে "তাঁহার দয়া আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি নাই, তিনি সংসারের সঙ্গে ধর্ম্ম মিলিয়ে চালাতে পারেন না।" এজন্য তাহারা সংসারের ভার আপনারা লয়, কেবল ধর্ম্মের ভার তোমাকে দেয়। পিতা, এইখানটা নববিধানের সঙ্গে একটু গোল বাধে। আমরা পৃথিবীর নিকট এই বলি যে সব ভার হরিকে দিয়াছি, কিন্তু সংসারের ভার আপনারা লইয়াছি। এ মতে যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হবে। কেন পিতা, আমি স্বীকার করিব না তুমি বুদ্ধিমান? আমাকে মূর্খ জানিয়া তোমাকে সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান জানাই ঠিক। আমার চেয়ে কি তুমি সংসারের ভার ভাল করে চালাতে জান না? আমার উচিত তোমাকে প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে অনন্ত, বুদ্ধিতে অনন্ত বলিয়া জানি। যুগে যুগে তুমি

কি ভক্তদিগকে কখনও কাহাকে মজাইয়াছ? হরি, মনে হয় তোমার হাতে বড় বড় রাজ্যের ভার দিলেও সুচারুরূপে চলিত। তোমার মত রাজনীতিজ্ঞ কে আছে? আমরা যদি সমস্ত ভার তোমাকে দিতে পারি, তুমি বিশ লক্ষ লোকের ভার অনায়াসে চালাইতে পার। কিন্তু তোমার ইচ্ছায় চলিতে হইবে। তুমি যদি অন্ধকার কণ্টক বনের ভিতর দিয়া যাইতে বল, তাও যাইতে হইবে। পিতা, তোমার বুদ্ধির উপর যদি একান্ত মনে নির্ভর করিতে পারি, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু হইবে না। কিন্তু রাত্রিকে দিন মনে করিতে হইবে, যখন তুমি বলিবে। কষ্ট পেয়ে গেলে তার পর সুধা পাব। হরি, আমি কেমন করে তোমার চেয়ে আমাকে পণ্ডিত মনে করি? এই বিশ্বাসেই আমরা সকলে গেলাম। হে দর্পহারী, দর্প চূর্ণ কর। তুমি যেখান দিয়ে নিয়ে যাবে, সেখান দিয়ে যাব। হে কৃপাসিন্ধু, জ্ঞান বুদ্ধি সব তোমার হাতে ছাড়িয়া দি, দিয়া তোমার হাত ধরিয়া মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চলিয়া যাই, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আধ্যাত্মিক রাজ্য।

রবিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ৬ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পিতা, হে দীনজনপালক, তুমি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ দেশের লোক করিয়াছ তখন ইহার ভিতরেও আমাদিগকে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অন্য দেশে জন্ম দিলে না কেন? এ সময়ে জন্ম দিলে কেন? ভাবুক যে, সে ইহার ভিতর হইতেও

নিগূঢ় ভাব লইবে। অন্য দেশে পাহাড়ের এত আদর নাই। এ দেশেই আর্য্য জাতির মধ্যে ঐ ভাবটী বিশেষরূপে ছিল। কত ঋষিরা প্রাচীনকালে পর্ব্বতে তোমার আরাধনা করিতেন। হে পিতা, যদি আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে তবে সে কুলের গৌরব রাখিতে দাও। তুমি কিছুই অকারণ কর না। যখন আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে তখন ইহার ভিতর তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। আমরা এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিব না, আমরা আর্য্য জাতীয় লোক, অতএব আমাদের কার্য্য ভাব তাঁহাদের মত হইবে। এ দেশের লোক ভাবুক ও আধ্যাত্মিক। চিরকাল এ দেশে ঐ ভাব প্রবল হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা জড় ছাড়িয়া চৈতন্য গ্রহণ করেন। তবে কেন আমরা বলিব নিরাকার বুঝিতে পারি না। এ দেশের ঋষিরা এক হুঙ্কারে সংসার তাড়াইতেন। তখন ভিতরে সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য, ভক্তির রাজ্য, যোগের রাজ্য খুলিয়া যাইত। মাকড়সা যেমন শূন্যে জাল করে সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য জাতি আকাশে বাড়ী করিতেন, এবং সেখানে বিশ্বাস-নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম জালে বসিয়া থাকিতেন। এখনকার লোকেরা বিদেশীয় ভাব পাইয়া জড়াসক্ত হইয়া কেন বলে যে আমরা কেবল জড়ই দেখি, নিরাকার দেখিতে পাই না। কেন এ দেশে এ কথা উঠিল? বড় দুঃখ হয়। পরম পিতার সিংহাসন, সাধুগণ, ধর্ম্ম, প্রেম, বিশ্বাস এ সমুদয় আধ্যাত্মিক। আমরা খুব জড়িয়ে এগুলোকে ধরে থাকিব। বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্মপদার্থ খুব জাপ্‌টে ধরা যায়। আর জড় পৃথিবীকে ধরিলে ধোঁয়ার মত, কর্পূরের মত উড়ে যায়। সাধুদের শরীর বা বাহ্যিক লক্ষণ ধরা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র

ও সদ্‌গুণ ধরা যাইবে। পিতা এজন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি। দেশের গৌরব কেন চলিয়া যাইতেছে? আমরা কেবল জড় দেখি, জড় ধরি, এ রকম কেন হইল? কাঙ্গাল হয়ে ভিক্ষা চাই; পূর্ব্বের গৌরব এনে দাও। "আধ্যাত্মিক রাজ্যই যথার্থ, জড় কিছু নয়," এ কথা সকলে বলিতেছে আবার যেন শুনিতে পাই। আর আমরা যে কজন লোক নববিধানের মন্ত্রে প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছি আমাদের আগে ও কথা বলিতে দাও। আমরা যেন বলি যে বুকের ভিতর ব্রহ্মপদার্থের গুরুত্ব অনুভব করিতেছি, হরিকে যখন ভজনা করি মনে হয় সত্য সাধনা করিতেছি, কিন্তু জড় ধোঁয়ার তুল্য। হে পিতা, আমাদিগের নিকট জড় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রাজ্য বড় হউক। পুণ্য দাও প্রেম দাও, তাই নিয়ে বসে থাকি। প্রাণ জমাট হউক। সব চেয়ে সত্য তুমি হও। তার পর তোমার ভিতর যে রাজ্য আছে তাহা সত্য হউক। হে পিতা, আমরা যেন জাতীয় ধর্ম্ম রাখি। যাহা দেখা যায় না তাই দেখিব, যা শুনা যায় না তাই শুনিব। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ পিতার শ্রীচরণ ধরিয়া এই মিনতি করিতেছে, হে পিতা, হে করুণাসিন্ধু, তুমি যদি জড় রাজ্য হইতে তুলিয়া পাহাড়ের উপর আনিলে—যেখানে চারিদিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত—তবে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আকাশের উপর পূর্ণব্রহ্মকে খুব সৎরূপে দেখিয়া, সত্য সাধন করিয়া খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গিরিশিখরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

(আয়ার পাটা)

সোমবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৭ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পূর্ণদয়া, অদ্য তোমার হিমালয় মনকে কেমন অপূর্ব্ব ভাবে আচ্ছন্ন করিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র তুমি আজ বলিতেছ এত নিকটে যে আসিয়াছ ? ঠাকুর, তোমারই প্রসাদে তোমার এত কাছে আসিয়া বসিয়াছি। হৃদয়ের প্রভু, তব প্রেমের অতুল প্রভাব দেখিয়া ইচ্ছা হইতেছে একান্ত মনে তোমার পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরি। অদ্য হিমালয় আমার পরম বন্ধু হইল, খুব উপকার করিল। হে হরি, তোমার হিমালয় কত যোগীকে ব্রহ্মদর্শনরূপ সুখ দিয়াছে। আজ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকদিগকেও ব্রহ্মজ্যোতি দেখাইতেছে। তোমার এত দয়া, তবে কেন মানুষ কাঁদে ? তব সুন্দর শ্রীচরণ বুকের উপর রাখিয়াছ, তবে কেন মানুষ দুঃখ পায় ? হে হরি, ফকীর হইয়া তোমার চরণে প্রাণ উৎসর্গ না করিলে আর চলে না। হিমালয়, তোমার মনে কি এই ছিল ? এই কাঙ্গাল পথিক তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, আর তুমি কি না তাহার প্রাণটী চুরি করিয়া গিরিরাজের চরণে রাখিতেছ ! হে সুন্দর হরি, তোমার শিক্ষা না পাইলে হিমালয় কখনই এরূপ করিতে পারে না। গত রাত্রিতে চুপী চুপী আসিয়া তুমি তোমার হিমালয়কে বলিয়াছিলে,—"প্রিয় হিমালয়, প্রেমের জাল পাতিয়া রাখিও। কয়েক জন জন্মদুঃখী কাল এখানে আসিবে। আমি তাহাদের জন্য কি করিয়াছি তারা কিছুই জানে না। আসিয়া উপাসনা করিবে। তাহারা যেমন উপাসনায়

বসিবে, হিমালয়, তুমি সেই সময় চারিদিকে মধুরস্বরে আমার নাম গাইও, তাহারা মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। যখন চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিবে, সেই অবসরে চারিদিক হইতে প্রেমের জালে তাহাদিগকে জড়াইবে। তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদের মন ফকীর না করিয়া ছাড়িও না। তাহারা এখানে সহজে আসিতে চায় না, কাল তাহাদের একেবারে মাথা খাইয়া দিবে। আমিও তেমন সুযোগ সর্ব্বদা পাই না। যে সকল স্থানে ফাঁদ পাতি সেখানে তাহারা আসে না, ধরা ছোঁয়া দেয় না, কেবলই পালাইয়া বেড়ায়। এই বার এখানে ধরা পড়িতেই হইবে। হিমালয়, তুমি এবার কিছুতেই ছাড়িও না, খুব দৃঢ়রূপে ধরিবে। আমার ঘরের ভিতরে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে। প্রেমামৃত পানে যখন মোহিত হইয়া থাকিবে সেই সময় প্রেমশৃঙ্খলে সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে।" এই কথা বলিয়া তুমি হিমালয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, তুমি কেমন সুচতুর! তোমার কি সুন্দর কৌশল! প্রাণেশ্বর, এইরূপে তুমি পাপীকে বাঁচাও। আমাদিগকে পূর্ব্বে কেন খবর দিলে না? পাছে আমরা সাবধান হই, এবং ধরা না দি, এই জন্য তুমি আমাদিগকে বুঝি আগে জানিতে দেও নাই। বিরলে বসিয়া তুমি সমুদয় রাত্রি গিরিতরু সাজাইয়া ভক্ত মনকে ধরিবার জন্য চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছ। সুন্দর হরি, যথার্থই কি ফকীর না করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া ছাড়িবে না? আজ সপরিবারে কেন এখানে আসিলাম? এরূপ মতি কেন হইল? এই বৈরাগ্য-পর্ব্বতে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আসিয়াছি কেন? সংসার এখানে কেন? সমুদয় সংসারটী হস্তগত করিবে এই বুঝি তোমার

অভিপ্রায়? একটুও আমার হাতে থাকিতে দিবে না? আমার সমুদয় তুমি চাও? একেবারে বৈরাগী পরিবার করিতে চাও না কি? হরি হে, মন কেমন উদাস হইতেছে, প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। হে ঈশ্বর, তোমার বাড়ী এত কাছে? গাছের উপরে ঝুলিতেছে ও কি? বৈরাগ্য বস্ত্র পরিতে হইবে না কি? স্বর্ণ শৃঙ্খল কেন? উপরে আবার লেখা 'প্রেম'। বাঁধিবে না কি? আর ও সোণার কলসীতে কি? সুধা? খাওয়াইবে? পরিবেশন করিতেছেন উহাঁরা কে? ওগো তোমরা কে? দাঁড়াও দাঁড়াও। উচ্চ পাহাড় হইতে কলসী করিয়া সুধা আনিতেছ, তোমরা কে? দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর উহাঁরা কে? একজন বীণা বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। একজন গম্ভীর প্রকৃতি, ধ্যানে নিমগ্ন। এক দল ভক্ত গাছের তলায় বসিয়া, হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। আর কতকগুলি কেবল সুধা বহন করিয়া আনিতেছেন। ও ভাই তোমরা কে? বল। আমাদের সঙ্গে কথা কবে না? কোথা থেকে এলে? কলসী রাখ। কাছে বসিয়া একটু আলাপ কর। দেখ্‌তে তো বেশ। মন মোহিত হইয়া যায়। কোন্ দেশ হইতে আসিলে বল? নাম ধাম বলিবে না? ঈশ্বর কি তোমাদিগকে বারণ করিয়াছেন? সকলে ভাল আছ তো? আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? ভাই ভগিনী হও, দাদা দিদি হও? আমাদের আগে তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়াছ? আমাদের ন্যায় এই পৃথিবীতে তোমরা এক সময়ে ছিলে? চক্‌চক্ করিতেছে ও কি পরিয়াছ? দেখ্‌তে বেশ হয়েছে। পুণ্যের বসন বুঝি? তোমরা ভাই অত্যন্ত সুন্দর ও প্রিয়দর্শন। আমরা কি রকম? তোমরা সকলে জ্যোতি-

র্শয়। এ পৃথিবীর নর নারীদিগকে কিরূপ মনে হয়? ...দের ত শরীর নাই। তোমাদের ত মানুষের ন্যায় আকৃতি...। কেবল চিন্ময় পদার্থ দেখিতেছি। তোমাদের হাত পা চক্ষু কর্ণ কিছুই নাই। প্রেম বৈরাগ্য শান্তি তোমাদের অঙ্গ। কত রকম ধর্ম্ম ভাব। কি সুন্দর প্রেম নয়ন! কত রঙ্গের বৈরাগ্য বস্ত্র! বা! ভাগ্যে আজ এখানে আসিয়াছিলাম, তাই তো এই চমৎকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। তোমরা সকলে ঘুরে আস্‌ছ কেন? বা! একেবারে ঘিরে ফেল্লে! উঃ কত লোক, কত আত্মা! এত নিকটে কেন? হাতে কি? নুতন কাপড়। কাপড় দিবে? দাও দাও। তোমার আজ্ঞাতে, হে হরি, তোমার সাধকগণ আমাদিগকে নূতন কাপড় দিতেছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। দয়াসিন্ধু, ইহাঁদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দাও। সেই ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় সিদ্ধপুরুষ এসেছেন। আর বুঝি বাকী নাই। গিরিশ, তোমার এই কাল কাল ছেলেদের সঙ্গে অন্ত হিমালয়ের উপর ঐ গৌরাঙ্গ সিদ্ধপুরুষগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন কর। হে জগদীশ্বর, তুমি জান আমরা সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করি। মন চায় না যে এখানে আসি। ভাবি কি হবে এসে? আজ কেমন মন হইল এখানে সকলে মিলিয়া বেড়াইতে আসিলাম। হে মহাদেব, একেবারে তোমার কৈলাসে তোমার শৈল-সিংহাসনের সমক্ষে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে সকলেই তোমার পূজা করিতেছে। দলবদ্ধ হইয়া ঐ গাছগুলি ঝঙ্কার করিতেছে। আমরা তবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। ওহে গাছ, তবে তোমরাই পূজা কর। ভাল মজা পেয়েছ। এখানে লোকালয় নাই, নির্জ্জনে খুব ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেছ। তোমরা আগে মহাদেবের নাম গান করিবে বলিতেছ?

আচ্ছা, তাই কর। তোমরা আমাদের বড় ভাই। গান ধর, খুব চড়া সুরে গাও। "জয় ব্রহ্ম জয়" "জয় ব্রহ্ম জয়" গাও। এই জন্য লোকে বলে পাহাড়ে উঠিলে মন পাগল হইয়া যায়। গাছ, বাতাস, সূর্য্যকিরণ সকল বস্তুই মানুষের প্রাণকে একেবারে পাগল করিয়া দেয়। কেহ এখানে শুনতেও আসে না, বিরক্তও করে না, সুতরাং দিন রাত এরা এই রকম আমোদ করে। হিমালয় কেমন গম্ভীর ভাবে ধ্যান করিতেছে! হে হিমালয় কথা কও, একটী কথা কও, দশ পনর হাজার বৎসর ধ্যান করিতেছ। এখনও ধ্যান শেষ হইল না? যদি ধ্যান শিখিতে হয় তোমার কাছে শিক্ষা করা উচিত। হে গিরীন্দ্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, তুমি চিরকাল হিন্দুজাতিকে ধ্যানের উচ্চতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। আজ আমাদিগকে ব্রহ্মধ্যান শিখাও। বাতাস এমনি প্রবল ধ্বনিতে ব্রহ্মযশ ঘোষণা করিতেছে যে আমাদের কর্ণ স্তব্ধ হইতেছে। এই লম্বা লম্বা গাছ ঠিক যেন একতারা। সোজা হইয়া সব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর বাতাস ঝঙ্কার করিয়া ঐ একতারা বাজাইতেছে। কত রকম সুর খেলাচ্চে! পবন বাজাও তবে, ক্ষণকাল শুনি। হে হরি, আমাদিগকে কি বাজনা শুনাইয়া ফকীর করিবে? এত দিন যা হয়েছে সে সমুদয় কি তোমার মনোনীত হইল না? চাও কি ঠাকুর? বৈরাগ্যের কাপড় কি এখনই পরিতে হইবে? কমণ্ডলু নিয়ে কি এখনই দাঁড়াতে হবে? কি চাও ঠাকুর? প্রাণ চাও? একেবারে উন্মত্ত সন্ন্যাসী করিবে? এত বাড়াবাড়ি! জয় হিমালয়! বর্ত্তমান শতাব্দীতে সভ্যতা লেখা পড়ার ভিতরে যোগী হওয়া। জয় মহাদেব! জয় জয়! আজ আমাদের ভাব হরির খুব পছন্দ হইয়াছে। আর কেন মন বিলম্ব কর? উদাসী ফকীর হও।

শুষ্ক ফকীরি চাই না, কোন কালে চাই নাই। হে হৃদয়বিহারী, মনের ভিতরে আনন্দের ফকীরি দাও। হিমালয় সাক্ষী হইবে। এ সকল শোভা দেখিয়া মন কি সংসারে ফিরিতে পারে? কে যেতে চায়? ওহে হিমালয়, মানুষের সর্ব্বনাশ কর কেন? গরিবের সন্তান বেড়াইতে আসিল। খবর নাই, বলা নাই অমনি তাহার প্রাণটী চুরী করিয়া লইলে। সমস্ত আসক্তিগুলি কচ্ কচ্ করিয়া কাটিলে। কর্ম্মটাকে মন্দও বলিতে পারি না। হিমালয় প্রভুর কার্য্য করিতেছে। তোমার নাম মন ভোলান হিমালয়। প্রাচীন বলিয়া তোমাকে শ্রদ্ধা করি। পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিদের পরিচিত বলিয়া ভালবাসি। দেশস্থ সকলকে ভালবাসিতে বলিব। তাহাদের এখানে আসিতে বলিব। কিন্তু এ আবার সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। কেমন লগ্ন বুঝে ফাঁদে পা পড়ে যায়। হে সুন্দর হরি, আত্মা তোমার চরণ আলিঙ্গন করিতে চায়। যদি ফকীর করিলে, ভাল করে তবে আলাপ করা যাউক। নববিধানের ফকীরি বড় সুন্দর ফকীরি। পরিবার ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া হীরার গহনা পরিলাম। সাজালে ভাল দয়াময়, দুঃখ যন্ত্রণার ফকীরি ভাল লাগে না। সেটা কাঁদছে কেবল। তার ছিন্ন বস্ত্র উপবাসই সার। সে বড় দুঃখী। এসেছি তোমার কাছে। তোমাকে ধরিয়াছি। তুমি আমাকে ফাঁদে ধরলে। আর আমি? যাই তুমি আমাকে ধরেছ আর ধাঁ করে গিয়ে আমিও তোমাকে ধরে ফেলেছি। হরি ধরেন ভক্ত, আর ভক্ত ধরেন হরি। হরি, তুমি কি লুকোচুরী খেলছ? ঐ ও পাহাড় থেকে তুমি উঁকি মারিতেছ। যাই গেলাম ধরতে আর অমনি পালিয়ে গেলে। লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে শেষে ধাঁ করে তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া ফেলিলাম। হে

হিন্দুস্থানবাসিগণ! দেখ দেখ, আমরা আজ কোথায় উঠিয়াছি। ভাই ভগ্নীগণ, দেখ তোমাদের ভাই ভগ্নী এখন কোথায় রহিয়াছে। নববিধানের নিশান দেখ্‌ছ? আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? মহাদেব এখানে বসে আছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছ? সংসারে আর অত মাতিস্‌ না ভাই, শীঘ্র চলে আয়। কর্ম্ম আরম্ভ হয়েছে। নামকীর্ত্তন হচ্চে। হিন্দুস্থান আর বসে কেন? আয়। দুঃখী দীন ভাইবন্ধু আর কাঁদিস্‌ না, আর হাহাকার করিস্‌ না, শীঘ্র চলে আয়। বসে রইলি যে? হে হরি, ওরা শুনছে না, কি করিব? দলে দলে মিলিয়া বিষ খাচ্চে। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা ছেলেদের বিষ খাওয়াচ্চে। মা, তোমার প্রিয় মুখ ওরা দেখ্‌ছে না, তোমার সত্য ধর্ম্ম ওরা নিচ্চে না। তোমার মিষ্ট নাম সুধা এত বল্‌চি তবু খাচ্চে না। কেবল কষ্ট পাচ্চে। ওদের দুঃখ দেখে জন্মভূমি ভারত কেবল কাঁদ্‌চে। ওদের হাত ধরে টেনে তোল। জননী, এই হিমালয়ের উপর আন। এখানে আসিয়া কৈলাসের শোভা দেখিয়া সকলে কৃতার্থ হউক। এখন আর ইহা বলিয়া আমাদের ক্রন্দন করিতে হয় না,—প্রাণের হরি কৈ? আমাদের পরিত্রাতা কৈ? তুমি তখনই বল এই যে আমি এত কাছে। বাস্তবিক তুমি এত কাছে যে দেখিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না, কেবল চরণতলে গড়াগড়ি দিলেই হইল। হরি হে, যেখানেই থাকি না কেন তোমার পাদপদ্ম যেন সর্ব্বদা হৃদয়মাঝে এইরূপে দেখিতে পাই। দেখ হরি, আর এক কথা। তোমার যোগেশ্বররূপ বড় গম্ভীর। কিন্তু গম্ভীরের ভিতর আবার কোমল ভাব আছে। তাই বুঝি লোকে কল্পনা করিয়া বলে, আধখানা পুরুষ আধখানা স্ত্রী। চারি

বেদ তোমার গুণ বর্ণনা করিতেছে। "হে ভূমা মহান্, জয় ব্রহ্ম পরাৎপর, জয় ব্রহ্ম সারাৎসার" এই বলিয়া হিমালয় তোমার মহিমা প্রচার করিতেছে। অটল ও অচল, অনাদি ও অনন্ত, তেজোময় পুরুষ তুমি। ঋষি মুনিদিগের স্তবনীয় যোগেশ্বর তুমি, নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর যোগমূর্ত্তি—হে দেব দেব মহাদেব, তোমাতে আবার স্ত্রী প্রকৃতি আছে। কোমল তোমার হৃদয়, সহাস্য তোমার বদন। তুমি সর্ব্বদাই হাসিতেছ। ভক্তগণকে প্রেমমূর্ত্তি দেখাইয়া বিমোহিত করিতেছ। মা, তুমি গহনা পরিতে ভালবাস। তোমার ঐশ্বর্য্যই তোমার গহনা। সেই অলঙ্কারে সদা ভূষিতা তুমি। তুমি পর্ব্বতদেবী পার্ব্বতী। তুমি হাস্যবদনা ভুবনমোহিনী। তোমার মুখে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় সুমিষ্ট হাসি সদা বিকশিত। সুন্দর সুকোমল তোমার চরণ। তোমার প্রেমরঞ্জিত বস্ত্র অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। যখন জননীরূপে কাছে বস, তখন ভক্ত সন্তানের প্রাণ তোমার রূপগুণ ধারণ করিতে পারে না। ভক্ত তখন বলেন, গেলাম গো মা। এ স্বর্গীয় রূপ প্রাণের ভিতরে আর ধরিতে পারি না। মা, তোমার একটী গহনার সৌন্দর্য্য দেখে প্রাণ যে কেঁদে উঠে। তোমার মুখের হাসি দেখিলে আর যে চক্ষে জল ধরে না। অনন্তকাল দেখিলেও তোমার সৌন্দর্য্য দেখা শেষ হয় না। তুমি পর্ব্বতের রাজা, তুমি পর্ব্বতের রাণী; তুমি মহাতেজ, তুমি ভক্তহৃদয়বিলাসিনী। কাছে বসে ভক্তের সঙ্গে যখন সুমধুরস্বরে কথা কও, তখন ভক্তের প্রাণে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, এবং প্রেমানন্দে হৃদয় ভাসিতে থাকে। তিনি তখন দুঃখ বিপদ ভুলিয়া যান। জয় যোগধর্ম্মের জয়! জয় যোগী ঋষিদের জয়! জয় হর পার্ব্বতীর জয়! হে প্রেমময় পিতা, হে স্নেহময়ী জননী, তোমার

এই যুগল ভাবে আমাদিগকে চিরমুগ্ধ কর, তোমার নিকটে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সব নূতন হইয়া আসিবে।

মঙ্গলবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৮ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনজনপরিত্রাতা, হে মুক্তিদাতা, সেই রজ্জু রাখিতে হইবে, সেই বন্ধন রাখিতে হইবে, কিন্তু নূতন রজ্জু, নূতন বন্ধন চাই। তুমি আমাদিগকে যে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছ, বলিয়াছ, সংসার ছাড়িও না, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন কর। কিন্তু তোমার আদেশ এই, সেই পার্থিব অপবিত্র মায়ার রজ্জু থাকিতে দিব না। তুমি এই চাও প্রত্যেক মানুষ ফকীর হবে। ফকীর কি, ঠাকুর? তুমি ঐ বন্ধন রজ্জু বদলাইতে বলিতেছ। বলিতেছ, মায়ার রজ্জু ছিঁড়িয়া স্বর্গীয় সত্যের সোণার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধ। কথাটা শুনিতে সহজ, কিন্তু ইহার ভিতর শক্ত আছে কোন জায়গায়। বিবেকের অস্ত্র দিয়া যখন কাটি ভিতরে বড় লাগে। বাসনার রজ্জুগুলি আমাদের প্রাণের সঙ্গে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। সেগুলি কাটিতে হইলে বুক অবধি ছিঁড়িয়া আসে। তুমি বলিলে, বন্ধন থাক্, কিন্তু পুরাতন দড়িগুলি কাটিয়া ফেলিয়া নূতন বন্ধন দ্বারা বাঁধ। পিতা, পুরাতন বাসনা কাটা বড় কষ্ট। নূতন মায়া হইত যদি, সহজ হইত। ধন মান স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সকলের সঙ্গে মায়া রজ্জু দ্বারা কত কালের বন্ধন রহিয়াছে। যত টানি মনে হয় বুক ছিঁড়ে গেল। যদি বাসনার শিরগুলি এমনি করে

প্রাণের সঙ্গে বাঁধা যে একটু হাত দিলেই প্রাণটা টন্ টন্ করে উঠে, কি হবে হরি? কিন্তু তুমি যে বলে দিয়েছ স্ত্রী পুত্র ধন সম্পদ সকলের বন্ধন একবার কাটিতেই হবে। তুমি মায়া বাসনা কখনই থাকিতে দেবে না। তোমার সূক্ষ্ম আজ্ঞা এই। এ যে ফকীর হওয়া বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কি করি। একবার মায়া ছাড়িতেই হবে। আত্মীয় বন্ধু, মা, বাপ, পুত্র, ভাই, ভগিনী, সঞ্চিত ধন, যিনি হউন সকলকে একবার বলিতে হইবে যাও বেরিয়ে যাও। বাসনার শরীর তুই বাহির হইয়া যা। সংসারের পোকা, পৃথিবীর দাস, নীচ পামর বেরিয়ে যা। যত নষ্টের গোড়া এই শরীর। তাই ইহার উপর তোমার এত চোট্। বলিতেছ, "ওর উপর মায়া রাখিতে পারিবি না।" আপনার লোক বাড়ী, এই শরীর ইহা কি ছাড়িতে পারি? কিন্তু তুমি বজ্রধ্বনিতে বলিতেছ সব কেটে ফেল। মেরে ফেল। বড় নিষ্ঠুর আজ্ঞা। হে ঠাকুর, ভয় করে পারবো না বুঝি। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে যাইবার ঐ এক উপায় আছে। নরবলি না হলে তুমি সন্তুষ্ট হবে না। এই মায়ার শরীরে স্ত্রী পুত্র, ভাই, ভগিনী, ধন, সম্পদ একবার সবগুলি কাটিতে হইবে। তার পর আবার সব নূতন হইয়া আসিবে। স্ত্রী আসিয়াই বলিবেন হরিনাম করিয়াছ ত? ধ্যানে মগ্ন হইতে পার ত? ছেলেরা আসিয়া বলিবে, এখনও তুমি অভক্ত রয়েছ? এখনও তোমার ভক্তি হয় না? জগদীশ্বর, চমৎকার সংসার হইল। সকলের চোকে মুখে নাকে কেবল হরি। সেই সংসার বজায় রহিল। কিন্তু সে বাড়ী, সে স্ত্রী সে পরিবার নাই। এক মিনিটে সব বদলাইয়া গেল। আগে সকলে শত্রু হয়েছিল এখন, মিত্র হয়ে গেল। তারা আমাকে হরিনাম শেখাবে, বৈরাগ্য শেখাবে।

আপনার লোকে জোর করে ধার্ম্মিক করিবে। হরি যার সংসার শুদ্ধ করেন, তার সংসার বিষের সংসার নহে। কিন্তু যেখানে হাড়কাঠ-খানা বসান আছে, নরবলি হয়, ঐ জায়গাটা ভয়ানক। বড় ভয় করে, হরি, ঐ জায়গাটা পার করে দাও। একবার ত কষ্ট নিতেই হবে। তার পর সব ভাল হবে। ঐ জায়গাটায় সকলে কাঁদচে। ভাই, ভগ্নী, মাতা, পিতা, ভিতরের বাসনা সব কাঁদচে। তারপর যাই কান্না থামিল, স্ত্রী পুত্র পরিবার, ভাই ভগ্নী ভিতরের রক্ত সকলে হাসে। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদের ভিতরের বাসনাগুলি বৈরাগ্য অস্ত্রে কেটে ফেল এবং নববিধানের ভিতর সকলের সহিত নূতন পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন কর এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বময় বিস্তৃত।

বুধবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ৯ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, হে দীনবন্ধু, তুমি সঞ্চিত ধন কি বিস্তৃত ধন, তা মানুষের জানা নিতান্ত আবশ্যক। এক জায়গায় তুমি সঞ্চিত ধন হইয়া রহিয়াছ। ব্রহ্ম, তুমি কি ঘনীভূত হয়ে রয়েছ? যুগে যুগে সকলে বৈকুণ্ঠে তোমাকে অন্বেষণ করিল। হে পিতা, এক স্থানে তুমি আছ, আকাশে, মেঘের উপর, খুব উচ্চ স্থানে তুমি থাক, এই ত দেখি মানুষ কল্পনা করে। পৃথিবীতে তুমি থাক না, তোমার একটী সূক্ষ্ম মন্দির আছে সেই পর্ব্বতের উপর। কিন্তু আমাদের তুমি অন্য রকম শিখাইয়াছ। তুমি এক জায়গায় নাই। তুমি কোম্পানির কাগজের মত সিন্দুকে তোলা নয়।

কিন্তু তুমি বিস্তৃত ধন। ঘরের ভিতর, মনের ভিতর, ব[illegible] ভিতর, মানুষের জীবনে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে, অন[illegible], অনিলে তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, হরি। এই ত তুমি ছড়ান রয়েছ। তবে অল্প বিশ্বাসী যে সেই কেবল তোমাকে এক জায়গায় মুটো করে রাখে। বিশ্বাসী যে সে বলে আমার ঠাকুর চারি দিকে ছড়ান। ইহাই ঠিক। প্রাচীন কালের লোকের বিশ্বাস, তুমি কোথায় সেই উপরে পাহাড়ের উপর আছ। কিন্তু বর্ত্তমান বিধানের বিশ্বাস তা নয়। হে ঠাকুর, তুমি অমূল্য রত্ন; কিন্তু কেমন? কোন রাজা যেমন রাস্তায় মোহর ছড়ায়, আর যেমন নদী উথলিয়া উঠিলে জল সকলের বাড়ীর নিকটে যায়, আর যেমন আকাশের সূর্য্যের কিরণ দুঃখী ধনী সকল লোকের বাড়ীতে যায়, যেমন ঝুপ ঝাপ করিয়া রাস্তায় বৃষ্টি পড়িলে সকল জায়গায় পড়ে, সেরূপ তুমি। তুমি যে এক স্থানে বদ্ধ তা নয়। আমাদের উচিত এই রকম ঈশ্বরকে মানা। এই ঘরে বসেছি, ঘরময় ব্রহ্মরত্ন, পাহাড়ময় ব্রহ্মরত্ন ছাপাছাপি। আমরা জানিতাম দেবদুর্ল্লভ ব্রহ্মরত্ন এক স্থানে বদ্ধ। এখন দেখিতেছি তুমি দুঃখীদের জন্য সকল স্থানে ছড়ান আছ। মোহর রাস্তায় ছড়ান। কাঙ্গাল আর থাক্‌বে না। পথের পথিক যেথান দিয়ে যাক্, কোঁচড় ভরে মোহর অনায়াসে নিতে প্যারে। এ বড় সুখের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস পাপ যে, তুমি একটা বাড়ীতে বদ্ধ রয়েছ। সকল স্থানে মোহর। গঙ্গার উপর, সমুদ্রের জলে মাণিক মুক্তা ভাস্‌ছে। তুমি ছড়ান মুক্তা; তুমি মুক্তার মালা হয়ে এক জায়গায় রহিলে না কেন? সেটা প্রাচীন মত, দুঃখীর মত। সুখী বিশ্বাসীর মত তা নয়। এখন যেখানে আকাশ ধরিতে যাই, যেন দেখি মুটোভরা মুক্তা, প্রাণেশ্বর, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর। নতুবা দেবালয়ের ভিতর একটা মতের

ভিতর, কি বইএর ভিতর তুমি থাকিলে হবে কেন? তুমি মুক্ত হয়ে তবে জীবনকে মুক্ত করিবে। তুমি, বিশ্বরাজ, ছড়ান রয়েছ। বিস্তৃত বিশ্বপতি, হে আমার হৃদয়ের হীরক মুক্তা, তুমি সকল স্থানে ছড়ান, বিস্তৃত হয়ে রয়েছ। করুণাসিন্ধু, এই ভাবে সকল স্থানে যেন তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দায়িত্বের গুরুভার।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ১০ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, কি ভয়ানক দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে! আমরা গোপনে যা শুনিয়াছিলাম, এখন ভেরী বাজাইয়া তা রাস্তায় বলিতেছি। অন্ধকারে যা দেখেছি, বজ্রধ্বনিতে তা পথে পথে, ঘরের ছাদে চীৎকার করিয়া বলিতেছি। লজ্জা ভয় গেল, বলে ফেলিলাম, কেন বলে ফেলিলাম তা জানি না। ছেড়ে দিয়াছি, মনের কথা, আর ফিরাইতে পারি না। বিধানের ঘোড়া দৌড়ে গিয়াছে, আর রাশ মানচে না। আর আমাদের কথা শুনে ফিরিবে না। দৌড়িল কথা, দৌড়িল বিধান। এখন ভারি দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। তখন চাপা-চাপী দিয়ে অল্প বলিতাম, এখন সব বলিতেছি। এখন সমুদয় প্রাণ নববিধানের চরণে বিক্রীত হইল। এখন আর চাপাচাপী চলে না। হে প্রেমসিন্ধু, বলিয়াও ফেলিলাম, শুনিয়াও মানুষ ছাড়িল। দলে দলে লোক ফিরিয়া গেল। লোক ত আর সঙ্গে আসিতে পারিল না। যে সব কথা তোমার অনুরোধে প্রচার হইল, তাতে অনেকে ভয়ে ভীত

হইয়া পলায়ন করিল। হরি, কি করিলে তুমি হিন্দুস্থানে? এ সব ভয়ানক কথা বাহির করিয়া তুমি কি করিলে? আমাদের দল সূক্ষ্ম হইল। হে পরম পিতা, মতের মহত্ত্ব ও উচ্চতা দেখিয়া পৃথিবীর লোক একে একে সরিতে লাগিল। ক জনই বা থাকিবে? কিছু বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমরা কি করিব? লোকে যে চলে গেল, ইহার জন্য কি আমরা দায়ী? না। যদি চলে না যাইত, তার জন্য দায়ী হইতাম। যদি ফাঁকি দিয়ে, যদি যদি বলে চেপে কথা বলিতাম, অনুমানের সুরে কথা বলিতাম, তোমার ধর্ম্ম বাদসাদ দিয়ে চালাইতাম, ঢের লোক রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তা করিব না। ও বিষপান করিতে চাই না। লোকের মন যুগিয়ে কথা বলা যেন কখনও আমাদের ব্রত না হয়। চিরকাল ঐ বিষ খেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। উপাসনার সময় কেঁদে অনুমানে দুই একটী প্রার্থনা করে ঢের লোক রেখে ছিলাম। অনুমানের সময় তোমার দল ভারী ছিল, বিশ্বাসের সময় পাতলা হইল। অনেকে সরে গেল, কেবল এ দেশে নয়, অন্য দেশেও। ক্ষতি নাই, তোমারও ক্ষতি নাই, আমাদেরও ক্ষতি নাই। তবু মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিব, সিংহের ন্যায় চলিব। পিতা, আমাদিগকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। দায়িত্ব কি? নরম সুরে বলিব না, অনুমান করে বলিব না। যেন লোকে শোনে যে চীৎকার করে বল্‌চি, তাতে থাকে থাক্, যায় যাক্ লোক। তোমার কথা বলে বলে ঢের লোক সরে পড়েছে। এখন ছাঁকা পড়েছে, বাছা পড়েছি। হরি, এখন এই কর, যে কটা ছেলে মেয়ে রয়েছে তাদের মন যেন যথার্থ যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা করে। তাদের নিকট ব্রহ্মদর্শন যেন সত্য হয়। তারা যেন বিবেকের আদেশ শুনিতে পায়; বিশ্বাস যেন স্থির হয়। এদের দায়িত্ব

দের। অন্ত লোকে যারা ছেড়ে গিয়াছে, যখন বলিবে, "দেখ, চরিত্রের শুদ্ধতা, প্রেমের উদারতা, বিনয়ের কোমলতা, বিশ্বাসের তেজ, ক্ষমার মধুরতা, আশা, উৎসাহ কৈ ?" পিতা, ব্রাহ্মসমাজ এখন ঘনীভূত হয়ে এই ছোট পরিবারের মত হয়েছে। ইহারা যাতে যোগী, বিশ্বাসী বৈরাগী হয়, হে পিতা, তোমার কুপুত্রদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঘন প্রেমের মেঘ।

শুক্রবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ; ১১ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, হে উদ্ধার কর্ত্তা, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে বসিয়া আকাশের উপর মেঘ চলিত, দেখিতাম। বিজ্ঞান জানে না ক্ষুদ্র মন মনে করিত কোথায় মেঘ আর কোথায় আমি। পরমেশ্বর, কুসংস্কার ঘুচাইলে, বিজ্ঞানের আলোক দেখাইলে, মেঘের ভিতর আনিলে। এই আমাদের পূজার ঘরে ঘন মেঘ ক্রমাগত আসিতেছে, এ যেন নীচের লোক কত উচ্চে দেখিতেছে। পরমেশ্বর, এমন আমাদের সৌভাগ্য যে, মেঘ এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। নিম্নভূমিতে যারা বাস করে তারা কিম্‌কালেও মনে করিতে পারে যে, মেঘের নিকট বসিবে ? মেঘ আসিয়া সমুদয় ঢাকিল। মেঘ সাগরে, মেঘ রাজ্যে বসে আছি। পরমেশ্বরি, তোমার প্রেম ঘনীভূত হইয়া মেঘ হইল। আবার আরও ঘন হয়ে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবী শীতল করিবে। তপ্ত নিম্নভূমি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চীৎকার করিতেছে। সন্তপ্ত পৃথিবী, তোমার পরমবন্ধু

এই মেঘ। হে পরমবন্ধু, তোমার মেঘ পৃথিবীর উপকারী, সন্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে, এমন বন্ধু। যে জলে পৃথিবী শীতল হবে, সেই জল মেঘ বুকে করে রেখেছে। অতি উচ্চ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ এই না সেই মেঘ, যা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করে, যা আমাদের অন্নের কারণ? আহা! আমাদের বন্ধু ইনি আমাদের মাথার উপর আকাশে ছিলেন। ইনি আমাদের বন্ধু। ওহে অন্নদাতা মেঘ, বৃষ্টির কারণ মেঘ, খুব শীতল কর, উর্ব্বরা কর। ঈশ্বরের করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইল। আগে উপরের দিকে তাকাইতাম, একটী মেঘ উড়িয়া যাইত, সেখানে আসিব ইহা কি মনে হইত? কিন্তু আমরা ছয় সাত হাজার ফীট উচ্চে উঠিলাম, যেখানে মেঘ বাস করে সেখানে এলাম। ধর্ম্মের রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হইবে না কেন? কলিকাতার মানুষ আজ মেঘ ধরিল, বুকে রাখিল, চুম্বন করিল। তবে আমরা এক দিন এমনি করে স্বর্গে গিয়ে ত হাত দিতে পারিব। ধর্ম্মজগতের সে মেঘ, সে জল কোথায়? আমাদের মন প্রেম ভক্তি বিনা ছট্‌ফট্ করে। কবে সে জল আসিবে? সে বৃষ্টি পড়িবে? চিত্তাকাশে ঘন মেঘ বেড়াইতেছে। মন, তোমার শরীর যেমন মেঘ ধরিল, তুমি কেন ধর্ম্মাকাশের মেঘ ধর না? নিরাশ আর হইব না। হে জগতজননি, বিশ্বাস থাকিলে সব হয়। বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাসের পর্ব্বতে যখন চড়িব, এমন উচ্চে উঠিব যে, প্রেমের বলে যোগের বলে দেখিব যে তোমার প্রেমের মেঘ প্রাণটাকে ঘিরে ফেলেছে; প্রাণেশ্বরের প্রেম বারিদ ঘন, ঘোরাল, ঘোর; ঘেরিল, প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। এই প্রেম মেঘ যখন ভক্তহৃদয়ে পড়িবে, ঘন হয়ে বৃষ্টি হবে। যাই বৃষ্টি হবে, নীচে পড়িবে, আবার আমি যদি ভাল হই, আমার

ভিতর দিয়ে সেই মেঘ গড়িয়ে পড়িবে। অমৃতধারা নীচে পড়ে কত ভুঁইি ভাল হবে। হরি, আশ্চর্য্য দেখালে পাহাড়ে এনে। চিরদুঃখী মানুষ, কাঙ্গাল, তার মনে কি এত আশা হয়? হাতে মেঘ পেয়েও এমন সন্দেহ হয়? তোমার প্রেমের মেঘ যখন ঘিরে দাঁড়ায় তখন পাপী মানুষ বলে, হায়! হায়! আমি হতভাগ্য, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে? আমাকে কি জননী এত দয়া করিবেন? অল্প-বিশ্বাসে এই মনে হয়। হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরেছি, এখন হাত বাড়িয়ে নববিধান স্বর্গ ধরিব। জল পোরা মেঘ, অমৃত পোরা মেঘ; প্রাণ শীতল হবে। পৃথিবী অভিষিক্ত হবে, শীতল হবে। হরি, ভৌতিক জগতে যার দৃষ্টান্ত দেখালে, ধর্ম্মরাজ্যে তা ঠিক করে দাও। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে বসিব। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে নির্লিপ্ত বৈরাগী, তোমার যোগী বসিল। আর কিছু চাই না দেব, কেবল চাই তোমার ঘন প্রেমের মেঘের ভিতর বসিতে। উত্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। বারি-বর্ষণ কর, সেই বারিতে প্রাণের মরুভূমি উর্ব্বরা হয়ে কত ফুল ফুটিবে। প্রেমের মেঘ ঘনীভূত করে দাও, তার ভিতর তোমার সন্তানকে বসাইয়া শীতল কর। হে প্রেমসিন্ধু, তব শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসীর আস্তিকতা।

রবিবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক; ১৩ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনশরণ, হে পরিত্রাণকর্ত্তা, তুমি বল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কি না। তোমার মুখে শুনিতে চাই যে, আমি তোমারি বিশ্বাসী

পুত্রদের মধ্যে একজন কি না। পরমেশ্বর, বিধানের অভিধানে দুই শব্দ আছে। নাস্তিক এবং আস্তিক। এই দুই কথার মধ্যে যে ভাব আছে তাহা আর কোন শব্দ দ্বারা নির্ণয় হয় না। হয় আস্তিক, না হয় নাস্তিক মানুষ হইবেই হইবে। হে পিতা, আমরা আস্তিক কি নাস্তিকদলে, বলে দেবে কি? যদি বল এখন এ কথা কেন? বহু দিন গত হইয়াছে, আজ কেন নাস্তিক আস্তিকের কথা? ভাবিয়া দেখিলাম আস্তিক হইবার ঢের অর্থ। তুমি যদি আছ তবে পরিত্রাণ তুমি করিবে, দুঃখ মোচন তুমি করিবে, উন্নতির পথে তুমি লইয়া যাইবে। হে পিতা, বিধানের মতে তোমাকে বিশ্বাস করা, তোমাকে সর্ব্বস্ব মনে করা। এ পথে সদ্গুরু তুমি, আমরা তোমা[illegible] শিষ্য, মধ্যে আর কিছু নাই। সুতরাং সত্য শিখিতে, দুঃখ দূর [illegible]তে আর কাহারও কাছে যাইতে পারি না। তুমি গুরু হইলে [illegible] সন্দেহ হইলে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে। আর তুমি যদি কথা না কহি[illegible] হাজার বার জিজ্ঞাসা করিলেও যদি উত্তর না দিবে, তবে তু[illegible]রু নও। আমি যদি তোমাকে বার বার বলি যে জগদীশ্বর, আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; হে গুরু, উত্তর দাও, বুঝিয়ে দাও, মুক্তির পথ দেখাও; দুই বৎসর যদি এমনি করে বলি, আ[illegible] তুমি উত্তর না দাও, কিরূপে তোমায় গুরু বলিব? আমি বুঝিতে পারি না, তোমার কথা না শুনিয়া লোকে কিরূপে তোমাকে গুরু বলল, এবং বিশ্বাস করে? আমাদের কি পৃথিবীতে গুরু আছে? একটা কি অভ্রান্ত বেদ আছে যে, মত ঠিক করিয়া লইব? অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এ সব আছে। আমাদের বাহ্যিক লক্ষণে কিছুই নাই; অবতার নাই, মধ্যবর্তী নাই, গুরু অবধি নাই। অন্ধকার অকূল সাগরে ভাসিতেছি,

কি ধরিবু জানি না। অন্ত লোকে বিপদের সময় গুরুকে ধরিল, প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরিল। কিন্তু আমরা যখন ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি, মনে ভারি সংশয় হইয়াছে, কে সৎপরামর্শ দিবে? এ অবস্থায় ভারি আস্তিক হইতে হইবে। কেবল আছ তাহা নহে, কি আছ? মাটি না পাথর? সর্ব্বস্ব হইয়া আছ। আমরা তোমার কাছে যথার্থ ই পরামর্শ চাব আর পাব। যদি না পায়, ব্রাহ্ম দুই চারি দিন বই কখনই তোমার কাছে থাকিতে পারিবে না। হয় বাপ, নয় মা, নয় রক্ষক, নয় বন্ধু, নয় ভক্তবৎসল অধমতারণ হয়ে দেখা দেবেই দেবে। যাই বলিব "ঠাকুর আছ," অমনি গায়ে ঠাকুর, কাঁটা দিয়া উঠিবে। পিতা, আমরা নাস্তিকের আস্তিকতা চাই না। তুমি আছ আমাদের বাড়ীতে, তবে অনেক কথা বলা হলো, অনেক কথা শুনা হলো, অনেক দেখা হলো। আমার দুঃখ হলে তুমি চক্ষের জল মুছাইয়া দাও, ভুল হইলে বুঝাইয়া দাও, বন্ধু হইয়া আমার সহিত একত্র শয়ন কর, আমার খাওয়া হইল কি না দেখ, এ সব "তুমি আছ" ইহার সঙ্গে বাঁধিতে হইবে। কেবল শীতল ভাবে "তুমি আছ" বলিলে হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন একটা একটা ঠিক করিয়াছে, তেমনি আমরা বাহিরের কিছুতে ঠিক করিব না; কিন্তু আমাদেরও এক খানি অভ্রান্ত পুস্তক চাই, এক জন আত্মীয় চাই, একজন গুরু চাই; এই ভাবে এস, এই ভাবে আমরা তোমাকে বরণ করি। আমরা যেন বলিতে পারি এক জন আমাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা যখন কিছু বুঝিতে পারিব না তখন ডাকিব, "হরি হে নিজ হস্তের নিদর্শন দিয়া বুঝাইয়া দাও।" যখন তোমার শিষ্য যোড়হাত করিয়া ডাকিবে, বলিবে, "ঠাকুর, তোমার শিষ্যের কথায় কি প্রমাণিত হবে

না; তুমি কি জানিয়ে দিতে পার না যে তোমার শিষ্য ঠিক বলিতেছে?" বলিবামাত্র লোকের চিত্তাকাশে বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি হইবে, আর অমনি লোকে বলিবে, "হাঁ, হরি আছেন।", বল না তুমি আছ, নতুবা ঘুমাইয়া থাকিলে হইবে না। লোকে বলে, "একটা ঈশ্বর আছে, কথা কয় না, উত্তর দেয় না, আপনারা বুদ্ধি করে কাজ করিতে হয়, ঠাকুর কিছুই বলেন না।" তাই কি তুমি? তুমি জগদ্বিখ্যাত "জিহোবা" তোমার কি শক্তি নাই, পরাক্রম নাই? তুমি যে আছ প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইবে। প্রাণের হরি, দয়া করিয়া বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস কি ধন বুঝিলাম না। স্পষ্ট, অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য আমরা তোমার কাছে পাইয়া তবে জগতকে বুঝাইতে পারিব; নতুবা হরি নিদ্রিত, আমরা নিদ্রিত, হিন্দুস্থান নিদ্রিত। নববিধানের ভেরী বাজাও, সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিবে। আগে আমরা উঠিব, পরে দশ হাজার বিশ হাজার লোক উঠিবে, অতএব হরি, কথা কও। অনুগ্রহ করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে প্রাণ বাঁচাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনের হিসাব।

সোমবার, ১লা আষাঢ়, ১৮০২ শক; ১৪ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, হে দয়ার সাগর, ঘরে ফিরিবার সময় পরীক্ষার সময়, আপনাদের সঞ্চিত ধন গণনা করিবার সময়। হে পিতা, দেখিতে দাও যে আমরা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, কি কি লইয়া যাইতেছি, অভাব

পূরণ হইল, সদ্গুণ বৃদ্ধি হইল, দোষ কমিল, নূতন ব্রত গ্রহণ করিলাম। উড়িতেছিল, ভাসিতেছিল যে জীবন তাহা স্থির হইল। হে পিতা, দয়া করে এ সময় হিসাব দেখাইয়া দাও, ভাল করে বিবেক আলো ধরে মনের ভিতর গিয়া হিসাব দেখি। কি প্রাপ্য ছিল, কি দেয় ছিল, যা প্রাপ্য ছিল নিলাম, দেয় ছিল দিলাম, সমুদয়ে কত জমা রহিল। যোগের হিসাব কিরূপ, ভক্তির হিসাব কিরূপ, চিত্তশুদ্ধির হিসাব কিরূপ, জ্ঞান উপার্জ্জনের হিসাব কিরূপ। কত শিখিলাম, কত ধার্ম্মিক হইলাম, ঠাকুর, দেখিয়ে দাও। ফিরিয়া যাইবার সময় যদি দেখি কিছু হয় নাই, যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি ফিরিলাম, তাহা হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? এ দুদিনে কিছু আদায় করে লই, হিসাব ঠিক করে লই, জীবন স্থাপন করে লই। আত্মাতে যোগ, হৃদয়ে প্রেম এবং ইচ্ছাতে পবিত্রতা দাও। ব্রহ্মের দূত হইলাম, ঈশ্বরের প্রেরিত প্রচারক হইলাম। এমন নীতি শিখিব যে প্রলোভনের মধ্যে ঠিক থাকিব। কপট সাধক গোলেমালে দিন কাটায়, যথার্থ সাধক তা পারে না। আমাদের দয়া করে এত দিন যা দেখালে তাহাতে কিছু স্থায়ী ফল হওয়া কর্ত্তব্য। কি আমরা পেলাম? বৈরাগ্য অধিক হইয়াছে কি না, পরিবারের প্রতি যথার্থ খাঁটি ধর্ম্মভাব হইয়াছে কি না, বিবেক কি অধিক নির্ম্মল হইয়াছে, এবং তাহার আদেশ পালন করি কি? যোগ, ঋষিভাব অধিক কি হইয়াছে? হে পরমেশ্বর, আর কি বলিব এ কয় দিনে যেন খুব ফল হয় তাহাই কর। কল্পতরু হইতে অনেক ফল লইয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে ঘরে ফিরিয়া যাইব। ভাই ভগিনীরা প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি যাহাকে দাও সেই পায়। "তুমি যারে কর হে সুখী সেই সুখী

২ মা। হে দয়াসিন্ধু, কৃপা করে মনের মধ্যে সঞ্চিত ধনগুলি দেখিতে দাও তাহা লইয়া খুব কৃতজ্ঞ হই। হে পিতা, সাধনের ফল হৃদয় ভরিয়া দিয়া তোমার কুসন্তানগুলিকে সুসন্তান কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হিমালয়ের মহত্ত্ব স্মরণ। *

মঙ্গলবার, ২রা আষাঢ়, ১৮০২ শক ; ১৫ই জুন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে পরম পিতা, তুমি আমাদের বন্ধু হইলে তোমার সৃষ্টি আমাদের বন্ধু হউক। দয়াসিন্ধু, তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, তোমার হাতে গড়ান সমস্ত বস্তু আমাদের প্রিয় হউক। অধার্ম্মিক মলিন পৃথিবীতে থাকি, দেখি মন্দ, ধরি মন্দ, শুনি মন্দ, চারিদিকে কেবল মন্দই দেখি। তাই বলি পৃথিবী কেবল প্রলোভনের স্থান। ইহাকে কখন অসুর কখন দানব বলি, পৃথিবীকে ভাল বলি না, ঘৃণা করি। আত্মা হয় ত কল্পনার রাজ্য উপরে রাখিয়া দিয়া থাকি। এতে ভাল হওয়া যায় না। আমার যেটুকু মন্দ মানিলাম, তোমার যেটুকু, কেন মন্দ বলিব? আমার জীবন মন্দ, আমি খারাপ বলে তোমাকেও মন্দ বলিব? কেন তোমার পৃথিবীকে মন্দ বলিব, যে পৃথিবীতে পাহাড় আছে। যাহার মাথা এত উপরে স্বর্গের দিকে চলিয়া গিয়াছে, যোগের

---

* দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে "হিমালয়ের সৌন্দর্য্য" ১৫ই জুন ১৮৮২, আছে। কিন্তু ১৮৮২ না হইয়া ১৮৮০ হইবে। কারণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে আচার্য্যদেব দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। গঃ—

ভাব, গাম্ভীর্য্য যাহাতে আছে, তাহা কি কখন মন্দ হইতে পারে? যাঁকে যদি ভালবাসি তাঁর হাতের সমস্ত জিনিস ভালবাসিব, আর যে যে বস্তু খুব মহৎ তাহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দিব। পরমেশ্বর, আমি যদি হিমালয়কে ভাল না বাসি তাহা হইলে তোমার মর্য্যাদা রাখিলাম না। আস্তিকের মত চলা হলো না। সেই যে প্রলোভনের কথা ছেলে বেলা হইতে জপ করিয়াছি, তাই পৃথিবীকে খারাপ মনে করি। তুমি যখন নানা রঙ্ দিয়ে চিত্র বিচিত্র করে পৃথিবীকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, তখন আমি কি খারাপ বলিতে পারি? এই হিমালয়রঞ্জিত জগতের মস্তক হিমালয়, তুমি তাহার শিরোভূষণ, তাহা হইলে তুমি জগতের মাথার মুকুট হইলে। পৃথিবী কেমন সুন্দর হইল, যখন সুবর্ণ তুমি পৃথিবীর মুকুট হইলে। কবিগণ তোমার বর্ণনা করুক, ভাবুকগণ তোমার ভাবে মগ্ন হউক। বাড়ী যাবার সময় তোমার কাছে বিনীত নম্রভাবে এই বলি তোমার সৃষ্টিকে প্রিয় কর, আর পৃথিবীতে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহৎ হিমালয়—যার গম্ভীর অটল মূর্ত্তি যুগে যুগে প্রশংসিত হইয়াছে, তাহাকে যেন খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, এতে কুফল হবে না। হিমালয় স্মরণে কৈলাসভবন স্মরণ, কৈলাস ভবন স্মরণে তোমাকে স্মরণ, হিমালয় স্মরণে যোগী ঋষিভাব স্মরণ। এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় হিমালয়ের সহিত শরীরের বিচ্ছেদ হউক। কিন্তু যেন প্রেমের বিচ্ছেদ না হয়, ইঁহাকে ভক্তি ভালবাসা দিব, ইঁহার ভিতরে যত যোগী ঋষি তপস্বী আছেন সকলকে প্রাণের ভিতরে রাখিব। হে পিতা, তোমার হিমালয়কে প্রাণের ভিতরে অনুরাগে প্রতিষ্ঠিত কর, এই তোমার শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করিতেছি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরগৌরবান্বিত হিমালয়।

বুধবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০২ শক; ১৬ই জুন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

(নৈনীতালের শেষ প্রার্থনা)

হে পিতা, হে প্রেমময়, মানুষের নিয়ম সে এক স্থানে থাকে না। আজ এখানে কাল ওখানে তার পর দিবস আর এক জায়গায়। কিন্তু প্রথা আছে যে, লোকে তীর্থ যাত্রা করে ফিরে যাওয়ার সময় তীর্থস্থানের চিহ্ন যত্ন করে লয়ে যায়। এ সামান্য তীর্থ নয়—ভগবদ্ভক্ত জনের বহু কালের আদরের তীর্থ। এখানে বসে মহর্ষি যোগীগণ তোমার গুণগান করিতেন। এ স্থানে হরিভক্তদের পদচিহ্ন আজও জ্বল্ জ্বল্ কচ্চে। হিমালয় কাঁদে, বলে "কোথায় গেল আমার সেই শুদ্ধচরিত্র সাধু যোগী-ঋষিগণ, কে আর এখন আমাকে তেমন করে আদর করে? বঙ্গ ভূমিতে কত বিদ্যা সভ্যতা বাড়িয়াছে, কিন্তু আমার আদর কেউ করে না, সুশিক্ষিত হিন্দু আর আমার কাছে আসে না। আমার গৌরব কেন গেল? আমার মাথার মুকুট কেন খসে গেল?" হিমালয় এই বলিয়া কাঁদিতেছে। হরি, এখানে কেউ আসে না এ বড় দুঃখের বিষয়। এমন পবিত্র স্থান! পিতা, আমরা এয়েছি বলে হিমালয়ের গৌরব কি হইল? যেখানে এসেছি কাল পায়ের দাগ পড়েছে। শোকার্ত্ত তাপিত কজন পথিক এয়েছিল, দুঃখী কলঙ্কিত কটী পরিবার এখানে এসে বসেছিল, তার কি চিহ্ন থাকিবে? হে পার্ব্বতী, বড় আশা আছে যদি একদিনও তোমাকে ডেকে থাকি সে কীর্ত্তি থাকিবে। যদি একদিন যথার্থ ভক্তির সহিত নববিধানের নিশান লয়ে হরিনাম গান করে থাকি সে কীর্ত্তি পার্ব্বতীর পদতলে থাকিবে। যদি আমরা এক

দিনও তোমার পদতলে পড়ে যোগধ্যান করে থাকি সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? না সংসারে থাকিয়াও যোগ ধ্যান করা যায়। যদি এক দিন, হে জ্যোতির্ম্ময় আদি অনাদি পুরুষ, তোমাকে ডেকে থাকি, যদি এক দিন তোমার স্বর্গবাসী সাধুগণের আত্মার সহবাস করিয়া থাকি সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? যে উপস্থিত শতাব্দীর লোক এরাও একদিন হিমালয়ে এসে যোগ করিতে পারিয়াছে। হিমালয় যোগ সাধনের স্থান। এখনও কিছুমাত্র জ্যোতিহীন হয় নাই। এখনও তেজস্বী রহিয়াছে। হে হরি, ইহা সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, গল্পের কথা নয়। ফিরিয়া গিয়া বলিব হিমালয় মরে নাই। যদিও পুরাতন কালে যেমন মর্য্যাদা পাইতেন এখন তেমন পাইতেছেন না, যদিও ভারতের যুবকদল ইহার খুব অপমান করিয়াছে, তবুও ইহার তেজ কমে নাই। তুমি যে মুকুট হিমালয়কে পরাইয়াছ তা কখনও খুলে পড়িবে না। এ যে প্রকৃতির মুকুট। মানুষ নাই বা আসিল। তাই হিমালয়কে বলি তীর্থস্থান। অপমানিত অথচ তেজস্বী। আহা হরি, নির্জ্জনে পাহাড়ের উপর বসিয়া আছ দেখিতে আসিলাম, দেখিলাম আমার হরি পাহাড়ের উপর নাচিতে ভালবাসেন, ঋষিকন্যা ঋষিপুত্রদের লইয়া পাহাড়ের উপর রহিয়াছেন। এ যথার্থ কথা আমরা কয়টী গরিব পরিবার কিছু কি পাইলাম না? তীর্থ হইতে যাইবার সময় কিছু চিহ্ন লয়ে যেতে চাই। তুমি পার্ব্বতী হিমালয়ের দেবতা, দয়া করে আমাদের হৃদয়ে যোগভক্তি ঢালিয়া দাও। তোমার হিমালয়ের উপর হইতে যেমন জল পড়ে, হিমালয়কে আদেশ কর তেমনি করে আমাদের হৃদয়ে যোগভক্তি ঢেলে দিতে। যোগেশ্বরের বসিবার উচ্চ আসন এ মনে করে হিমালয়কে যেন বুকে

করে রাখিতে পারি। নির্ম্মল হইয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া, ঋষি ভাব লইয়া সংসারে ফিরিলাম, এ যেন সকলে দেখিতে পায়। আমরা হিমালয়কে বিস্মৃত হইব না, যে হিমালয় দয়া করে আমাদিগকে স্থান দিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না, বলিলেন, এস বাছা, যদিও তোমরা অধাৰ্ম্মিক তবুও আমাকে আদর করিবার ইচ্ছা আছে, এস। তিনি খাদ্য ফল সুস্নিগ্ধ বায়ু দিয়া আমাদিগকে সুস্থ করিলেন, আমরা তাঁহাকে মনে রাখিব মনের মধ্যে সেই যোগরাজ্যের ভিতর পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াই। পাহাড়ের শোভা নয়ন দেখিল, কেবলই হর পার্ব্বতীর শোভা দেখিলাম। এখন হে গিরিরাজ, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা যে খুব বিনয়ী শুদ্ধ চরিত্র হয়ে সেই কার্য্যক্ষেত্রে ফিরে যাই, যেখানে সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হে দীনবন্ধু, হে করুণাসিন্ধু, এখানে যে উপকার হয়েছে তা যেন স্থায়ী হয়, মা, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

একাদশ ভাদ্রোৎসব।

মার ভুবনমোহন রূপ।

সায়ংকাল, রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক;
২২শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

মা, তুমি চিরকালের জন্য আমাদের হইলে আমরা চিরকালের জন্য তোমার হইলাম। তোমার নামরস পান করিয়া লোকে পাগল হয় আগে জানিতাম না। উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারিল না। এস ভাই, দেশ দেশান্তর হইতে এস, দেখিয়া যাও মার প্রেমে ভক্তগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে। এখন আর বক্তৃতার সময় নাই। এখন মার রূপ নিজে দেখিব আর দেখাইব। শুভ সূর্য্য উদিত হইল। তোমরা নিরাকার জানিয়াও কেন মা বলিয়া পাগল। জননি, তুমি রূপবিহীন হইয়াও রূপধারিণী। তুমি মা হইয়া প্রাণকে অধিক পাগল কর। যদি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সাকার পূজা উঠিয়া যায়, সকলে যদি নিরাকারকে মা বলে, আমরা মা, তোমার অঞ্চল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, অনুরোধ করি, উত্তর দিয়া এই ভগবদ্ভক্তদিগের মনোরঞ্জন কর, সে দিন কি প্রাণকুসুম শুষ্ক হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও তোমাকে প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতেছি, প্রেমে মূর্চ্ছিত হইতেছি।

সাকার ভাবিব কেন? নিরাকারের বেগ যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় জোর হইতেছে। হরি, তুমি নিজে আস্ফালন কর বলিতে পারি। দেখ্‌রে, নগর টলমল করিল। যদি নিরাকারের প্রবল বল না হয় তবে কেন বঙ্গদেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ত। মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেলা দেখাও। এখনও কি কল্পনা স্বপ্ন লইয়া আমোদ করিতেছি? এ কি হরিসভা নহে? ঈশা মুসা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেন এত শতাব্দীর পর আসিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে আসিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথা কহিতেছি। হরি, তোমাকে সাকার ভাবিব না। মা, তোমার সুন্দর হস্ত ধরে যে তাহার কপালে অপার আনন্দ না দুঃখ? এই আমার হরি, এই হরিসভা, বৈকুণ্ঠ, পরকাল, কল্পতরু, ভক্তিসরোবর, শান্তি-সরোবর। ভক্তসকল ইহাতে মীনরূপে খেলা করিতেছেন। এই ত সেই স্বর্গ। তোমার পাদপদ্ম আমাদিগের স্বর্গ, তোমার পদপ্রান্তে আমাদিগের স্বর্গ। স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমস্ত প্রাণের [illegible] আজ কাছে আসিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী মার রূপ আছে কি [illegible]? নয়নাঞ্জন, চক্ষুকে ভুলাইয়াছ। স্বর্গের রাণী ভূমণ্ডলে আসিয়া যে রূপ দেখাইলেন দেখিয়া প্রাণ পড়িয়া রহিল। চিত্তচোর, তোমার সন্তান-দিগের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া যাও। তুমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন হইয়া মার সুন্দর মুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইলাম। আর যেন কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হন। 'আমরা দেখেছি গোপনে বলিব বাজারে ভেরী'। সুদিন আনিয়া দেও, দেখি পৃথিবী বড় না হরি বড়, যম বড় না হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত সুখী হয়, না ধন পাইলে?

প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের সঙ্গে কথা কহিলেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাঁড়াইয়াছি, মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে পথে যাইবেন। পৃথিবীতে হরি নামের বায়ু উড়িবে। বড় বড় সাধুগণ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবেন, মার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইল। আহা হরি, কি আনন্দের সমাচার; নূতন যন্ত্রে নূতন আকারে মুদ্রিত! মা, স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না এখান হইতে? মা, লক্ষ্মীশ্রী তোমার নাম। মা, তোমার অনুরাগপূর্ণ নয়ন দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়। মা অত্যন্ত স্নেহময়ী আই আমাদিগকে তাঁহারি মুখ দেখান। ঈশা, মুসা, শাক্য, চৈতন্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির জননী তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কমলকুটীর।

তিনকে এক কর।

সোমবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০২ শক; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের ঠাকুর, প্রথমে তুমি ভাঙ্গ; তার পরে তুমি গড়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধর্ম্ম প্রথমে তুমি প্রকাশ কর, তার পর সমুদয় নববিধানে তুমি গড়। তবে দয়াময়, আমাদের জীবনেও তা কর না? আমরা এক সময়ে ভক্ত হয়েছিলেম, এক সময়ে সত্যবাদী

হয়েছিলেম, এক সময়ে যোগী হয়েছিলেম, এক সময়ে প্রেমিক হয়েছিলেম, তবে এই সব খণ্ড ধর্ম্ম আমাদের জীবনে এক সময়ে জমাট কর না কেন? সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, এখনকার নববিধানের ভাব এই বিজ্ঞান, এই তিন এক কর না কেন? এই তিন এক হইলে সোণায় সোহাগা হয়। আমি খুব বড় বড় ভিক্ষা কচ্ছি না, আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের জীবনে যা এক সময়ে হয়েছিল, তাই দাও না কেন? তবে সে চারি সময়ে চারি ছিল, এখন এক সময়ে চারি দাও না। এক সময়ে সব ভাব এনে করে দাও না? হে মঙ্গলময়ী, বড় সুখ পেয়েছি সেই সেই সময়। নীতি সাধন করে তোমার সঙ্গতে বড় সুখ ও উপকার পেয়েছি। আর মুঙ্গেরে কত সুখী ছিলাম, তাও তুমি দেখেছ। আর এখন নববিধানের নিশান উড়িয়ে নূতন ধর্ম্ম লাভ করে, কত সুখ পেয়েছি তাও তুমি জান। হরি, মেলাও তিনকে। জ্ঞান ভক্তি নীতি, নীতি ভক্তি জ্ঞান তিনকে মেলাও। তিনকে তিন সময়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ড খণ্ড করে দেখাইয়াছিলে, এখন সেইগুলি মিলিয়ে গড়। এক [illegible]র যেন নববিধানের রঙ্গে সুন্দর ধর্ম্ম পাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, কৃপা করে এই আমাদের জীবনে খণ্ড খণ্ড সব ধর্ম্মের ভাবগুলি জমাট করে মিলাইয়া দাও। মা, আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গঙ্গাতট।

শারদীয় উৎসব।

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য।

সোমবার, ৩রা কার্ত্তিক, ১৮০২ শক ; ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

দেবি, তোমার প্রকৃতি আজ তোমার শ্রী, তোমার সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেছে। হে সর্ব্বরাজ্যেশ্বরী দেবি, তোমার প্রকৃতির এই সহাস্য ভাব দেখিয়া, তোমার কবি ভক্তগণ ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আজ এই প্রকৃতির শোভাযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিলেন। যদি তোমার প্রকৃতি, আপনার রূপ গুণ প্রকাশ না করিত, আমরা সংসারে সংসারী হইয়া থাকিতাম। শরৎকালের শশী গঙ্গাবক্ষে আপনার রূপের ছটা প্রতিফলিত করিতেছে। আজ কি ভদ্র সন্তানেরা ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে ? আজ মা লক্ষ্মী, তোমার পাদপদ্ম প্রস্ফুটিত। যে হৃদয় প্রেম ভক্তির আস্বাদ পাইয়াছে সে আজ বিষয়ের কীট হইয়া থাকিতে পারে না। কোথায় এই উৎসব হইতেছে দেখিবার জন্য ব্রহ্মভক্তগণ আজ জাহ্নবীতীরে শারদীয় শশীর জ্যোৎস্না ভোগ করিতেছেন। আজ চারিদিকে কেবল লক্ষ্মীর মধুর স্বর। সর্ব্বমঙ্গলে পতিতপাবনি, চন্দ্র তোমার মুখের প্রভা প্রকাশ করিতেছে। হে চন্দ্র, তুমি গগনে থাক, কিন্তু তুমি এই পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ঢাল। হে চন্দ্র, তোমার মা বুঝি পরমা সুন্দরী, তোমার মা বুঝি অমৃতের সাগর। তোমার মার দিকে ভক্তদিগকে টান। তোমার মা আমাদেরও মা। চাঁদের মা তোমরা

দেখিলে। শরৎ কালের উৎসবে যেন শরৎশশী তোমাদের মার মঙ্গল নাম অনুরাগের সহিত গান করে। গঙ্গা, তুমি অমৃতের নদী, গঙ্গে, তুমি কত শস্য উৎপাদন কর। তোমার জল খাই, স্নান করি, তোমার দ্বারা যে ধান্য ও শস্য উৎপন্ন হয় তদ্দারা জীবন রক্ষা করি। তোমার যিনি জননী তিনি আমাদেরও জননী। ভগ্নী গঙ্গা, তোমার মা যিনি তিনি আমাদিগের কত উপকার করেন। তুমি হিমালয় হইতে কেন আসিলে জান? তুমি কেবল আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতে এস নাই, তুমি গুন্ গুন্ স্বরে মার নাম করিতেছ। তোমার কোমলতা তোমার প্রশস্ত বক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত। মনোহারিণী নদী, তুমি আজ তোমার মাকে গিয়া বল, আজ কতকগুলি হরিভক্ত গৃহ অট্টালিকা ছাড়িয়া গরিবের মত মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। তোমার মা বড় ভাল। চাঁদের মা মিষ্ট, গঙ্গে, তোমার মা মনোহর। গঙ্গে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিণি, তোমার দুই পার্শ্বে তোমার মা যেন তাঁহার ভক্তদিগকে বসাইয়া এইরূপ তাঁহার নাম কীর্ত্তন করান। আমরা কি তোমার কাছে বসিবার উপযুক্ত? মহর্ষি যোগর্ষিগণ তোমার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া তোমার তীরে বসিয়া ব্রহ্মনাম সাধন করিতেন। আমরা আজ সবান্ধবে সপরিবারে সেই অধিকার পাইলাম এই লক্ষ টাকা। তোমার বুঝি বড় সাধ আজ আমাদিগের মুখে মার নাম শুনিবে? ঐ যে বলিতেছ "ভাই, তোমাদের মধ্যে কবিত্বরস আছে, আমি মার নাম গান করি তোমরা শুন, তোমরা মার নাম গান কর আমি শুনি।" তাই বুঝি আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে। শান্ত স্বভাব গঙ্গে, তুমি বড় প্রাণকে টান। তুমিও মহাদেবের প্রকৃতি, ঈশ্বর ভগবানের প্রকৃতি। হে করুণাময়ি, আজ সাধ মিটাও। আজ

আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা ও সমীরণ, এই শীতল স্থানে প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যায়। মধুর নামে মধু ঝরে, অমৃত বর্ষণ হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, এস সকলে প্রাণের ভিতরে একতান এক হৃদয় হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে পূজা করি। সুন্দর প্রকৃতির ভিতরে মা তুমি। কোটী কোটী প্রেমপুষ্প ফুটিল। হে মোক্ষদায়িনি, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। গঙ্গা চন্দ্র তাহার সাক্ষী। লক্ষীর সৌভাগ্য কৃপা করিয়া প্রকাশ কর। তোমার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য বিস্তার কর। ঘাটের ভিখারী-গুলিকে ভিক্ষা দেও। আজ অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া তোমাকে ডাকিতে ভাল লাগে না, আজ এই প্রকৃতির প্রশান্ত স্থানে মা, তোমায় ডাকিতেছি। বঙ্গদেশ, এমনি করিয়া শিক্ষিত দল আসিয়া, যদি মা বলিয়া ডাকে তোমার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। মা যেন আশীর্ব্বাদ করেন, দেশস্থ ভাই ভগ্নীগণ মাতৃপূজায় যোগ দেন। মা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের সকলের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, সংসার, পরিবার মধ্যে লক্ষীশ্রী বর্ষণ কর। আজ যেমন জোৎস্না নয়ন মন হরণ করিতেছে, তেমনি মা লক্ষীর শ্রী যেন দেখিতে পারি। মা, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।